(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত

বঙ্কিম চতুষ্পাঠী, কাঁটালপাড়া।

১৩৩৯ সন।

প্রকাশক—

শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কমলালয়।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট্, কলিকাতা।

[মূল্য ১৲ বাঁধাই ১।৵০।

১। অগ্নিশুদ্ধি নাটকের ও বঙ্কিম চিত্র পুস্তকের
প্রাপ্তিস্থান
আর বাস্থ এণ্ড কোং,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
[মূল্য ১৲ বাঁধাই ১৷৵০।]

২। প্রাচীন চিত্র পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
[মূল্য ৷৵০ বাঁধাই ১৲।]

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
৩৯১।২৭

সমর্পণ

আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর পবিত্র করতলে
রামসীতা-চরিত্র-কথারূপ এই অগ্নিশুদ্ধি
নাটকখানি সমর্পণ
করিলাম।

প্রণত সেবক সন্তান—
শ্রীরামসহায় দেবশর্ম্মা।

নিবেদন

শ্রীরামচরিতং নাম শতকোটি-প্রবিস্তরং।
একৈকমক্ষরং যস্য মহাপাতকনাশনং॥

রামায়ণ হইতে শ্রীরামচরিত ও অগ্নিশুদ্ধি এই দুইখানি নাটক লইয়া আজ আমি বাঙ্গলার সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। শ্রীরামচরিত (শ্রীরামচন্দ্রের শেষ জীবনচরিত) আমার আগের লেখা, অগ্নিশুদ্ধি তার পরের লেখা। দুইখানি একসঙ্গেই ছাপাইতে দেওয়া হইয়াছিল। অগ্নিশুদ্ধি বাহির হইল। শ্রীরামচরিত দুই এক মাসের মধ্যে বাহির হইবে। নাটকখানি আমার পাঠকগণের ভাল লাগিলেই কৃতার্থ হইব।

আমার এই সাহিত্যসাধনা—নাটকপ্রণয়ন এবং গ্রন্থপ্রকাশে যাঁহাদের নিকট আমি উৎসাহ, সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাইয়াছি, তাঁহাদের নামোল্লেখ আমি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি; যথা:—পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন, পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীযুত রামপ্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয়। প্রধান সাহিত্যিক শ্রীযুত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, সুলেখক শ্রীযুত ব্রজবল্লভ রায়। পরম আশীর্ব্বাদভাজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (এমেচর) শ্রীযুত ক্ষীরোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত শীতলচন্দ্র রায় (জমিদার সামটা), শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক লেবার), শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সার্পেণ্টাইন লেন), সর্ব্বশেষে এই জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত নাট্যকলাবিদ্, স্বনামশ্রুত শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু, সুপ্রসিদ্ধ রস-অভিনেতা শ্রীযুত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী আর কল্যাণীয় শ্রীমান্ বাম নরেন্দ্র (ভ্রাতা), শ্রীমান্ সরোজকুমার, শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর (সুহৃৎ) প্রভৃতির নিকট আমি কোন কোন বিষয়ে অল্পবিস্তর উপকার পাইয়াছি।

যে সমস্ত পত্রিকা-সমালোচকগণ আমার পুস্তকের সু হউক, ক্যু হউক, সমালোচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত পাঠকবৃন্দ আমার রচনা আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন—তাঁহাদের উপর আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীশ্রীরামো জয়তি।

শ্রীরামসহায় দেবশর্ম্মা (বেদান্তশাস্ত্রী)।

অধ্যাপক—বঙ্কিম চতুষ্পাঠী, কাঁটালপাড়া।

পোঃ নৈহাটী। জেলা ২৪ পরগণা।

পুনশ্চ—অভিনয়াদির জন্য কাহারও কোন' বিষয়ে আবশ্যক হইলে উপরের ঠিকানায় পত্র দিবেন—শ্রীঃ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

বশিষ্টদেব, দশরথ, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, মারুতি, নল, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, বক্রতুণ্ড মারীচ (সেনাধ্যক্ষ), লোলজিহ্বা ও নাকেশ্বর (রাক্ষস সেনাদ্বয়), কেকয় দেশপ্রত্যাগত দূত।

স্ত্রীগণ

কৌশল্যা, কৈকয়ী, সীতা, উর্ম্মিলা, মন্থরা, মন্দোদরী, শূর্পণখা, ত্রিজটা (চেড়ী), গায়িকা, দুষ্টসরস্বতী, রাজলক্ষ্মী, কামকলাগণ, অপ্সরাগণ, সখীগণ, চেড়ীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

সখিগণের গীত

মোরা কি করিব বল ?

লইয়া গাগরী যাব সারি সারি আনিতে সরযু জল ?

বৈতালিকে গাহে বন্দনা গান,

বীণা বাদী ধরে সাহানা তান,

হরষে মোদের মাতোয়ারা প্রাণ, করিলে যে ঝলমল

হাসিব নাচিব গাহিব ফিরে,

সাঁতারি চলিব উছল নীরে,

অথবা কি মোরা জড়াজড়ি ক'রে পড়িয়া রহিব বল ?

অগ্নিশুদ্ধি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কৈকয়ীর মহল—কৈকয়ী ও মন্থরা]

কৈক। যে প্রিয় সংবাদ শুনালি লো কুঁজী,
পুরস্কার রত্নহার তার।

মন্থরা। সতিনী করেছে তোরে গুণ।
বৃদ্ধপতি—
যার গুণে, সোহাগী লো তুই,
মুদিবে নয়ন যবে
ফল তার বুঝিবি তখন।

কৈক। রাম ও ভরতে আমি পৃথক না ভাবি;
এই বক্ষে স্তন্যরস পিয়ে,
মন্থরা লো, দুইজনা হ'য়েছে মানুষ।

মন্থরা। সুসময়ে যে গাছের খায় লোকে ফল
জানিস্ না, অসময়ে তারে কাটে নর!

সতিনীতনয় হবে রাজা,
বড় রাণী হবে রাজমা তা,
তোর পুত্র হবে পথের ভিখারী,—
আর তুই র'বি কাঙ্গালিনী—সবার ঘৃণিতা ;

কৈক। জানিস্ নাক' রামেরে আমার,
বিষ তাই করিস্ উগার।
আমি জানি, ভরতের প্রতি তার
কত স্নেহ, কত ভালবাসা।

মন্থরা। ও ছলনা, ভালবাসা-ভাণ।
মাতা ও বিমাতা কভু হয়নাক এক ;
তাহাদের ছেলেরা আবার—

কৈক। থাম্ কুঁজী,
সকলেই তোর মত নয়।
দেবতারে ভাবিস্ না রাক্ষস কথন'।

মন্থরা। দেখেছি অনেক,
শুনেছিও ঢের,
দেবতা রাক্ষস হয় রাতের বেলায়।

কৈক। না কুঁজী,
এমন সুখের দিনে—
রাজা হবে রাম,
আর তুই কিনা বিষাক্ত নিশ্বাসে
দিতে এলি পুড়াইয়া দেহ মন মোর ;
চ'লে যা—চ'লে যা—তুই !

মন্থরা। বল্‌তে এসে ভাল কথা
মন্দ হলুম্‌ আমি।
তোরই ভালর জন্যে কথা কহা মোর,
তাইত রে এত মাথাব্যথা ;
নহিলে আমার এতে লাভ কিরে বল ?
ছোট বেলা করেছি মানুষ,
তাই ত আমার এই হাকুবাকু করা।
বোকা তুই চিরদিন ঠকিবি কেবল,
জ্ব'লে পুড়ে জীয়ন্তে মরিবি !
দেখ্‌ ভেবে, রাম যদি রাজা হয়,
বড় রাণী তোরে
নখে পিষে টিপে টিপে মেরে রেখে দেবে,
কিম্বা কোন বুদ্ধি বার ক'রে
বনবাসে তোরে দেবে পাঠাইয়ে।

কৈক। পায়ে পড়ি, চুপ কর্‌ কুঁজী !

মন্থরা। হয়ত বা ঔষধ খাওয়ায়ে
ভরতেরে পরাণ মারিবে—
পাগল করিয়া দেবে তোরে !

কৈক। কুঁজী—কুঁজী,
মাথা ঘোরে কথা শুনে তোর !

মন্থরা। ধীরে ধীরে মৃদু বিষ খাওয়াবে এমন—
কেউ যেরে নারিবে বুঝিতে !

কৈক। ভরতে কে দিবে বিষ !
না—না কুঁজী, বৃথা চিন্তা তোর !

মন্থরা। শুনিস্‌নি কি তুই ?
সতিনীরে দিয়ে কলঙ্কিনী অপবাদ,
কত নারী নেয় প্রতিশোধ ?
জন্ম নিয়ে এক মার পেটে,
কত ভাই যেরে,
দেয় দূরে খেদাইয়া লাথি জুতা মেরে,
সেই সে ভায়েরে তার,—
শুনিস্‌নি কি তুই ?

কৈক। দিদি মোর স্বরগের দেবী ;
আর রাম—রাম মোর তেমন ত নয় !

মন্থরা। রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি নয়—
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহিক সেথায়,
শুধু নিজ স্বার্থের পূরণ—
তা' সে, ছলে বা কৌশলে যেমনেই হ'ক !
রাজসুতা, জেনে শুনে হ'সনে অবোধ ?

কৈক। জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য-অধিকারী—
শাস্ত্রবিধি, রাজাদের নিয়ম ইহাই।

মন্থরা। এক কালে এক চক্ষু খেয়েছে সবাই,
তুই দণ্ড আগুপাছু ভূমিষ্ঠ কেবল !

কৈক। নিরুপায়—বিধাতার হাত।
বৃথা ভেবে মাথা ব্যথা করা।

মন্থরা। উপায় ত, আমাদের হাতে !

কৈক। আমাদের হাত কি মন্থরা ?

মন্থরা। জানি আমি, তোর কাছে রাজা
সত্যে বাঁধা, দিতে দুটি বর ;
চেয়ে নে এখন তা' !
সত্যবাদী রাজা দশরথ
সত্য কভু নারিবে লঙ্ঘিতে।

কৈক। ভরতে করিতে রাজা দূরদেশে কোন'
অনুরোধ করিব রাজারে !

মন্থরা। রাম হবে ভারতসম্রাট্,
ভরত অধীন হবে তার ?
কৈকয়ি, ভেবে দেখ্
তা' হ'লে ত, সেই ভয় র'য়ে গেল পুনঃ !
না—না, তার চেয়ে এই বর চাও—
ভরতই সম্রাট হ'ক সবার পূজিত।

কৈক। সারাদেশে কলঙ্ক রটিবে ;
মন্থরা, কাজ নাই তায়।

মন্থরা। রাজা হ'লে সকলই সহিবে ;
প্রজাদের মুখ বন্ধ
অর্থ দিয়ে করিব তা' আমি।

কৈক। রাম বর্ত্তমানে
ভরত কি লবে রাজ্যভার ?

মন্থরা। ভাবনার কথা সেটা।
অন্য বর চেয়ে নে তা' হ'লে !

কৈক। কি সে বর ?

মন্থরা। রাম যাক্ চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

কৈক। কুঁজী, বড় স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে তোর !
দূর হ'য়ে যারে তুই,
মুখ তোর না চাই দেখিতে।

মন্থরা। ভরতে দেখিয়া রাজা—তোরে রাজমাতা,
কুঁজী আগে চরিতার্থ হোক্ ;
তার পর—
চ'লে যাব কেকয়ের দেশে—
কুঁজ নেড়ে নেড়ে বলিয়া বেড়াব—
"ভরত হয়েছে রাজা, তুই রাজমাতা।"

কৈক। চুপ্ কর্ রাক্ষসি, সাপিনি !

মন্থরা। পুত্রের সুখের তরে
কত মাতা প্রাণ দেয় শুনি,
আর তুই দুটো কথা বলিতে কাতর ?
বাঁধ্ মন কঠিন বাঁধনে,
ভেবে নেরে, সিংহাসনে বসেছে ভরত !

কৈক। কি হ'তে কি হবে শেষে,
ভয়ে যেরে কাঁপে মোর বুক ?

মন্থরা। মন কর, বাড়িবে সাহস।
রাজারে ডাকিয়া দিয়া যাই,
ভুলিস্ না, চাস্ বর, লক্ষ্মীটি আমার !
কেমন ?

(কৈকয়ীর অন্যমনস্কভাব-প্রদর্শন)

(মন্থরার প্রস্থান)

কৈক। রামবনবাস-বর—
না—না, পারিব না—পারিব না আমি !
কুঁজী—কুঁজী !　　　(মন্থরার পুনঃ প্রবেশ)

মন্থরা। ভেবে দেখ্, রাজনীতি—কূটনীতি,
বনবাসে কিম্বা বিষে তোদের মরণ,
কিম্বা তুই রাজমাতা, ভরত সম্রাট !
লক্ষ্মীটি আমার,
তোরই মঙ্গল তরে করি আমি সব।

(কৈকয়ীর গভীর চিন্তা)

(মন্থরার প্রস্থান)

(দুষ্ট সরস্বতীর আবির্ভাব)

গীত।

আজি অঘটন ঘটিবে।
সুধার সাগর মন্থন করি'
হলাহল আজি উঠিবে।
নারীর রসন-কোমল-আসনে
বসিব আজিগো বিধির শাসনে,
নাশিতে সৃষ্টি স্নিগ্ধ জলদে
অগ্নিবৃষ্টি ছুটিবে।
শোষণ করিব স্নেহ দয়া মায়া,
কঠিন হইবে কুসুমের কায়া ;
সতী জায়া আজি পতিনন্দনে
স্নেহ-বন্ধন টুটিবে।

(প্রস্থান)

(দশরথের প্রবেশ)

দশ। কোথা রাণী ?
গুরুভার কার্য্য ফেলে রাখি'
এসেছি ছুটিয়া আমি আহ্বানে তোমার।
এই যে আনন্দময়ী প্রেয়সী আমার !
(অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে,
যৌবরাজ্যে কালি রামে করি অভিষেক,
এইবার বিশ্রামের পাব অবসর।
একি ! চিন্তারেখা-কুঞ্চিত ললাট ?
মুখে নাই হাসি সুধাধার ?
নয়নের মুগ্ধ সেই কটাক্ষ-বিজলী
কোথা প্রিয়ে লুকাইল আজ ?
নিরুত্তর কেন,
মন বড় হ'য়েছে ব্যাকুল ?

কৈক। (স্বগতঃ) সত্যই কি সতিনার দয়ামায়া সব
ছলনা—ছলনা শুধু ?
মুখে মধু, হৃদে হলাহল ?

দশ। রামের ত রাজ্য-অভিষেক,
সারা রাজ্যে পড়িয়াছে সাড়া ;
হেন আনন্দের দিনে
তুমি প্রিয়ে, ম্রিয়মাণ শুধু ?
একি, অসম্ভব হ'য়েছে সম্ভব !

কৈক। (স্বগতঃ) রামের ত রাজ্য-অভিষেক ;

ভরত ত এলনা আমার ?
কই, তার নাম করে না ত' কেহ !

দশ। 'প্রিয়ে,
মুখখানি ক্ষণে ক্ষণে কেন
হইতেছে রূপান্তর এত ?
সৌন্দর্য্যের মাদকতা-ভরা অধরে কপোলে,
লাবণ্য ভেদিয়া,
থেকে থেকে ফুটে উঠে কেন
জিঘাংসার তীব্র ওই রেখা ?

কৈক। রামের ত রাজ্য-অভিষেক,
ভরতের স্থান কোথা রাজা ?

দশ। তাই অভিমান ?
রাম ত পাঠায়ে দেছে দ্রুতগামী রথ,
ভরতে আনিতে ত্বরা শত্রুঘ্নের সাথে।
(কৈকয়ীর কর দুটি ধরিয়া)
"জীবন-উৎসবময়ি" অয়ি ! আর কেন ?
মুখ তোল, কথা কও, ছাড় অভিমান !

কৈক। (স্বগতঃ) রামের উপর স্নেহে যে হৃদয় ভরা,
ভরতের স্থান তথা নাই !
জীবন-উৎসবময়ী আমি ?
তবে মোর পুত্র অনাদৃত কেন ?
না—না—(অস্ফুট ভাবে)
এ কেবল প্রেমিকের প্রেম-উপচার,
মোহমুগ্ধ স্থবিরের কাম-আরাধনা।

দশ। প্রিয়ে, প্রাণ চেয়ে প্রিয় তুমি মোর!

কৈক। প্রাণ চেয়ে প্রিয় আমি রাজা?
সত্য কি এ? (সহসা উত্থান)

দশ। সত্য প্রিয়তমে!

কৈক। বেশ, দাও আজ নিদর্শন তার!

দশ। তোমারে অদেয় কিবা প্রিয়ে?

কৈক। মনে আছে, মোর পাশে রাজা,
আছ তুমি প্রতিশ্রুত দিতে দুটি বর?

দশ। আছে—
অস্ত্রাহত অঙ্গ হ'তে মোর,
ক্ষতমুখে পুঁজরক্ত মুছাইয়া দিয়া
করেছিলে আদর্শ শুশ্রূষা!

কৈক। সেই প্রতিশ্রুতি আজ পাল তবে রাজা!

দশ। প্রতিশ্রুত—রাজা দশরথ
প্রাণ দিয়ে পালিবে তা' জেনে।

কৈক। এক বর—
ভরত হইবে মোর ভারতসম্রাট!

দশ। রহস্য কি করিছ কৈকায়?
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে
ভারতসম্রাট্ হবে ভরত তোমার?
এ যে অসম্ভব কথা প্রিয়ে!

কৈক। না রাজা, সত্য এই বর!

দশ। পরীক্ষা ত নহে প্রিয়তমে?
সংশয়েতে রেখোনা আমায়!

কৈক। সত্য রাজা।

দশ। হা নির্ম্মম, কঠোর নিয়তি!

(কপালে করাঘাত পূর্ব্বক পালঙ্কোপরি পতন)

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থরা। অন্য বর—

রাম যাবে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

দশ। রাক্ষসি-পিশাচি-দাসি!

কৈক। অন্য বর—

রাম যাবে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

দশ। কি বলিলি?

কৈক। রাম যাবে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

দশ। হা ভগবন্! (মোহভাব

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। মা—মা! (প্রণাম)

কালি মোর রাজ্য-অভিষেক;

আশীর্ব্বাদ চাহিতে এসেছি!

একি!

ফিরালে বদন কেন মাতা!

ওকি! পিতা কেন ধরাশায়ী?

পিতা—পিতা! (নিকটে গমন)

দশ। রাম—রাম!

রাক্ষস জনক আমি,

পিতা হ'য়ে হ'য়েছি অ-পিতা।

রাম। কি হ'য়েছে মাগো! পিতার আমার?

মন্থরা। সত্যে বাঁধা রাজা কৈকয়ীর কাছে
দিতে দুটি মনোমত বর ;
সেই বর চেয়েছে কৈকয়ী ;
তাই রাজা ধরাশায়ী আজ !

রাম। কি সে বর দুটি মাতা ?

কৈক। এক বর—
ভরত হইবে মোর ভারতসম্রাট্।

রাম। এ ত আনন্দের কথা—
আমি বা ভরত হই, একই কথা সে যে!
প্রাণাধিক ভরত আমার
হয় যদি ভারতসম্রাট্ ;
তা' হ'লে বরং আমি রাজছত্র তলে,
বড় সুখে বড়ই শান্তিতে
করিব গো নিশ্চিন্তে বিশ্রাম।

মন্থরা। অন্য বর—

কৈক। অন্য বর—

দশ। স্তব্ধ হও রাণি,
পতিহত্যা অভিশাপ লাগিবে তোমার।

মন্থরা। রাম যাবে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

দশ। পিশাচি—
বুঝেছি, তোরই এ বিষের উগার।

রাম। সত্যে বদ্ধ পিতা মোর,
তা' হ'তে যদ্যপি পুত্র

না উদ্ধারে পিতারে তাহার,
বৃথা জন্ম পুত্র হ'য়ে তার।

(পালঙ্কোপরি দশরথের মূর্চ্ছা)

(দশরথের মুখে রামের জলসেচন)

মন্থরা। এই ত রামের যোগ্য কথা!

কৈক। (জনান্তিকে) মন্থরা, ভরত হউক রাজা,
রামবনবাস-বরে কাজ কি আবার?

মন্থরা। প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিবে কি রাজা দশরথ,
মনেও দিওনা তুমি ঠাঁই!

রাম। পিতা মোর প্রতিশ্রুত জননীর পাশে,
প্রাণ দিয়া পালিবে তা' রাম।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

(রামের উত্থান—কৈকয়ীর দশরথের নিকটে উপবেশন)

লক্ষ্মণ। প্রাণ দিয়া কি পালিবে দাদা?

রাম। মা'র কাছে সত্যে বদ্ধ পিতা
দিতে দুটি মনোমত বর।

লক্ষ্মণ। কি সে বর দুটি দাদা?

রাম। ভরত হইবে রাজা—এই এক বর।

লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে! এ যে বিষম অবিধি!

রাম। অন্য বর—
আমি যাব চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

লক্ষ্মণ। কে যাবে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস?

মন্থরা। রামচন্দ্র—
নিজমুখে এইমাত্র নিয়েছে মানিয়া।

লক্ষ্মণ। পাপিষ্ঠা—(মন্থরাকে ধরিয়া প্রহারোদ্যম)

রাম। সত্যে বদ্ধ মা'র পাশে পিতা ;
ছেড়ে দাও, তৃতীয় এ জন।

(লক্ষ্মণের মন্থরাকে ছাড়িয়া দেওন—মন্থরার প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। মা কে দাদা ?
স্নেহহীনা রাক্ষসী যে নারী—
তার নাম মা যদি গো হয় ;
তবে সে মায়ের নাম
নিশ্চিহ্ন মুছিয়া যাক্ ধরাপৃষ্ঠ হ'তে।

রাম। শান্ত হও ভাই, বিধিলিপি ইহা।
পিতারে করিতে মুক্ত সত্যপাশ হ'তে,
চতুর্দ্দশবর্ষ কেন,
আজীবন বনবাসও অকর্ত্তব্য নয়।

লক্ষ্মণ। স্ত্রৈণ পিতা মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ;
করে যদি অবিচার সন্তানের পরে—

রাম। তথাপি সে অবিচারে
সন্তানের প্রতিপাল্য তাহা।
পিতার কর্ত্তব্য যাহা পালিবেন পিতা,
সন্তানের নহেক দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মণ। দাদা—দাদা—

রাম। ভাই,
ধর্ম্মকার্য্যে বাধা নাহি দিও !

লক্ষ্মণ। (স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া)

রাম। লক্ষ্মণ—ভাই !
র'ল গৃহে শোকাতুরা মাতা—
দেখো তারে ;
আর সেই পতিপ্রাণা সীতা—

(লক্ষ্মণের স্কন্ধে মস্তক রক্ষা)

লক্ষ্মণ। সাথে আমি যাব দাদা, কর অনুমতি !

রাম। অন্যায় এ অনুরোধ তোমার লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। তোমা ছাড়া হ'য়ে দাদা,
লক্ষ্মণ তোমার—
এক দণ্ড নারিবে বাঁচিতে !

রাম। সত্যপণে বিক্রীত যে, তাই যাব আমি।

লক্ষ্মণ। যাব আমি একান্তই দাদা,
ফেলে মোরে যেয়োনা'ক তুমি !
দুর্গম সে অরণ্যানী,
তোমা সাথে থাকি যদি আমি,
অসুবিধা হবে না তোমার ;
পাব আমি মনে বড় সুখ !

রাম। আমি যে যেতেছি ভাই,
কর্ত্তব্যের কঠিন আহ্বানে !

লক্ষ্মণ। আমি যাব হৃদয়ের সুখ-আকর্ষণে—!

রাম। না—না লক্ষ্মণ—!

লক্ষ্মণ। কোন বাধা শুনিব না আমি।

রাম। সুমিত্রার অঞ্চলের ধন—
ঊর্ম্মিলার জীবনসর্ব্বস্ব—
তুমি যাবে কোথা ভাই ?

লক্ষ্মণ। কোন বাধা না মানিব আমি।

রাম। দেখ ভাবি' ভাল করে' ভাই!

লক্ষ্মণ। ভেবেছি, করেছি স্থির।

রাম। মন মোর নাহি চায় যেরে
ল'য়ে যেতে তোমারে লক্ষ্মণ,
দুঃখ-ভরা গভীর কাননে।

লক্ষ্মণ। দাদা,
যেতে যদি নাহি দাও মত;
তবে প্রতিজ্ঞা আমার—
দিব বিসর্জ্জন
দেহ মোর সরযূর জলে।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাম। (বাধা দিয়া) রক্ষা কর!
যাবে একান্তই, চল তবে সাথে।

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। আমি যাব সাথে!

রাম। তুমি কোথা যাবে?

সীতা। তুমি যেথা, আমি যাব সেথা।

রাম। গভীর সে বন, প্রিয়ে,
অযোধ্যার গৃহলক্ষ্মী—তুমি কোথা যাবে?

সীতা। মানিব না বাধা কোন',
যাব আমি সাথে।

রাম। দুর্গম সে অরণ্যানী—
কুলনারী-বাসযোগ্য নয়।

সীতা। তুমি যেথা, স্বর্গ সেথা মোর।

রাম। এ কি প্রিয়ে সেই প্রমোদ কানন?
ভীষণ সে ঘন বন,
ভীমকায় দস্যুগণ ঘোরে চারিদিকে,
রাক্ষসেরা বাহিরায় রাতে,
সিংহ ব্যাঘ্র গরজে ভীষণ,
ফণা ধরি' সর্পকুল নির্ভয়ে বিচরে।

সীতা। তবু যাব আমি,
স্থির মোর, অন্যথা না হবে।

রাম। তোমার চরণতল বিঁধিবে কণ্টকে,
উপাধান হবে তব কঠিন পাষাণ;
আমমাংস বন্যফলে ক্ষুধার নিবৃত্তি,
পাবে কি, না পাবে তাহা, তাহাও জানিনা।

সীতা। শুনিয়াছি, হৈমবতী সতী
পতিসাথে শ্মশানবাসিনী।
আমি যাব সাথে।

রাম। সীতা,
প্রাণের আবেগে,
সুখ বলি' ভাবিছ যা তুমি,
গেলে বনে, জানিবে তখন—
কত দুঃখ, কত সে যন্ত্রনা।

সীতা। বাবা মোরে ব'লেছেন, প্রভু,
সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে,
ছায়াসম পতিসাথে র'বি সদা সীতা।

রাম। রাজর্ষি জনক !
কল্পনা কি করেছিলে তুমি,
যাবে কন্যা পতিসাথে তার
চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসে ?

সীতা। পিতা মোর সর্ব্বজ্ঞ যে জানি।

রাম। সীতা,
থাক, অযোধ্যায় মা'র কাছে তুমি,
ইচ্ছা হয় থাক, গিয়া মিথিলার পুরে।
অনুরোধ, সাথে মোর যেয়ে কাজ নাই।

সীতা। লক্ষ্মণ ! বল তুমি দাদারে তোমার—
সঙ্গে যদি নাহি যেতে পাই,
ফিরে এসে আর মোরে পাবেনা দেখিতে।

রাম। সীতা, দুঃখময় বিপদের মুখে
একান্তই যেতে তব সাধ ?

সীতা। তা' না হ'লে ত্যজিব পরাণ।
লক্ষ্মণ, বল তুমি দাদারে তোমার !

লক্ষ্মণ। দাদা, দাসে যদি দিলে অনুমতি,
দাও তবে অনুমতি দেবীরে তোমার !

সীতা। দাসীরে তোমার, বল লক্ষ্মণ !

রাম। লক্ষ্মণ,
মূর্চ্ছা যদি ভেঙ্গে যায় পিতার মোদের,
তা' হ'লে এ সত্যরক্ষা, অরণ্যগমন,
হবে বড় সুকঠিন—মর্ম্মচ্ছেদকর।
ত্রিযামা-গভীর যাবে—

মৌন যবে অযোধ্যার পুরী—
সুখ-সুপ্ত র'বে প্রজাগণ—
আমরা তখন
লোকচক্ষু-অন্তরালে,
অজ্ঞাতে করিব ত্যাগ এ রাজ্য নগরী।

সীতা। মা'র সাথে দেখা না ক'রেই।

রাম। বিদায়ের কালে,
জননীর নেত্রপুট হ'তে
ঝরিয়া উদ্গত অশ্রু-প্রবাহের ধারা,
করিবে যাত্রার পথ পিচ্ছিল কেবল।

সীতা। তবুও প্রণাম ক'রে যেতে হবে মা'রে,
নিতে হবে আশীর্ব্বাদ তাঁর।

রাম। চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস
শুনিবেন যবে জননী আমার,
কি অবস্থা ঘটিবে তা' কল্পনা অতীত।
প্রাণ ধ'রে কোনমতে তাঁরে
এ সংবাদ বলিতে নারিব।
লক্ষ্মণ, সুমিত্রা জননী—

লক্ষ্মণ। সে ভাবনা ভাবিবেন জগদ্জননী।

সীতা। উর্ম্মিলা!

রাম। লক্ষ্মণ,
উর্ম্মিলার সাথে দেখা ক'রে এস!
সে যদি এ বনযাত্রা নাহি ক'রে মত,
তা' হ'লে আমার ভাই নাহি অধিকার,

ল'য়ে যেতে সাথে ক'রে তোমারে লক্ষ্মণ !
চল দেবি, মাতারে প্রণাম ক'রে আসি।
বনযাত্রা-সংকল্প মোদের,
সঙ্গত হবে না কিন্তু বলা জননীরে।

(প্রস্থানোদ্যত)

(ঊর্ম্মিলার প্রবেশ)

ঊর্ম্মি। দিদি,
আমি সারা বাড়ী খুঁজেছি তোমায়,
তোমারে সাজাব বলি'
আনায়েছি মনোমত বসন-ভূষণ।
চল দিদি, মোর ঘরে চল,
সাজায়ে দেখিব আজ সাজে কিনা ভাল !

সীতা। মাণ্ডবীরে সাজাইয়া দি'গে বোন্ !

ঊর্ম্মি। অভিষেকে তুমি বসিবে বলিয়া
এনেছি তোমার তরে, তোমারেই দিব।

সীতা। মোরা যে অযোধ্যা ছাড়ি'
যেতেছি অনেক দূরে বোন !

ঊর্ম্মি। কাল প্রাতে অভিষেক হবে,
আজ রাতে কোথা যাবে দিদি ?

সীতা। জানিনাক।
আর্য্যপুত্র যাবেন যেথায়,
জানি এই, দাসী আমি, সঙ্গে যাব তাঁর।

রাম। লক্ষ্মণ,
ঊর্ম্মিলা দেবীরে যাহা আছে বলিবার,

বল তাহা বুঝাইয়া তুমি !
(সীতার প্রতি) চল সীতা,
মাতৃপদে করিগে প্রণাম !

(রাম ও সীতা প্রস্থানোদ্যত)

উর্ম্মি। (যাইতে বাধা দিয়া)
কি হয়েছে, ব'লে যাও দিদি,
মন বড় হয়েছে ব্যাকুল !

রাম। মধ্যমা মাতার পাশে প্রতিশ্রুত পিতা—
ইচ্ছামত দুটি বরদানে,
সেই বর আজ চাহিলা জননী।
(সীতার প্রতি) এস সীতা !

সীতা। আসি বোন্ !

উর্ম্মি। দিদি !

(রাম ও সীতার প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা !

উর্ম্মি। স্বর কেন কাঁপিছে তোমার ?
কি হয়েছে, কি সে বর দুটি নাথ,
মাতা যাহা লয়েছে চাহিয়া ?

লক্ষ্মণ। এক বর,
ভরত হইবে রাজা।
অন্য বর
বলিতে বিদরে মুখ—
জিহ্বায় না সরে বাণী—

চাহিল জননী,
রাঘবের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

উর্ম্মি। রহস্য বা পরীক্ষা ত নহে প্রিয়তম ?

লক্ষ্মণ। ওই দেখ মূর্চ্ছাগত পিতা ;
রহস্য কি পরীক্ষা সে তুমি
লও বুঝে নিজেই উর্ম্মিলা !

উর্ম্মি। একি হ'ল ?
এমন ত ছিল না জননী,
এ যে আকাশেতে রাক্ষসীর মায়া !

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা,
সাথে যাবে দেবী আমাদের।
করেছি আমিও স্থির,
অনুগামী হব তাঁহাদের।
এ মরসংসারে—
কর্ত্তব্যপালনই সুখ,
অন্য সুখ নাহি জানি আমি।
অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি মোর প্রিয়া—
রাজ-ঋষি জনকের হাতে গড়া ধন—
তুমি যদি জীবনের না সহায় হও,
না দেখাও কর্ত্তব্যের পথ,
তবে সাধারণ দুর্ব্বলা অবলা
দৃষ্টান্ত কোথায় পাবে বল ?
একটি আদর্শ—ফুটে থাক্ গভীর কাননে,
অন্যটি—ফুটুক্ গুপ্ত অন্তঃপুরমাঝে।

উর্ম্মি। আদর্শরক্ষার তরে
জীবনের সুখশান্তি বলি দেওয়া প্রভু,
একান্ত কি আবশ্যক মোর ?
লক্ষ্মণ। একান্তই আবশ্যক প্রিয়ে !
উর্ম্মি। আমিও হইনা কেন সাথী ?
লক্ষ্মণ। না উর্ম্মিলা,
শোকাকুলা মাতারা মোদের—
তাঁহাদের দেখিবার কেহ না রহিল।
রহ তুমি হেথা চির-সান্ত্বনার রূপে।
উর্ম্মি। এই কি আদেশ মোর পরে ?
লক্ষ্মণ। আদেশ না, অনুরোধ আমার উর্ম্মিলা !
অযোধ্যার ভার,
দিয়া দেবি, তোমার উপর,
আমি তবে নিশ্চিন্ত এখন !
উর্ম্মি। প্রাণ দিয়া পালিব এ ভার।
রুধিয়া চোখের জল,
চাপিয়া এ তপ্তাহত হৃদয়ের ব্যথা,
কর্ম্মযোগে হব আমি নূতন যোগিনী।
লক্ষ্মণ। কর্ম্মফলে না রাখিয়া আসক্তি কামনা,
কর্ম্মময়ী হ'য়ে থাক প্রিয়ে !
উর্ম্মি। তাই হব, কর আশীর্ব্বাদ !
মহাজ্ঞানী রাজ-ঋষি পিতা
শিশুবেলা যেই শিক্ষা দিয়াছিলা মোরে,
সে শিক্ষার মোর,

এতদিন পড়েনিক কোন প্রয়োজন ;
আজ জীবনের এই নবীন প্রভাতে,
কঠোর পরীক্ষারূপে
দাঁড়াইল আসি' তাহা সম্মুখে আমার।

লক্ষ্মণ। অনুকূল স্রোত পেয়ে মৃদুল বাতাসে
চলে যবে তরীখানি বেয়ে,
জীবনের পরীক্ষা তা' নয়।

ঊর্ম্মি। যাবে জানি তুমি মহাযোগী,
আর' জানি,
রব আমি যোগিনী এ পুরে।
কিন্তু আজিকার মত,
থেকে যাও রাত্রিটুকু প্রিয়!
আমি সমস্ত হৃদয় দিয়া
সর্ব্বময়ী হ'য়ে
করি আজ পতিযোগ্য পূজা।

লক্ষ্মণ। রাত্রিতেই যেতে হবে যে গো।

ঊর্ম্মি। রাত্রিতেই?
দীন দুঃখী সকলেই সুখ-সুপ্তিগত
আর অযোধ্যার রাজার কুমার—

লক্ষ্মণ। ত্রিযামা-গভীর যামে—
রবে যবে সুখ-সুপ্ত অযোধ্যার প্রজা ;-
সেই লোকচক্ষু-অন্তরালে
যাত্রা করা ইচ্ছা রাঘবের।

ঊর্ম্মি। কোমল শয্যার পরে

সুখময় ব্যজন বীজনে,
নিদ্রা যায় হ'তনা'ক ভাল,
কেমনে গভীর বনে নিদ্রা যাবে নাথ ?

(ক্রন্দন)

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা,
বিদায়ের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে
অশ্রুপাত করে সকলেই ;
কিন্তু নহে ইহা মঙ্গলসূচক।

উর্ম্মি। (চক্ষু জল মুছিয়া)
আমি দাসী তব প্রিয়,
কিন্তু এ চোখের জল
সে ত দাসী নয় !

(ক্রন্দন)

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা—উর্ম্মিলা !
চলিলাম আমি।

(প্রস্থান

উর্ম্মি। পিতা—পিতা !
সত্য কি এ,
ভোগ চেয়ে ত্যাগ বড় ?
বিরহ, মিলন চেয়ে বড় ?
দৈহিক সুখের চেয়ে
শান্তি অন্তরের
বেশী স্নিগ্ধ, বেশী তৃপ্তিকর ?

(লক্ষণের পশ্চাতে দ্রুতগতিতে প্রস্থান)

দশ। (মূর্চ্ছাভঙ্গে)

স'রে যা—স'রে যা মায়াবিনি !
তোর স্পর্শ বৃশ্চিকদংশন,
তোর সেবা জীবনের অভিশাপ মোর।

(কৈকেয়ী কাঁপিয়া উঠিল)

রাক্ষসি,
আমারে খেলি না কেন ?
কোমল মাংসের স্বাদ বড় লাগে ভাল ?
উষ্ণ রক্ত এত কি মধুর ?
মায়াবিনি,
কোন্ মন্ত্রে, কোন্ দেবতার বরে
এতরূপ ধরেছিলি তুই ?
শ্মশানের অস্পৃশ্য কুসুম,
মূঢ় আমি—
শির পাতি ল'য়েছিনু তুলি !
স্পর্শ মোরে করিস্‌নাক যেন,
তোর এই স্পর্শদোষ-দূষিত বাতাস
নিঃশ্বাসে নিতেও চাহি না।

(কৈকেয়ীর দূরে উপবেশন)

শোন্ পাপীয়সি !
মুখ তুলে শুনিস্‌নাক যেন,—
পরলোকে তোর দত্ত জল
একবিন্দু লব না কখন !

তোর গর্ভজাত পুত্র—
শ্রাদ্ধ তার—

কৈক। ভরতের নাহি কোন দোষ !

দশ। উঃ, কি মর্ম্মান্তিক সত্যপণে বাঁধা আমি !
হস্তপদ হতেছে অসাড়,
জিহ্বায় না সরে বাণী।
হৃৎপিণ্ড—
সেও কিগো পড়িয়াছে বাঁধা ?

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশ। আমারে প্রণাম ক'রে বাছা যে আমার
নিল যাচি' শুভ আশীর্ব্বাদ ;
কি ক'রে জানিব আমি—
সেই তার বিদায়ের নীরব প্রার্থনা !
এতটুকু বধূমা আমার—
তারও মুখে না উঠিল ফুটে
এতটুকু বেদনার রেখা !

দশ। কৌশল্যা ! কৌশল্যা !

কৌশ। আমারে দিবে না বনবাসে ?
আর অবশিষ্ট বর কোন নাই ?
দাওনাক' সেই বর মোরে,
আমি যাই বনে সেই বাছাদের সাথে।
পিতৃঋণ শোধহেতু পিতৃভক্ত রাম
গেল চলি' দূর বনবাসে,
সাথে গেল সতী সাধ্বী বধূমা আমার,

লক্ষ্মণ দোসর তার ভ্রাতৃ-অন্ত প্রাণ,
সেও গেল !
কেবল জননী তার
র'ল পড়ে অযোধ্যার শ্মশান জাগায়ে।

দশ। গেছে ? চ'লে গেছে বনবাসে রাম ?
শান্তার অধিক সীতা বধূমা আমার—
অযোধ্যার গৃহলক্ষ্মী—
সেও গেছে ?
রামময়জীবিত সে লক্ষ্মণ আমার,
সেও গেছে ?
আর আমি পারিবনা যেতে ?
কেন ?
জরাজীর্ণ প্রাণ, পণে বদ্ধ মন,
তাই পারিবনা যেতে ?
পারিব—পারিব আমি রাণি !
রাণি,
তুমি ত পারিতে যেতে,
তুমি ত নহক বাঁধা
সত্যের কঠোর লৌহ-শৃঙ্খলবাঁধনে।
তবে কেন গেলেনাক তুমি ?

কৌশ। এ যে উন্মত্ততা দেখা দিল আসি'।

দশ। ফেটে গেল—ভেঙ্গে গেল—বক্ষোদেশ মোর,
হস্ত পদ—সারাদেহ হিম হ'য়ে এল।

কৌশ। (দশরথকে স্পর্শ করতঃ) প্রভু !

দশ। অন্ধমুনি-অভিশাপ
এতদিনে ফলিল আমার!

কৌশ। অন্ধমুনি-অভিশাপ?

(কৈকয়ী স্বপ্ন দেখিতেছে এই ভাব প্রদর্শন)

দশ। মৃগ-ভ্রমে শব্দভেদী বাণে
বধেছিনু মুনির তনয়ে,
বৃদ্ধ তার পিতা মাতা—অন্ধ দুনয়ন—
পুত্রশোকে ত্যজিল পরাণ।
অভিশাপ দিয়ে গেল মোরে,
পুত্রশোকে মরণ আমার।

কৌশ। রাজা—

দশ। কৌশল্যা, নিয়ে চল হেথা হ'তে মোরে,
এ গৃহের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে
দগ্ধ হয় সর্ব্বাঙ্গ আমার,
বন্ধ হয় হৃৎপিণ্ডক্রিয়া।
রাক্ষসী কৈকয়ী—ওই দেখ,
রক্ত পড়ে, কষ বাহি জিহ্বা দিয়া ওর!
নিয়ে চল—নিয়ে চল—
হেথা হতে মো'রে!
এ নরকে আর
বেশীক্ষণ রেখোনা আমায়!

কৌশ। রাজা—

দশ। রাজা নহি—রাজা নহি আমি!
হতভাগ্য পতিমাত্র সতি!

ওই দেখ, পিশাচীর নড়িছে রসনা,
আরও কিছু চেয়ে ল'বে শেষে !
অলৌকিক মন্ত্র পড়ি কোন,
কিম্বা কোন মোহময় তুলিকা ছুঁয়ায়ে
আবার ভুলায়ে দিবে ;
ল'য়ে চল ! (উত্থান
ধর মোরে !

(দশরথকে ধারণ)

জোর ক'রে ধর !
(কৌশল্যার অঙ্গে ভর দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান)

কৈক। (স্বপ্নভঙ্গে) সত্য, না স্বপন ইহা !
কই ? রাজা কোথা ?
একি তবে স্বপনের ঘোর ?
না—না—
ওই যে রয়েছে পড়ি' রাজার উষ্ণীষ !
তবে সত্য কি এ ?
সত্যই ত !
উঃ ! (মোহভাব)

(মন্থরার প্রবেশ)

কৈক। দেখিনু যে স্বপ্নঘোরে আমি,
যেন কোন্ প্রেতিনী আসিয়া
এতক্ষণ করি' মোরে ভর,
এইমাত্র ছাড়ি' চলি গেল !'
এখনও ভাসিছে চোখে অস্পষ্ট সে ছায়া,—

কৃষ্ণবর্ণা—কৃষ্ণবর্ণ বসনে আবৃতা !
কি কুৎসিত ভয়ঙ্করী মূরতি তাহার !
মিথ্যা কল্পনা কি হবে ? না—না !

(বক্ষপানে লক্ষ্য করতঃ)

সত্যই কি, সে ছেড়ে গেছে মোরে ?
গেছে সে অবশ্য,
না হ'লে চোখের কোণে জল আসে কেন ?
বুক কেন করে ধড়ফড় ?

মন্থরা। কৈকয়ি !

কৈক। (ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া) কে ? কে তুই !
আবার যে এলি সম্মুখে আমার !
চলে যা—চলে যা তুই !

(মোহভাব)

মন্থরা। আমি মন্থরা।

কৈক। (লক্ষ্য না করিয়া) কি হ'তে কি হ'ল মোর ?
দেবী আমি, আজ অস্পৃশ্য পাতকী !
রাজসেব্য শতদল,
শতছিন্ন লুণ্ঠিত ধরায় !

(উঠিয়া—কল্পনায় মন্থরা-উদ্দেশ্যে)

মন্থরা ! মন্থরা !
ধূমকেতু ক'রে তোরে
কে পাঠাল ভাগ্যাকাশে মোর ?
যে কাজ করালি তুই মোরে দিয়া আজ,
সপ্ত সাগরের স্নিগ্ধ বারিধারা,

স্মৃতি তার নারিবে মুছিতে !
বিশ্ববাসী নরনারী ফিরাবে বদন,—
মোর নাম পশে যদি কাণে !
বিমাতার পরিচয়-স্থলে,
আমি হব প্রথম গণনা !

মন্থরা। কৈকয়ি ! কৈকয়ি ! (স্পর্শ)

কৈক। কে কুঁজী ! যা, যা, দূর হয়ে যা
ওরে শ্মশানপ্রেতিনী !
তোরই মন্ত্রনায়, সতী নারী আমি,
কুলটারও হয়েছি অধম !
রাজরাণী—দেবী হ'য়ে আমি
হয়েছিরে রাক্ষসী পিশাচী !

মন্থরা। তোরই ভালর জন্যে কথা কহা মোর,
তুই পুনঃ গাল দিস্ মোরে ?
রামচন্দ্রে দিনু বনবাস,
সে আমার কিছু ত' করেনি ;
মোর প্রতি অবিচার করেনি ত কভু ?
কুঁজী ব'লে ভুলে একদিনও
ডাকেনিত আমারে কখন ?
তবু তারে দিনু বনবাসে—
সে ত শুধু তোর তরে,—
তোর পুত্র ভরতের তরে ?

কৈক। (উন্মত্তবৎ)
খুব ভাল করেছিস্ মোর ;

এই বার যেতে হবে তোরে
সেই শুষ্ক রুক্ষ কেকয়ের দেশে,
যেখানে জ্ঞাতিরা তোর
কুঁজী, কুঁজী ব'লে
লাথি জুতো নিয়ত মারিত।

মন্থরা। রাজা হ'য়ে অযোধ্যায় বসিবে যখন
সিংহাসনে ভরত আমার,
তখন আমার হবে অবশ্য আদর।
রাজপুরে কেউ
কুঁজী কুঁজী ব'লে ডাকিতে পাবেনা।
কিম্বা দেখা হ'লে
মুখ টিপে কেউ আর হাসিতে পাবেনা।
একবার ভুলে যদি কেউ
ডাকে মোরে কুঁজী কুঁজী ব'লে,
সাজা দেব দশ দশ বেত।

কৈক। শত্রুঘ্ন আসিলে পুরে ওরে পাপীয়সি,
কুঁজ তোর সোজা করে দিবে,
তার চেয়ে আয়, আমি আজ—

(উন্মত্তাবৎ মন্থরাকে ধারণ)

নেপথ্যে। মেজ মা!

(মন্থরাকে পরিত্যাগ—মন্থরার প্রস্থান)

(ঊর্ম্মিলার প্রবেশ)

ঊর্ম্মি। মেজ মা! মেজ মা!

ছেড়ে যায় বাবা আমাদের,
বুক ফেটে মারা যায় বুঝি
পুণ্যশ্লোক রাজা দশরথ ?

কৈক। কে, উর্ম্মিলা ?
বিশ্বাস কি করিবি আমায় ?
প্রত্যক্ষ দেখিনু, স্বপ্নঘোরে আমি—
কৃষ্ণবর্ণা—কৃষ্ণবর্ণ বসনে আবৃতা
নারী এক, কি কুৎসিত আকৃতি তাহার !
এইমাত্র ছাড়ি মোরে
চ'লে গেল ধীরে ধীরে বাতাসে মিশায়ে।

উর্ম্মি। তাই বটে মাগো !
তাই তুমি চেয়েছিলে রামবনবাস ;
তাই তুমি অজ্ঞানে হইলে আজ
পতিমৃত্যু-সাক্ষাৎকারণ !

কৈক। রাম ও ভরতে আমি
কখন ত ভাবিনি পৃথক,
তবে কেন হ'ল এই দারুণ দুর্ম্মতি ?
যেই রাজা প্রাণ দিয়ে বেসেছিল ভাল,
তার বক্ষে কি করিয়া আমি
হানিলাম মরণের তীক্ষ্ণধার অসি !
পতিহত্যা—পতিহত্যা করিলাম আমি !

উর্ম্মি। মেজ মা !
বাবা মোর বলিতেন যখন তখন,
এ সংসারে ঘটে যাহা কিছু,

সবই সেই মহামায়া-লীলার কুহেলি,
মানুষেরা ভাবে শুধু আমরা কারণ !

কৈক। মহাজ্ঞানি-কন্যা তুই,
আমি যেরে মহাপাতকিনী !
প্রত্যক্ষ এ পাপভার সব,
কেমনে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া,
নিজেরে নির্দোষ ব'লে মেনে লব বল্ ?

উর্ম্মি। পড়ে মনে,
রাজর্ষি জনক মোর,
বলেছিলা বিদায়ের কালে,
যবে মোরা ত্যজিনু মিথিলা,—
"ইচ্ছাময়-লীলা এই মানবজীবন ;
সে জীবনে কার্য্যাবলি—সবই
কল্যাণ উদ্দেশ্য শুধু তাঁর।"

কৈক। কল্যাণ—কল্যাণ,—
রাম গেল চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস,
গেল সতী কুসুমকোমলা
উপল-ব্যথিত সেই ঘনবনপথে ;
আর পতি তোর ভ্রাতৃভক্ত বীর
গেল সাথে হ'য়ে অনুচর,—
কল্যাণ—কল্যাণ বটে এই !
আর এই দলিত কুসুমসম,
র'লি পড়ে ধরণির ধূলিশয্যা'পরে

অনাদৃতা, সবাকার উপেক্ষিতা তুই—
কল্যাণ—কল্যাণই বটে এই !

উর্ম্মি। ফিরিবেন চতুর্দ্দশবর্ষ পরে যবে—
দিদিরে লইয়া সাথে রাজা রঘুনাথ,
তখন তুমিও মাগো, বলিবে নিশ্চয়
বনবাস মঙ্গলকারণ !

কৈক। পাপপুণ্য-ফলাফল ভুগিবে ত নর ?

উর্ম্মি। যাঁর কার্য্য বিশ্ব এই মঙ্গল-রচনা—
তাঁর কার্য্য, ভাবে নর, এ বুঝি আমার ;
তাই ত কর্ম্মের জাল বোনে ধীরে ধীরে,
পাপপুণ্য-ফলাফল তাই ভোগে নর।

কৈক। উর্ম্মিলা,
স্বরগের অম্লান কুসুম !
শোকে দুঃখে পাপে অনুতাপে
জর্জ্জরিতা আমি রে পাপিনী ;
তাই কি আমার কাছে ছুটে এলি তুই—
সঞ্জীবনমন্ত্ররূপে
শান্তি দিতে মোরে ?

উর্ম্মি। সকলই শুনেছি মাগো।
জানি আমি,
এ বিশ্বসংসারে
সব চেয়ে দুঃখী তুমি আজ !
শুনিলাম, নিজমুখে বলেছেন রাজা—
"দেখো যেন মৃত্যুকালে দেখিতে না হয়"—(ক্রন্দন)

কৈক। জানি আমি "কৈকয়ীর মুখ"।
এই মোর সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত বটে !

ঊর্ম্মি। এ হ'তে কঠোর আছে মাগো !
মৃত্যুপরে দেহখানি তাঁর
স্পর্শ করা নিষিদ্ধ তোমার।

কৈক। প্রায়শ্চিত্তশেষে,
বুঝিতেছি, এই মোর ব্রতের ব্যবস্থা !

ঊর্ম্মি। তাই দেখিলাম—
তোমা পাশে আসা মাগো,
সবচেয়ে বড় মোর কায ;
তাই আসিলাম।

নেপথ্যে। সত্যসন্ধ রাজা দশরথ—
হা রাম, হা রাম বলি ত্যজিছেন্ প্রাণ !

কৈক। এ যে পাষাণের বক্ষোবিদারণ !
উঃ !—

ঊর্ম্মি। মা ! মা !

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

রাত্রিকাল—

[মন্থরা ও কেকয়দেশাগত গণেশদাদা, স্কন্ধে একটি মোট]

মন্থরা। কেরে? কুঁজটা যে আমার একেবারে
গুঁড়িয়ে দিলি?

গণে। কে কুঁজী দিদি নাকি? এই রাত্তিতে
গুটি গুটি যে বড় বেরিয়েছ?

মন্থরা। আমি ও রকম বেরুই। এই
শিবদর্শনটা—

গণে। তোমার আবার ও সব আছে নাকি?

মন্থরা। তা গণাদা, তুমি যে বড় হঠাৎ এখানে?

গণে। আমি—আমি এই অভিষেকের তত্ত্ব নিয়ে আসছি। তা ক'দিন দেরি হয়ে গিয়েছে, কি কর্ব্ব। পথে কি একখানা গাড়ী দেখতে পেলুম ছাই? মোট বইবার একটা লোকই পেলুম না! পয়সা বেশী দিতে চাইলুম, তবু কেউ স্বীকার ক'ল্লেনা। কেকয়দেশ থেকে আসছি বললুম, মনে হ'ল সুবিধে হবে; ও হরি, তা নয়! কেউ মুখ ভেঙ্গালে, কেউ পেছন

দেখালে, কেউবা গায়ে ধূলো দিলে। সব পাগল নাকি? একজন ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি ত কেঁদেই ফেল্লেন। কি হয়েছে বল্ দেখি!

মন্থরা। ব'লব; কিছু ব'লবে না বল?

গণে। ব'লব না।

মন্থরা। ইষ্ট গুরুর দিব্যি?

গণে। দিব্য ক'ত্তে নেই; কিছু ব'ল্‌ব না।

মন্থরা। সত্যি কর?

গণে। সত্য করলুম।

(মন্থরার গণেশের কর্ণে কথন)

ও, তাই আমাকে ওরকম ক'রেছিল? দেখ্ কুঁজী, শুধু নিজেদের মুখই পুড়োলিনে, আমাদের সারা দেশটার মুখ পুড়োলি! এর পরে কেউ যে আর কেকয় দেশের মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে না কুঁজী!

মন্থরা। গণাদা, আমার ঘরে বাইরে সমানই কষ্ট। যেখানেই যাই, সবাই কুকুরের মত ক'রে তাড়িয়ে দেয়। কৌশল্যা, সুমিত্রার কাছে ত যাই-ই নে। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি বলেছে, কুঁজটা আমার একেবারে কেটে সমান করে দেবে। যার জন্যে এত করলুম, সেই আর মুখ দেখে না। একি আর ধর্ম্মে সইবে? তবে মনে আশা ছিল, ভরত এলে অবশ্য সুবিধা হবে, কিন্তু গতিক দেখে বুঝছি, সে গুড়েও বালি।

গণে। শত্রুঘ্ন এলে যে কি ক'র্ব্বে, তাই আমি ভাব্‌ছি দিদি!

মন্থরা। তা গণাদা, আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল না? আমি দেশে যাব।

গণে। ও আমি কুঁজ ঘাড়ে ক'রে চলতে পারব না, এক মাসের পথ কি ছমাসে যাব?

মন্থরা। তা আমি দৌড়ে দৌড়ে যাব।

গণে। পথে আমার তোমাকে সামলানই যে দায় হবে দিদি!

মন্থরা। আমি রাতে রাতে চলব, দিনের বেলা ঝোপঝাপে লুকিয়ে থাকব। বড় দুঃখে যেতে চাইচি গণাদা, থাক্‌তে পাচ্ছিনে। সেই কৈকেয়ীও এখন দূর দূর করে। একদিন ত গলা টিপে—

গণে। মে'রে ফেলছিল নাকি?

মন্থরা। না, বেঁচে গিয়েছিলুম।

গণে। ভরত শত্রুঘ্ন নন্দিগ্রাম থেকে মৃগয়ায় গিয়েছিল। যথা সময়ে অযোধ্যায় আসতে পারেনি। তবে আজ কালই এসে প'ড়বে। শত্রুঘ্ন এলে, তখন কুঁজী দিদি, তোমার জন্যই ভাবনা।

মন্থরা। আমি কিন্তু সঙ্গে যাবই। তা হ'লে আমি এখানেই অপেক্ষা করি, রাতের বেলাতেই ফিরো!

গণে। আমি আজ রাতে ফিরোব।

মন্থরা। আমি কি তবে এখানে সারা রাত ধরে মশা ডাঙ্গসের কামড় খাব নাকি?

গণে। আমি কবে যাব, ঠিক কি;

আমার আশা ছেড়ে দাও।

মন্থরা। আমি এই রাতের বেলায় দেশে যাব বলেই বেরিয়েছি। কি কর্ব্ব, থাকতে পাচ্ছিনে।

গণে। তা তোমার ত দিদি, দেশে অমন সহ্য আছে।

মন্থরা। অনামুখোরা কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

গণে। দিদি, তুমি বরং এগোও। তোমার আর ভাবনা নেই। এক কুঁজেই গদির কাজও ক'র্ব্বে, বালিসের কাজও ক'র্ব্বে।

মন্থরা। তা' আমার মতন তোর ওরকম হ'ক্—হ'ক্। হে মা কালি, ওকে এই কুঁজ দাও, কুঁজ দাও!

গণে। তবেই তোমাকে নিয়ে চ'ললুম।

মন্থরা। পায়ে পড়ি গণাদা, আমার ঘাট হয়েছে, আমায় নিয়ে চল!

গণে। কিন্তু যদি কেউ পেত্নী সঙ্গে নিয়েছি ব'লে ঢেলা ছুঁড়ে মারে?

মন্থরা। মুখপোড়', রঙ্গ পেয়েছিস্! হাতী হাবড়ে প'ড়লে বেঙেও চাট্ মারে।

গণে। তা তুমি হস্তিনীই বটে। আচ্ছা কুঁজী দিদি, তুমি যে কেকয় দেশে যেতে চাইছ? সেখানের লোক ত এ কথা শুনে আরও রাগবে; ব'লবে যে, এই মাগীটার জন্যেই আমাদের দেশের মুখ পুড়েছে।

মন্থরা। তা হ'লে আমি যাই কোথা বল? আমার সামনে যে বন্ধ!

গণে। তোমার পেছনও কি আর খোলা আছে? আচ্ছা

দিদি, রা'তের বেলায় যখন তুমি ঘুমোও, চৌকী মনে ক'রে কেউ ব'সে পড়ে না ?

মন্থরা। আমাকে নিয়ে নেকরা হচ্ছে ?
আমি কি তোর সমবয়সী ?

গণে। ঠাকুরমার বয়সী, তাই ক'রছি।

মন্থরা। গতরখেকো মিন্‌সে! গতরের মাথা খাও!

গণে। গতোরের মাথা খাবার তোমার ত আর সে বালাই নেই। আচ্ছা দিদি, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। কিন্তু বলতে পার, পথে কোথাও আলো জ্বলছে না কেন ?

মন্থরা। বলে পথে; বাড়ীতেই কেউ আলো জ্বালছেনা। এ তিন দিন হাঁড়ীই চড়ছে না, তা আলো।

গণে। তা দিদি, কি কাজটাই ক'ল্লে বল দেখি ?

মন্থরা। আমি কি অত বুঝেছিলাম গণাদা ?

গণে। ও কে আসছে না ? পাহারাওয়ালার মত যে বোধ হচ্ছে !

মন্থরা। তাই নাকি ? আমায় দেখলেই এখন কি ক'রবে, তার ঠিক নেই। আমি এখানটায় লুকোই। (লুকাইতে গিয়া পতন)

গণে। না— না—ও একটা কাল ষাঁড়।

মন্থরা। আমার বড় চোট লেগেছে গণাদা !

গণে। এস হাত বুলিয়ে দেই। (মন্থরার কুঁজে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) হস্তিনী ত' হস্তিনী। কি খস্‌খসে চামড়া !

মন্থরা। আমি মরছি, আর তুই হাস্‌ছিস ?

গণে। আচ্ছা দিদি, রামকে বনে পাঠিয়ে বুড়ো রাজার কি অবস্থা হয়েছে ?

মন্থরা। সে রাজা আর কি বেঁচে আছে গণাদা ?
সেই রাত্তিরেই শোকে পরাণ ত্যাগ করেছে।

গণে। অ্যাঁ।

মন্থরা। বুক ফেটে—বুক ফেটে গণাদা !

গণে। সে কথা ত এতক্ষণ বলিস্‌নি ? রাজাকেও খেয়েছিস্ ? যা মাগী, তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হয়।

(ধাক্কা দান)

মন্থরা। বাবারে গেছি রে ! (উল্টাইয়া পতন)

গণে। স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনং। (প্রস্থান)

মন্থরা। (উঠিয়া গা ঝাড়িয়া) উঃ, অদৃষ্টে আর কি যে আছে ! (অতিকষ্টে প্রস্থান)

রাজলক্ষ্মীর গীত।

(আমার) সাজান এ সুখের বাগান
শুকিয়ে দিলে কে ?
ভবের হাটে কেনাবেচা
চুকিয়ে দিলে কে ?
মায়ার বাঁধন শক্ত ভারি,
আমি কি তা ছাড়তে পারি।

রাখ্‌তে চাহি, থাকৃতে চাহি,

ছাড়িয়ে দিলে কে ?

(আমায়) আঁ'ধার রাতে ছেড়ে দিলে,

রতনভূষণ কেড়ে নিলে,

আশায় ভরা সোনার তরী

ডুবিয়ে দিলে কে ?

প্রাণের আলো ছিল যারা,

দুখের রাতে কোথায় তারা ?

আষাঢ় রাতে উজল বাতি নিভিয়ে দিলে কে ?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অযোধ্যায় সরযুস্থ মান্ধাতার ঘাট—উষাকাল]

(ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

ভর। নীরব অযোধ্যাপুরী,

সাহানার সুর বাজেনা ত নহবৎপরে !

রাজপথ তিমির আবৃত—

দীপস্তম্ভে জ্বলিছে না দীপমালা কই ?

অভিষেক-জয়োৎসব

কয়দিন হয়নি অতীত,

এরই মধ্যে নিভে গেল সব ?

না পারি বুঝিতে, চির আনন্দের পুরী,

কেন তার দুঃখস্তব্ধ এই নিস্তব্ধতা ?

শত্রুঘ্ন !

শোন কান পাতি',
ওই যেন কোন্
করুণ শোকের ক্ষীণ বেদনা-রাগিনী
ভেসে যায় বাতাসের গায়।

শত্রু। সরযূর জল বেয়ে চলি' ধীরে ধীরে—
গাহে গীত-অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

(রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ)

গীত

সুখের বিজলী,　　　এই যে খেলিল,
ওগো কোথায় লুকাল আজ !
সুখের হাসিটি　　　ফুটিল মুছিল,
না হেসে এসে পড়িল বাজ ?
রাজলক্ষ্মী হ'য়ে সবার সেবিতা,
হ'লেম যে আমি অনাথা ঘৃণিতা !
আনন্দের পুরে শ্মশান জাগিল,
হ'ল বিফল সকল কাজ।
নয়নের জল　　　বহে অবিরল,
বহি এ প্রাণ কেমনে আজ ॥

(প্রস্থান)

ভর। শত্রুঘ্ন !
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী কেন
কেঁদে কেঁদে গেয়ে গেল গান ?

কি জানি, হয়ত বা সর্ব্বনাশ কোন'
ঘটিয়াছে আযোধ্যার পুরে।

শত্রু। নন্দিগ্রাম থেকে
যদি মোরা না যেতেম মৃগয়ায় চ'লে,
অভিষেকে উপস্থিত হতেম তা' হ'লে।

ভর। অভিষেক—অভিষেক কোথায় শত্রুঘ্ন ?
চিহ্নমাত্র কোথা না নেহারি !

শত্রু। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের হ'য়েছে সময়—
কেহ যেন আসে ধীরে শান্তপদক্ষেপে।

ভর। গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ !
ও কি, জ্বলদগ্নিসম জ্যোতির্ম্ময় কায়—
ধূমাচ্ছন্ন যেন জ্যোতিহীন ;
চিন্তাভারে নতমুখ,
বাষ্পভারে স্তম্ভিত নয়ন ;
ধীর গতি—আরও ধীর,
আরও সঙ্কুচিত !

(বশিষ্ঠদেবের প্রবেশ)

প্রণাম চরণে গুরুদেব !

বশি। (প্রণামে বাধা প্রদান করতঃ) বৎস !
প্রণাম নিষিদ্ধ—অশৌচ তোমার।
পিতা তোমাদের
সত্যসন্ধ রাজা দশরথ—
কয়দিন হ'ল মাত্র গত,
জড়দেহ করেছেন ত্যাগ।

ভর। পিতা আমাদের
জড়দেহ করেছেন ত্যাগ ?
হা অদৃষ্ট ! (মোহভাব, শত্রুঘ্ন কর্তৃক ধারণ)

শত্রু। দাদা, দাদা ! আজ হ'তে ভাগ্যহীন মোরা !

ভর। সেই স্নেহময় পুণ্যশ্লোক পিতা ?
গুরুদেব ! রোগ ত শুনিনি কই ?
এ যে আকস্মিক বড় বজ্রাঘাত !

বশি। বিধাতার রাজ্যে বৎস,
আকস্মিক বলি কিছু নাই,
সবারই কারণ আছে মূলে।
লীলাময় রহস্যের লীলা—
নহে স্পষ্ট, নহেক আবৃত ;
মানবের সাধ্য কি ভরত,
দ্বার তার করে উদ্‌ঘাটন।
বৎস !
পিতা তব ধর্ম্মপ্রাণ, আদর্শ মানব,
আছে পড়ি' বৎস, তৈল-কটাহ-আধারে ;
মৃতের অন্তিম ক্রিয়া হয়নি এখন'।

ভর। মৃতের অন্তিম ক্রিয়া হয়নি এখনো ?

বশি। শ্রীরাম লক্ষ্মণ বৎস, নাহি অযোধ্যায়।

ভর। নাহি অযোধ্যায় ?

শত্রু। অভিষেক-জয়োৎসব কালে—

বশি। অভিষেক—অভিষেক হয়নি কুমার।

ভর। একি কথা গুরুদেব ?

শত্রু। কোথা তবে তারা ?

বশি। বৎস, তুমি ধীর বিবেচক,
শোকাবেগে হইয়া অধীর
আপনারে হারায়ে বসোনা।
জননীসকাশে তব
সত্যে বদ্ধ রাজা দশরথ,—
মনোমত ছুটি বরদানে।
সেই বর ছুটি—বিধির বিপাকে
লইল চাহিয়া আজি জননী তোমার।

ভর। কি সে বর ছুটি গুরুদেব ?

বশি। এক বর—
ভরত হইবে রাজা অযোধ্যার পুরে।

ভর। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে
ভরত হবে না কভু অযোধ্যার রাজা ;
বৃথা বর নেওয়া জননীর।

বশি। অন্য বর—
রাঘবের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস।

ভর। বজ্র—বজ্র কই ? পড় মোর শিরে !
ধরণি ! বিভক্তা হও !
জননী আমার ! গুরুদেব !—

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

শত্রু। দাদা—দাদা !

(ভরতের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

বশি। (ভরতের মস্তকে কমণ্ডলু হইতে জলসেচন কর তঃ)

তপ্ত দেহেন্দ্রিয়, ক্লিষ্ট মন প্রাণ
কিছুক্ষণ লভুক বিশ্রাম।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[সরযূতীর ময়দান—কৈকয়ী ও উর্ম্মিলা]

কৈক। উর্ম্মিলা!
স্বচ্ছ এই সরযুর জলে
পাপদেহ করি যদি ত্যাগ,
প্রায়শ্চিত্ত হবেনাকি মোর?

উর্ম্মি। না মা,
প্রায়শ্চিত্ত হ'ওয়া দূরে থাক্,
বাড়িবে পাপের ভার আরও অধিক।
দুর্লভ মানবজন্ম,
বিধাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান;
অধিকার নাহিক কাহারও
স্বেচ্ছায় করিতে তাহা ত্যাগ।

কৈক। উর্ম্মিলা,
বল্ তবে, কি উপায় আছে,
যাহে এই দগ্ধপ্রাণ ছেড়ে চ'লে যায়,
অথচ এ আত্মহত্যা করিতে না হয়?

উর্ম্মি। এ ইচ্ছা তোমার মাগো আত্মহত্যা প্রায়!
দুর্ব্বলতা-পরিণাম, মোহের বিকার।

কৈক। উর্ম্মিলা,

ভাল ক'রে দেখ্ দেখি তুই,

প্রেতিনীর সেই ছায়া

আছে কিনা হৃদয়ে আমার ?

উর্ম্মি। না মা !

চলে গেছে বহুক্ষণ সে যে।

কৈক। ভাল ক'রে দেখ্ দেখি তুই,

লুকায়ে ত' নেইক কোথায় ?

উর্ম্মি। করেছিল অধিষ্ঠান দু'দণ্ডের তরে,

কার্য্য শেষ করি,

চলে গেছে স্থানে আপনার।

কৈক। উর্ম্মিলা !

ভরতের কাছে এই কালামুখ মোর,

বল্ দেখি,

কেমনে দেখাব ?

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশি। উর্ম্মিলা,

এসেছে ভরত, শত্রুঘ্নের সাথে,

বসি ওই মান্ধাতার ঘাটে।

উর্ম্মি। শুনেছে কি এই বিপৎসংবাদ ?

বশি। পিতার নিধন শুনি' ধীর, বিবেচক,

কোনমতে রেখেছিল আপনারে ধরে,

কিন্তু যবে পশিল শ্রবণে

রাঘবের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস,

আৰ্ত্তনাদ করি' সেই ভ্রাতৃভক্ত বীর,
নিঃসংজ্ঞ—মূৰ্চ্ছিত হ'ল ধরণীর পরে !

কৈক। উৰ্ম্মিলা,
আমি চলে যাই,—
ভরতেরে দেখাব না এ মুখ আমার।

উৰ্ম্মি। কঠোর পরীক্ষা মাতঃ, মানবজীবন।
হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে
হয় তা সমস্যানির্ণয়।

কৈক। উৰ্ম্মিলা,
ভরত ত দেখিবেনা এ মুখ আমার,
আমি চ'লে যাই।

উৰ্ম্মি। বিপদকে ভয় ক'রে কোথায় পালাবে ?
তার চেয়ে মাগো,
বুকে বল বেঁধে
বিপদের সম্মুখীন হও।

বশি। সার্থক তোমার শিক্ষা,
সার্থক জীবন,
রাজর্ষির যোগ্য তুমি বালা !
জাগে শ্রদ্ধা অন্তরে আমার,
সসম্ভ্রমে নত হয় এ পলিত শির।

উৰ্ম্মি। আমি যে গো শিষ্যা আপনার,
স্নেহপাত্রী শিশুমাত্র দেব !

বশি। গুণই পূজার পাত্র, বয়সে কি করে ?
নরনারী সকলই সমান।

কৈক। বুক করে তোলপাড়, যেই কথা ভেবে,
প্রত্যক্ষ কেমনে করি তাহারে উর্ম্মিলা ?

বশি। রাণি !
আশীর্ব্বাদ করি,
সহ্য করি' সকল বেদনা,
ক্রমশঃ দেবীত্বে পুনঃ হও প্রতিষ্ঠিতা।

কৈক। আমি যে গো বড়ই পাপিনী।
গুরুদেব ! এ পাপের আছে কি মার্জ্জনা ?

বশি। উপযুক্ত অনুতাপে, দুঃখ শোক ভোগে,
অপমানে, লাঞ্ছনায়,
সব পাপ হয় অপগত।
কোনমতে মার্জ্জনীয় হয়না কখন,
হেন পাপ নাহিক ধরায়।

কৈক। তবে কি ভরতে হবে দেখাইতে মুখ ;
ইহাই কি পরীক্ষা আমার ?

(শত্রুঘ্ন সহ ভরতের প্রবেশ)

বশি। বৎস !
কৃতকার্য্যে অনুতাপে জননী তোমার
সঙ্কুচিতা দাঁড়াইয়া ওই !

ভর। ওই জননী আমার ?
অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় পিতা—
অঙ্গ হতে তাঁর
ক্ষতমুখে পুঁজ রক্ত মুছাইয়া দিয়া

করেছিলা যে জননী আদর্শ শু যা—
সেই সে জননী মোর ?

বশি। সেই সে জননী তব।

ভর। আর আজ—দিল আর্য্যে বনবাস—
চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস—
সেই সে জননী মোর ?
প্রেমময় পতি সেই
পূণ্যশ্লোক রাজা দশরথ—
যার লাগি ত্যাজিল পরাণ,
সেই সে জননী মোর ?

ঊর্ম্মি। শত্রুঘ্ন !
বল আর্য্যে বুঝাইয়া তুমি,
জননী—জননী সদা, গুরু চিরদিন।

ভর। যে রাজ্যের তরে মোর, গেছে বনবাসে
রামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ,
সাথে সীতা সতীশিরোমণি,
আর ভাই লক্ষণ আমার,—
সেই রাজ্য
করুন জননী মোর নির্ব্বিঘ্নে পালন।
পতির হৃদয়রক্ত দিয়া
অর্জ্জিত যে রাজসিংহাসন—
তার পরে বসি' মাতা বিধবার সাজে,
করুন—
করুন ও জীবনের আকাঙ্ক্ষাপূরণ।

কৈক। উর্ম্মিলা!

প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে মোর,

সকঠোর ব্রতও ত' হয়েছে পালন,

এটা কি আমার তবে শেষ-কর্ম্মক্ষয়?

উর্ম্মি। শত্রুঘ্ন!

অনুতাপে, দুঃখক্ষোভে মর্ম্মাহতা মাতা,

জীবন্মৃতা—

কোনমতে ধ'রে আছে প্রাণ;

বল আর্য্যে বুঝাইয়া তুমি,

মুমূর্ষুর পরে কেন অসির প্রহার!

শত্রু। দাদা!

ভর। শোন—সূর্য্যকুল হে আদিপুরুষ,

শোন—উষা ব্রহ্মস্বরূপিনি,

শোন—প্রত্যক্ষদেবতা হে অভীষ্টদেব,

প্রতিজ্ঞা আমার,

অযোধ্যার রাজা রঘুনাথ,—

ভরত প্রাণান্তে কভু বসিবেনা জেনো,

পাপপণে ক্রীত এই রাজসিংহাসনে!

ফিরায়ে আনিতে যদি পারি রঘুনাথে,

তবেই অযোধ্যাপুরে পশিব আবার,

নতুবা এ চৌদ্দবর্ষ সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে

করিব কঠোরব্রত-তপস্যাপালন!

কৈক। এটা কি এ স্থূল দেহে নরকের ভোগ!

উর্ম্মি। মা!

মোদের এ ব্যথা যত পুঞ্জীভূত হ'লে,
তবুও যে মনে হয় সহের অধীন।
কিন্তু, তোমার এ ব্যথা মাগো,
স্থূল দেহে সহের অতীত।

শত্রু। গুরুদেব, আসিবেনা ফিরে রঘুনাথ?
পায়ে ধরে কাঁদলেও আসিবে না ফিরে?

বশি। সত্যরক্ষাতরে—
সাধ ক'রে বনবাস করেছে বরণ,
সে কি আর আসিবে ফিরিয়া?

শত্রু। কি হবে—কি হবে গুরুদেব!

কৈক। ঊর্ম্মিলা,
জিজ্ঞাসিয়া দেখ্ গুরুদেবে,
আমি যদি যাই সাথে,
তবুও কি ফিরিবেনা রাঘব আমার?

বশি। ফিরিবেনা তবুও গো সত্যসন্ধ রাম।

ভর। গুরুদেব।

বশি। পিতার অন্তিমক্রিয়া সারি,
তারপর কর তুমি যে কর্ত্তব্য হয়।

ঊর্ম্মি। শত্রুঘ্ন!
জননীর পরে
হ'লনাকি দয়া তোমাদের?

বশি। বৎস!
কৃতকার্য্যে অনুতপ্তা মাতা।

ভর। (যাইতে যাইতে)

যতদিন না ফিরিবেন আর্য্য রঘুনাথ,—
ততদিন আমি
না পশিব অযোধ্যার পুরে,
না দেখিব জননীর মুখ।

(প্রস্থান)

ঊর্ম্মি। বড়ই কঠোর ইহা মাগো!

কৈক। উপযুক্ত দণ্ড মোর হ'ল এইবার।

(ঊর্ম্মিলা সহ কৈকয়ীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[শৃঙ্গবেরসন্নিকটস্থ প্রান্তর—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা]

রাম। লক্ষ্মণ!
যে দশা এসেছি দেখি পিতার আমার,
মনে হলে ফেটে যায় প্রাণ,
ভেঙ্গে যায় বুকের পাঁজর।
পিতা—পিতা!
দুঃখ দিতে জন্মেছিল রাঘব তোমার!

লক্ষ্মণ। পড়ে মনে যবে দাদা,
শোকাতুরা মায়েদের কথা—
অশ্রুবেগ না পারি রুধিতে।

সীতা। সরলা সে স্নেহময়ী বোনটি আমার,—
মনে হয় কত সে দুঃখিনী,
কত সে করিল ত্যাগ—

বলি দিয়া নীরবে কেমন
জীবনের সুখ শান্তি, আশা ভালবাসা।

রাম। সুমিত্রা জননী—

লক্ষ্মণ। জননীর এক পুত্র চলিয়া এসেছে,
অন্য পুত্র কাছে আছে তাঁর।

সীতা। এক পুত্র, পুত্রবধূ চলে এল যাঁর,
সে মায়ের আর
কি র'ল সান্ত্বনা ?

রাম। এতদিনে ভরত শত্রুঘ্ন,
ফিরেছে অবশ্য তারা অযোধ্যার পুরে।

লক্ষ্মণ। বসেছেও রাজ সিংহাসনে।

রাম। সিংহাসনদানে প্রতিশ্রুত পিতা ;
লক্ষ্মণ,
ভরতেরই প্রাপ্য ইহা।
তবে জাগে মনে আশঙ্কা আমার
অযোধ্যার রাজসিংহাসনে
হয়ত বা বসিবেনা ভরত কখন।

সীতা। অযোধ্যা হইতে মোরা এই কয়দিনে,
বহুদূর—বহুদূর এসেছি চলিয়া।

রাম। কুসুমকোমলা সীতা এই কয়দিনে
হ'য়ে গেছে একেবারে প্রস্তর-কঠিনা।

(অগ্রসর হওন)

সীতা। আর কতদূর চ'লে গেলে নাথ,
পাব মোরা বিশ্রামের স্থান ?

রাম। প্রমোদ-উদ্যানে, সেই ছায়াস্নিগ্ধ পথে,
দুই পদ চলি প্রিয়ে, হতে যে কাতর ;
আর আজ, কয়দিন প্রায়,
অনাহারে অনিদ্রায়
চলেছ অক্লান্ত পথ দিবসরজনী !

লক্ষ্মণ। মৃগয়ায় কিম্বা রণস্থলে,
অনাহার অনিদ্রায়,
কেটে গেছে কতদিন আমাদের দাদা !
কিন্তু, এই গৃহবধূ দেবী আমাদের,
বুঝিতে না পারি আমি,
কেমনে এ কষ্টভার বহিছে নীরবে !

সীতা। কষ্ট কি কুমার !
মনে যদি ব্যথা নাহি জাগে,
দেহকষ্ট—কষ্ট বলি নাহি বোধ হয়।

(অন্যমনে)

না জানি, ঊর্ম্মিলা মোর,
অযোধ্যার গৃহতলে বসি'
সহিছে গো কত মনোব্যাথা !

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ)
নীরব সে, অবক্তব্য মনোব্যথা তার।

সীতা। লক্ষ্মণ !
বিশ্রামের নাহি হেথা স্থান ?

রাম। এযে কঠোর প্রান্তর দেখি !

লক্ষ্মণ। ওই দেখা যায় ক্ষীণ তরুশ্রেণীরেখা ;

বিশ্রামের স্থান
ওইখানে পাব মোরা দেবি !

রাম। লক্ষ্মণ !
দ্রুতগতি যেয়ে তুমি
দেখে এসো দূরে বা অদূরে,
পাও কিনা বিশ্রামের স্থান ?

সীতা। তৃষ্ণা বড় পেয়েছে আমার !

রাম। এ প্রান্তরে প্রিয়ে,
তৃষ্ণাও যে, তৃষিতা হ'য়ে পড়ে !

সীতা। এ প্রান্তরে নাহি কোথা পানীয়ের কূপ ?

লক্ষ্মণ। যাই আমি জলের সন্ধানে,
দেখি গিয়া কোথা মিলে তাহা।

(গমনোদ্যত)

রাম। ফলমূল মিলে যদি ভাই—

(লক্ষ্মণের স্বীকার করতঃ প্রস্থান)

সীতা। ক্ষুধা তত নাই ;
তৃষ্ণায় শুকায় কণ্ঠ, তাই কষ্ট হয়।

(অগ্রসর হওন)

রাম। একি প্রিয়ে !
বেতসলতার মত তনুখানি তব,
এ যে, থাকি থাকি কাঁপে থর থর ?
পা দু'খানি আর পারে না বহিতে
ক্ষীণ ওই বর অঙ্গভার।

মোর অঙ্গে ভর দিয়া তুমি,
এস প্রিয়ে, ধীরে ধীরে চলে যাই পথ।

সীতা। (রামের অঙ্গে ভর দিয়া কষ্টে অগ্রসর হইতে হইতে)
প্রিয়-স্পর্শে ছুটে গেল মোর,
পথক্লান্তি, তৃষ্ণা সে বিষম।

রাম। চক্ষু তব ঢল ঢল,
ক্লান্তিনত মুখ,
সারা অঙ্গ হ'ল যে অবশ ?
(অগ্রসর হইয়া) ওই দেখা যায় প্রিয়তমে,
স্নিগ্ধচ্ছায় ইঙ্গুদী পাদপ।
উহারই ছায়ার তলে বসি'
চল যাই করিগে বিশ্রাম !

(অগ্রসর হইয়া—ইঙ্গুদীমূলে উত্তরীয় পাতিয়া)

মসৃন কোমল শয্যা
অঙ্গে যার লাগিত কর্কশ,
উত্তরীয় বা হল আস্তরণ তার !

সীতা। মহার্ঘ সে শত শত আসনের চেয়ে,
এ আমার স্পৃহনীয় প্রিয় !

(রামের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

রাম। এতটুকু সংবাহনে
সদা মনে জাগিত যে আশঙ্কা আমার,
ভেঙ্গে গেল বুঝি দেহলতা !
আর আজ—শুষ্ক রুক্ষ এই প্রান্তরের মাঝে

পড়িয়া রহিল তাহা,
অনাদরে ধূলিশয্যাপরে !
(সীতার প্রতি চাহিয়া)
ওই ঢল ঢল লাবণ্যের কলি
শুকায়ে গিয়েছে আহা
রৌদ্র-তাপ-বেদনার ভারে !

সীতা। (তন্দ্রাঘোরে) না—না প্রিয়তম !

রাম। মুখে বলে, কষ্ট কোন হয়না আমার ;
কিন্তু যে গো,
কপোল, নয়ন, মুখ, চিবুক, অধর,
সাক্ষ্য তার দেয় অন্যরূপ।

(নিষাদপতি গুহক সহ লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। দাদা—দাদা !

রাম। এসেছ লক্ষ্মণ ভাই !
চেয়ে দেখ তৃষ্ণাতুরা সীতা
নিদ্রাতেও থাকি' থাকি
কাঁপিয়া উঠিছে অবিরাম।

লক্ষ্মণ। দেখ দাদা,
স্বচ্ছ কিবা ঝরণার বারি ! (জলদান)

রাম। (স্বগতঃ) যেমন লক্ষ্মণ তোর প্রাণ !

(জল লইয়া সীতার মুখে দান)

লক্ষ্মণ। দাদা, এই সাধু মহাজন—
দেখ চাহি'
পাত্র ভরি' কত ফল এনেছে বহিয়া।

রাম। সুসময়ে বন্ধু মিলে বহু,
অসময়ে মেলা বড় ভার।
কে তুমি বিপদে বন্ধু—অহেতুক সখা!
(দাঁড়াইয়া) দাও আলিঙ্গন!

গুহ। হামি নিচু জাত আছিরে রাজা, নীচু জাত আছি। তু যে বড়ো জাত আছিস রাজা। হামার সাথে মিল করবি? হামার সাথে মিল করলে জাত যাবেনা তোর, জাত যাবেনা?

রাম। বন্ধু তুমি, স্পৃশ্য সদা মোর।
উচ্চ নীচ সবাকার হৃদে
নারায়ণ করেন বসতি।
এস বন্ধু!

গুহ। না রাজা, হামার পাপ হবে রে, পাপ হবে। হামার যে বড় ডর লাগছে রে রাজা, ডর লাগছে।

রাম। এস বন্ধু, পাপপুণ্য-ভার মোর সব!

গুহ। পাপ হবেনা রাজা, পাপ হবেনা? তু যে ভদ্দর আদমি, হামি যে ব্যাধ আছি রে রাজা!

রাম। এস বন্ধু!

(গুহক ও রামে আলিঙ্গনাবদ্ধ)

গুহ। হামার দেহটা পাথর ছিলরে রাজা, তুর পরশে পরশ বন্ গিয়া, পরশ বন্ গিয়া! তু রাজার ছাওয়াল আছিস্, হামারে কোল দিলি? হামি যে উঁচু বন্ গিয়া, উঁচু বন্ গিয়া।

রাম। উচ্চ নীচ ব'লে বন্ধু বিশ্বে কিছু নাই।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে জেনো উচ্চ সকলেই।

জন্ম—

সেত দৈবায়ত্ত বিধির ঘটনা ;

তার তরে গর্ব্ব বা বিষাদ

কোনটিই নহে সমীচীন !

গুহ। কি বলছিস্ রাজা, তু যে দেবতা আছিস্ তু যে দেবতা আছিস্। (পদধূলি গ্রহণ) হামার পরাণটা যে আজ ফুলিয়ে ফুলিয়ে উঠ্ছেরে রাজা, ফুলিয়ে ফুলিয়ে উঠ্ছে।

রাম। বন্ধু আমি, রাজা নহি মিতে।

বন্ধু বলি' ডাকিলে আমায়—

তৃপ্তি পাব হৃদয়ে অধিক !

গুহ। কি বলিস্, মিতে, তু হামার মিতে হবি? হামি মিতে ব'লে ডাক্‌বেরে, মিতে ব'লে ডাকবে। হামার মিতে! চোখে যে পানি আস্‌ছেরে মিতে! মিতে —মিতে! হামার মিতে—হামার মিতে! (দুই উরুতে চাপড়াইয়া নৃত্যকরণ)

রাম। মিতে, কতদূর তব আবাস ভবন ?

গুহ। হামার বাড়ী মিতে, হামার বাড়ী? ও ত তোর আছেরে মিতে, তোর আছেরে। হামার বাড়ী যাবিরে মিতে? হামি যে দেবতা বনিয়ে যাবেরে মিতে, দেবতা বনিয়ে যাবে! ঐ যে তালো গাছ আছেরে মিতে, ঐ হামার বাড়ী আছেরে, জানিস্ ওই হামার বাড়ী আছে।

রাম। চল মিতে, যাব তব আবাসভবনে।

গুহ। চল্‌বি মিতে, চল্‌বি; তবে চল মিতে! হামি তোরে কলিজা পর রাখবে মিতে; কলিজা পর রাখবে। হামি লোক সব বন্ ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে, নয়া নয়া, তাজা তাজা, ফল পাড়িয়ে আন্‌বে রে মিতে, তাজা তাজা ফল! বড়া বড়া হরিণ মারিয়ে আন্‌বেরে মিতে, বড়া বড়া হরিণ। তু কিচ্ছু ভাবিস্ না মিতে, হামার ব্যাধিনী যে আছেরে মিতে, সে নাচিয়ে গাইয়ে আছেরে। রাণীমারে কেত্ত সুখ দেবেক্ মিতে, কেত্ত সুখ দেবেক। গজল গান ত তুয়া শুনিস্‌নি মিতে! হামি লোক সব কেত্ত গজল গান শুনিয়ে দেবেক রে, কেত্ত গজল গান্।

রাম। বন্ধু বলি' দিছি যারে কোল,
তার গৃহ—গৃহ সে আমার।
(সীতার প্রতি) এতক্ষণে পেলে সীতা,
সুখকর বিশ্রামের স্থান।

গুহ। এ ফলগুলি মিতে, বড় তাজা আছেরে মিতে, তাজা আছে। তু লোক সব খেয়ে নেরে! হামার পরাণটা বড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাবেরে মিতে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যাবে না মিতে?

রাম। বলাটাই বেশী হল মিতে।

সীতা। মহাপ্রাণ বন্ধু আমাদের।

গুহ। হ্যাঁ রাণীমা, হামার পরাণটা আজ মহা মহা করছে বটেরে, মহা মহা কচ্ছে। (লক্ষ্মণের প্রতি) আচ্ছা

ছোট মিতে ! তুরা রাজার ছাওয়াল আছিস্ ; বনে জঙ্গলে আছিস্ কেনরে ? সিংহী টিংহী, বাঘ লোক সব আছে, জানিস না ?

লক্ষ্মণ। শোন মিতে,
কেন মোরা এসেছি এ বনে।

(কর্ণে কর্ণে কথন)

গুহ। কি বলছিস্ ছোট মিতে, সে হামি শুনবেনা, কথনো শুনবেনা। হামি ব্যাধ লোক সব জড় করে, অযোধ্যা হানা দেবেক। কারও কোন কথা শুন্‌বেনা, কোন কথা শুন্‌বেনা।

রাম। মিতে !
ছোট মিতে ভাল করে পারেনি বুঝাতে।

(কর্ণে কর্ণে কথন)

গুহ। তু ভগবান আছিস রে মিতে, ভগবান আছিস ! হামার ছেলে তোর পায়ের তলায় ফেলে দেবেরে মিতে ! হামার ছেলে ভদ্দর হয়ে যাবেরে মিতে, ভদ্দর হয়ে যাবে।

রাম। স্বভাবে কি আচরণে,
ভদ্র তুমি আছই ত' মিতে !

লক্ষ্মণ। হেন ভদ্র কদাচিৎ চক্ষে দেখা যায় ?

সীতা। এই মত ভদ্র হবে মিতেরও গৃহিনী।

গুহ। হামারই মত সে আছেরে মিতে, হামারই মত। হামার ব্যাধ লোক সব বড়া বড়া হরিণ মারিয়ে ভোজ করবে, মাদল বাজাবে, গাজন গান

গাবে, বুনো বরা মারবে। সব করবে মিতে, তারা সব করবে।

রাণীমার বড়া ভুক্ লেগেছে। চোখ ঢুলে ঢুলে আসছে রে মিতে, মুখ বড়া শুকিয়ে গিয়েছে রে মিতে! না রাণী মা? এ ফল গুলা তু খা'না রাণী মা! হামার বড়া সুখ হবে, সুখ হবে।

(ফলদানে উদ্যত)

সীতা। আর্যাপুত্র নাহি দিলে করিয়া প্রসাদ,
খেতে ত' পারিনা আমি মিতে।

গুহ। তু তবে খা, নারে মিতে! এই ফলগুলো সব খারে মিতে,—হামার পরাণটা ধন্য হয়ে যাবেরে ধন্য হয়ে যাবে।

(ফলদান)

(রামের ফল গ্রহণ)

(রামচন্দ্র সীতাকে ফল দিলেন)

সীতা। কি সুন্দর ফলগুলি প্রিয়!

(অন্তরালে গমন)

রাম। লক্ষ্মণ!
বন্ধুগৃহে কয়দিন লভিয়া বিশ্রাম,
তারপর রঘুকুলজননী জাহ্নবী—
প্রণাম করিয়া তাঁরে,
যাব চলি চিত্রকূট-মুখে।

গুহ। হামার মিতে জঙ্গল ঢুঁড়বে, সে কখন হবেনা! হামি লোক সব কি কর্ত্তে আছেরে মিতে? না মিতে,

সে হবেক না, সে হবেক না। হামি হামার শৃঙ্গবেরপুরে তোরে রেখে দেবে মিতে! হামি তোরে বুকের পর রাখবে, মাথার পর চড়াবে, শৃঙ্গবেরপুর ছেড়ে কোথা যেতে দেবেনারে মিতে, কোথা যেতে দেবেনা।

রাম। ক্ষুণ্ণ করি' তোমা বন্ধু,
যেতে আমি পারিবনা কোথা।

গুহ। চলিয়ে মিতে, চলিয়ে—
হামার বাড়ী চলিয়ে মিতে!

লক্ষ্মণ। আলিঙ্গন করা হয়নিত মোর।

(গুহককে আলিঙ্গন।

[দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পঞ্চবটী—শূর্পনখা]

কামকলাগণের গীত।

আমরা কামের কলা।
জাগিয়া স্বপনে কত কি দেখাই,
নিতুই নবীন খেলা।
কালের সাগরে শকট ছুটাই,
আকাশে ভাসাই ভেলা।
অধরে সুধার মধুরতাভার,
কটাক্ষে ছুরির ফলা।
হাসিতে সুরার মাদকতাধার,
হাবে ভাবে কত কি ছলা।

[পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক অবস্থিত]

শূর্প। সাবাস্ নিকষা পিসী,
কি মন্ত্রই দিয়াছ শিখায়ে!
একে কুৎসিতা কুরূপা,
তাতে স্থবিরা বয়সে;
আর আজ, দেখে মোরে—
কে বলিবে, নহি আমি পরমা সুন্দরী!

(আপনার প্রতি লক্ষ্য করতঃ)
ঢল ঢল যৌবনের গল গল ভাব
উথলি' পড়িছে মোর সারা অঙ্গ বে'য়ে,
দল দল সোহাগের ছল ছল হাব
ঝরিয়া পড়িছে এই হাসি চাহনিতে !
এ যেন প্রেমের কোন্ নূতন নাটকে
সাজিয়াছি নায়িকার বেশে,
এ যেন ভুলাতে কারে কামের আদেশে
আসিয়াছি মায়াবিনী সেজে !

ঐ গীত।

কভু লুকোচুরি, কভু ধরাধরি,
কভু বা ফুলের মালা।
এই আলো ছায়া এই মায়া কায়া,
কেবল হৃদয়ে জ্বালা।
আমরা কালের কলা।

[শূর্পনখার খরদৃষ্টি নিক্ষেপ—কামকলাগণের প্রস্থান]

এখন ভুলাব যারে—
সেই মনোমত পুরুষ কোথায় ?
রাক্ষস, দানব—অসভ্য বর্ব্বর,
কদাকার দয়ামায়াহীন,
যাব না প্রাণান্তে আমি তাদের কবলে।
মোরে যে রাখিবে ক'রে মাথার মাণিক,
হব আমি কেনাদাসী তার !

কিন্তু যদি কোন’ নারী কেড়ে নিতে আসে ?
নখ দিয়ে চোখ তার উপাড়িয়ে নেব,
ছিঁড়ে দেব বুকখানা তার।

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

আহা, কে এ সুন্দর যুবা !
দেখে যে ভরিয়া গেল চোখ,
নেচে নেচে উঠিল যে জীবন-যৌবন !
(সম্মুখে যাইয়া)
কে তুমি সুন্দর যুবা ?
বেড়াও একাকী কেন এ গভীর বনে ?

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার রাজপুত্র দাশরথি রাম—
পিতৃসত্য পালনের তরে
এসেছেন চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস,
তাঁহারই অনুজ আমি
সেবা তরে আসিয়াছি সাথে।

শূর্প। তোমরা ত দেখি বড় বুদ্ধিমান্ !
একজন এল বনে সত্যরক্ষা তরে,
অন্যজন হ’ল সাথী সেবার কারণে !
তোমার সে জ্যেষ্ঠটি কোথায় এখন ?

লক্ষ্মণ। দেবীসাথে আছেন কুটীরে।

শূর্প। আর তুমি বাহিরে দাঁড়ায়ে,
পাহারা কি দিতেছ তাদের ?

লক্ষ্মণ। কে এ নারী
কথাগুলি সভ্যমত নয় !

শূর্প। দেবী—দেবী কাবে বলে ?

লক্ষ্মণ। জাননাক আর্য্যপ্রথা—
আর্য্যরমণীর,
দেবী-আখ্যা সম্মান-পদবী ?

শূর্প। (স্বগতঃ)
এ ত হ'ল মোর বড়ই শঙ্কট !
(প্রকাশ্যে) স্থাবা এল দেবী ঘাড়ে ক'রে,
তুমি যে গো দেবীরে তোমার
ছেড়ে এলে ?
আনিলে না সঙ্গে ক'রে বড় ?

লক্ষ্মণ। ভদ্রভাবে করিতে আলাপ
শিখ নাই কেন তুমি নারি ?
এ বৃথা আলাপে নাহি কোন ফল,
যাও তুমি যেতেছ যেথায়।

শূর্প। বৃথাকে কাজের করা সে তোমার হাত।
দেখ, আছে মোর অনুরোধ এক ;
রাখ যদি, বলি তবে আমি।

লক্ষ্মণ। উপকার হয় যদি কোন',
রাখিব তা, নিশ্চয় আমার।

শূর্প। উপকার ; হ্যাঁ আমারও, তোমারও বটে।

লক্ষ্মণ। বুঝিতে না পারি আমি হেঁয়ালীর ভাষা।

শূর্প। সত্য, বুঝিতে কি না পারিছ তুমি ?
আমি রূপবতী যুবতী রমণী,
আর তুমি সুন্দর যুবক,

নির্জ্জন এ ঘন বন—
বুঝিতে কি না পারিছ তুমি ?

লক্ষ্মণ। পাপকথা না চাহি শুনিতে,
চলিলাম—

শূর্প। (বাধা দিয়া)
আমি তব প্রেমার্থিনী নারী,
কর তুমি আমারে সঙ্গিনী !
তৃষ্ণাভরে শুষ্ক কণ্ঠ মোর,
শীতল সলিলদানে তৃপ্ত কর মোরে !

লক্ষ্মণ। বিবাহিত আমি ;
আছে গৃহে সতী সাধ্বী মোর
পতিব্রতা আদর্শ রমণী।

শূর্প। বিবাহ আমারে তুমি নাই বা করিলে,
যতদিন থাকিবে এ বনে,
ততদিন ক'রে রাখ যৌবনসঙ্গিনী !

লক্ষ্মণ। যৌবনসঙ্গিনী, কি পঙ্কিল ভাষা এই !

শূর্প। দেখনাক ওগো বীর,
মোর পানে চেয়ে একবার,
কেমন সুন্দরী আমি—
কিবা এই উন্মাদক যৌবন আমার ?
[লক্ষ্মণের মুখ নতকরণ]
এই দেখ বপুখানি মোর,
নিটোল নধর কিবা মসৃণ মাংসল !
এ কপোল, এ মোর অধর,

দেখ চেয়ে কি মধুর লালিমায় ভরা !
এমন আবেশময় ঢুল ঢুল চোখ,
ঢল ঢল মুখখানি,—
দেখেছ কি কোথাও এমন ?

[লক্ষ্মণের মুখ ফিরাইয়া অবস্থিতি ও কর্ণ আচ্ছাদন]

কই, তুমি দেখিছ না ?
শুনিছ না কথাগুলি মোর ?
হ্যাঁ গা, তুমি কি পুরুষ নও ?
নারী, ক্লীব কিম্বা জড় বুঝিতে না পারি !
না—না, পুরুষই তুমি,
না হ'লে উন্মত্ত কেন হ'বে নারী-মন ?

লক্ষ্মণ। চুপ কর—চুপ কর কামাতুরা নারি !

শূর্প। [প্রকাশ্যে] ওগো কঠোর পুরুষ,
মোর পানে তাকাইলে একবার,—
চক্ষু তব যাবেনাক জ্বলে,
টুটিবে না সতীত্বের ব্রত।

লক্ষ্মণ। মায়াবিনী রাক্ষসী কি এল,
বেশ ধরি' কামুকী বেশ্যার ?

(লক্ষ্মণের প্রস্থান)

শূর্প। এত করে সাজিনু গুজিনু,
শিখে এনু কত ক'রে প্রেমিকার ভাষা ;
তবু একবার ফিরে না দেখিল,
বৃথা হ'ল সব আয়োজন ?

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

বাঃ বাঃ, কি সুন্দর দেখিতে এ যুবা !
নধর গঠন কিবা কমল নয়ন,
যুগ্ম ভুরু, কি বিশাল সুদৃঢ় উরস্ !
চক্ষু হিয়া তৃপ্ত করে এমন বরণ,
দেখিনি এ জীবনে কখন ?
(নিকটে যাইয়া) হ্যাঁ গা তুমি রামচন্দ্র,
অযোধ্যার রাজার কুমার ?

রাম। দাশরথি রাম আমি সত্য বরাননে !

শূর্প। মহাপ্রাণ তুমি রাম,
কথা শুনে ভরে যায় কান।
যাচি আমি, ভিক্ষা এক দিবে কি আমায় ?

রাম। অদেয় না হয় যদি, দিব গো তোমায়।

(সীতার প্রবেশ)

শূর্প। পিতৃসত্য রক্ষা তরে তুমি
বনবাস করেছ বরণ,
নারীপ্রাণ রক্ষা তরে আজ
কর তুমি আমারে বরণ !

রাম। বিবাহিত আমি বরাননে,
হের ওই দেবী প্রেয়সী আমার।

শূর্প। এই বুঝি সেই দেবী তোমাদের ?
সুন্দরী ত, তবে মোর মত নয়।

সীতা। কে এ লজ্জাহীনা কামুকী রমণী ?

পত্নীর সম্মুখে—পতিপাশে তার
চাহে ভিক্ষা কামলালসা-পূরণ ?

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাক্ষসী এ মায়াবিনী দাদা !

সীতা। লক্ষ্মণ,
দেখি এ নারীরে যে গো,
থেকে থেকে কেঁপে উঠে বুক,
হাহাকার ক'রে উঠে প্রাণমন মোর !

লক্ষ্মণ। দেবি, কামুকী এ রাক্ষসী বাঘিনী।

শূর্প। (সীতার প্রতি—ব্যঙ্গস্বরে)
আমিও ছিলাম দেবী কত পুরুষের।

সীতা। লক্ষ্মণ,
চল মোরা হেথা হ'তে যাই।
রাক্ষসীর এ কলুষ অঙ্গের বাতাসে
দেহমন অপবিত্র হয়।

রাম। নারি,
অসমর্থ আমি ভিক্ষাদানে ;
মনে তুমি পেয়োনাক ব্যথা।

শূর্প। (স্বগতঃ) হৃদয় যেমন এর কোমল উদার,—
প্রার্থনা পূরিত মোর
যদি এই না থাকিত বিষম সতিনী।
হ'তে পারে পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আমার,
যমালয়ে যদি এরে পারি পাঠাইতে।

সীতা। দেখ—দেখ,

দন্ত করে কড়মড়, জিহ্বা লক্ লক্,
চক্ষুদুটী জ্বলে যে গো বাঘিনীর প্রায় ;
করদ্বয় করে নিষ্পেষিত,
আক্রমণ করিবে কি মোরে ?

রাম। প্রেমভিক্ষা ব্যর্থ হ'লে,
প্রত্যাখ্যাতা নারী—
হ'য়ে থাকে এমনি ভীষণ।

সীতা। কামুকী বেশ্যায় কিবা ভিন্ন উপাদান !

শূর্প। আয় সতি, পতিসোহাগিনি !
তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে,
ছিঁড়ে দেই বুকখানা তোর।
পান করি উষ্ণ রক্তধারা,
করি তৃপ্ত, অতৃপ্ত এ প্রাণ।

(সীতাকে আক্রমণোদ্যোগ)

সীতা। আর্য্যপুত্র,
ওই দেখ ভীষণা রাক্ষসী—
রক্তচক্ষু আসে ধেয়ে বাঘিনীর প্রায়।

(সীতাকে শূর্পনখার আক্রমণ)

লক্ষ্মণ। [শূর্পনখার কবল হইতে সীতাকে বিমুক্ত করতঃ]
রাক্ষসি, দেবী-অঙ্গে দিলি হাত তুই !

শূর্প। আয় তবে, তোরই একদিন !
(লক্ষ্মণকে নখ দিয়া আঁচড়াইবার ও মুখ দিয়া কামড়াইবার উপক্রম)

লক্ষ্মণ। (শূর্পণখার চুল ধরিয়া)

যেই মুখে হলাহল করিলি উগার,
সেই মুখ আজ তোর করিব বিকৃত।

(শূর্পনখাকে লইয়া প্রস্থান)

রাম। একি, মূর্চ্ছাগতা সীতা!
চল দেবি, কুটিরের মাঝে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নাকেশ্বর ও লোলজিহ্ব নামক রাক্ষসদ্বয়)

নাকে। ওরে বাবারে, গেছিরে, শাঁকচুন্নী পেত্নীর হাতে পরাণটা বুঝি এতক্ষণ চলে গেছে রে? আমার মগজটা এতক্ষণ বোধ হয় খেয়ে ফেলেছে রে! আমায় চিনে ফেলেছে রে, বলে—"ও নাকেশ্বর রে, শোন্‌রে, শোন্‌রে।

লোল। গাধার মত চেচাচ্ছিস্‌ কেন? হয়েছে কি? হাড়-গিলের মত ওরকম করে রয়েছিস্‌ কেন?

নাকে। দাদা, শাঁকচুন্নী—শাঁকচুন্নী, নাক কান কাটা শাঁকচুন্নী। নাক কান দিয়ে কাল কাল রক্ত ঝুঁঝেঁ ঝুঁঝেঁ পড়ছে। কত রাক্ষসী নিয়ে ঘর কল্লুম দাদা, ত'তে ভয় পায়নি!--আমার নাম ধরে আবার ডাকছিল, বল্‌ছিল—বল্‌ছিল—"ওরে নাকেশ্বর, শোন্‌রে।

লোল। থাম্‌ থাম্‌ ব্যাটা, বেশী মহুয়া খেয়েছিস্‌ বুঝি? দেখি মুখ শুঁকে—[মুখ শুকিয়া] না, মহুয়া ত তুই খাস্‌নি। গাঁজা বুঝি?

নাকে। না দাদা, এ মহুয়ার মাত্‌লাম নয়, গাঁজার গাঁজা-
খুরীও নয়।

লোল। তবে কি পাগলের পাগলাম নাকি ?

নাকে। ঐ শোন দাদা, নাঁকি সুরে সারা জঙ্গলটা কেঁদে
কেঁদে বেড়াচ্ছে ; উল্কোর মত ঐ ছুটোছুটি কচ্ছে ?

লোল। তাইত রে—ওরে তাইত রে ?—
ভয় কি, আমি আছি।

নাকে। ঐ দেখ দাদা, রক্ত ঝুঁঝেঁ ঝুঁঝেঁ পড়্‌ছে !

লোল। ওরে নাক কান কাটা সত্যি যে রে ?
তাইত, এ ভয়ের কথা যে !

নাকে। আমার ত দাদা পেট মরে এসেছে, ক্ষিদে একেবারে
শুকিয়ে গিয়েছে ; গলা যে কাঠ হ'য়ে রয়েছে।

লোল। আমারও হাত পাগুলো খেল্‌ছে না রে।
ঐ দেখ্‌ অমন নধর হরিণটা সাম্‌নে দিয়ে ছুটে গেল !
ধর্‌তে মনও হ'ল না।

নাকে। আর দাদা, আপনি বাঁচলে তবেত সব ?

লোল। মারীচ খুড়োকে খবরটা দেব নাকি ?

নাকে। যদি বলে, তোরা সন্ধান কর, ধ'রে নিয়ে আয়।
তবেই ত গেছি।

লোল। আমাদের ওপর যে আজ্ঞে আছেরে,—নূতন খবর
পেলেই দিতে হবে। না দিয়ে কি সেবারের মত
জুতোপেটা খাব ?

নাকে। ঐ যে দাদা, ঐ আস্‌ছে।

লোল। কে রে ? কি রে ? (ভীতিভাব)

নাকে। সেই যে নাক কান কাটা শাঁকচুন্নী।

লোল। অ্যাঁ! সত্যি নাকি? (জড়াইয়া ধরিল)

নাকে। দেখ না, ঐ যে নাককান দিয়ে রক্ত ঝুঁঝোঁ ঝুঁঝোঁ পড়্‌ছে।

লোল। (চক্ষু বুঝিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) নারে, আমি দেখ্‌ব নারে, ভয় করছে। (কম্প)

নাকে। ভয়ের আর বাকী কি আছে দাদা?

লোল। তুই বড় ভেতুড়ে, যে কাঁপছিস্,
আমাকেও কাঁপিয়ে দিলি!

নাকে। তুমিত দাদা, আস্ত জন্তুগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাও। তবু তুমিও যে কাঁপ্‌ছ!

লোল। আমি কাঁপছি, কইরে? (কম্প)

নাকে। এই যে—! (কম্প)

লোল। চল্ পালাই!

নাকে। পালালে শাঁকচুন্না ছাড়্‌বে না যে!
এই দেখ ধাওয়া করেছে।

লোল। তাই ত রে!

নাকে। এস, দাদা ভা'য়ে ঐ ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকি।
(লোলজিহ্ব ও নাকেশ্বর দুইজনে জড়াজড়ি করিয়া চক্ষু বুজিয়া শবের মত পড়িয়া রহিল)

(শূর্পণখা ও মারীচ রাক্ষসের প্রবেশ)

শূর্প। * দেখ্ ভাই, কি হয়েছে দশা মোর আজ!

---

* শূর্পণখা তাহার প্রত্যেক কথাটি চন্দ্রবিন্দু দিয়া নাকিস্বরে উচ্চারণ করিবে।

নাক কান কেটে দেছে মানুষে আমার,
কোন দোষ করিনিক আমি।

মারী। রাবণের ভগ্নী তুমি—
শূর্পণখা, বিদিত সংসারে ;
ভীষণা ব্যাঘ্রীর মত—
তোমার করিল কিনা নাসাকর্ণচ্ছেদ ?

শূর্প। বীর—মহাবীর যে রে।
কত আমি প্রাণপণে ঝাপাই ঝুড়িনু,
হেরে গেনু ;
শেষে নাক কান কেটে,
বোঁচা ক'রে ছেড়ে দিল মোরে।

মারী। যেই হোক্,
মারীচের করে তারে
যেতে হবে অচিরাৎ যমের কবলে।

শূর্প। চল্ আমি সঙ্গে যাব।
মোর মত বোঁচা করে সীতারে তাদের,
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ দেওয়া চাই ভাই !
লক্ষ্মণেরে মারিবি পরাণে,
রামেরে আনিয়া দিবি নিকটে আমার।
দেখিস্, কেউ কিছু না বলিস্ তারে।

মারী। কি বলিলে, রাম ও লক্ষ্মণ ?
শিশুকালে শরজালে যারা—
তুলারাশি মত আমাদের,

দিয়েছিল বাতাসে উড়ায়ে—
তারা নাকি এসেছে এ বনে ?

শূর্প। হাঁ্যা-হাঁ্যা, তারাই যে এসেছে এ বনে।

মারী। একজন—
দুর্ব্বাদলশ্যাম বিচিত্র সুন্দর ?
অন্যজন—
স্বর্ণবর্ণ প্রখর ভাস্কর ?

শূর্প। হাঁ্যা-হাঁ্যা, তারাই, তারাই
করেছে দুর্দ্দশা ঘোর ভগ্নীরে তোদের

মারী। সেই রামলক্ষ্মণেরে দিদি,
যুদ্ধ ক'রে পরাজিত করে,
হেন বীর জন্মেনি ধরায়।

শূর্প। কি বলিলি, জন্মেনি ধরায় ?
তবে তোরা পারিবিনি বল্ ?
বোনেরে করিল বোঁচা,
যে পামর নাক কান কেটে,
তাদের দিবিনি সাজা ?
ওরে কাপুরুষ, কুলের কলঙ্ক,
রাক্ষসের গলিত কুষ্মাণ্ড !

মারী। দণ্ড দিতে একান্তই চাহ যদি দিদি,
রাবণ রাজার পদে লহগে আশ্রয়।
জ্যেষ্ঠ তব মহা-অভিমানী
অবশ্যই করিবে বিহিত।

শূর্প। এর শোধ দাদা যদি দিতে নাহি চায়,

তবে দেশে দেশে, ঘরে ঘরে,
এই কথা বলিয়া বেড়াব,—
"বোনেরে করিল বোঁচা,
দণ্ড দিতে না পারিল তারে
মহাবীর হ'য়ে দশানন।"

মারী। বৃথা আশঙ্কায় দিদি, হতেছ ব্যাকুল।

শূর্প। দেখ্ বড় রূপবতী সেই রামের ঘরণী ;
ছলে বা কৌশলে হোক
লঙ্কাপুরে নিয়ে গিয়ে তারে,
সতীপনা দিতে হবে ভেঙ্গে।
প্রাণাধিক পতি তার, সাধের দেবর,
কেঁদে কেঁদে বনে বনে বেড়াবে যখন,
তখন এ ঘোর জ্বালা থামিবে আমার।

মারী। আমারও সে ঘোর জ্বালা
জ্বলিছে যদিও হৃদে চিতাগ্নির প্রায়,
তবু জাগে, কি বিষম ভীষণ আতঙ্ক—
স্মরি যবে সেই কোদণ্ডটঙ্কার,
মুহুর্ম্মুহুর্বাণ বরিষণ।
থেকে থেকে উঠে সে গর্জ্জিয়া
প্রলয়ের ঘনমেঘ-ভৈরবনিনাদ।
চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টিপাত,
ছোটে অস্ত্র বনাগ্নি-আকার !

শূর্প। তা হ'লে সম্মুখ যুদ্ধে কাজ নাই ভাই !
যে ক'রে যেমনে হ'ক, চুরি করা চাই

সেই সতী সীতারে তাদের।
চল্ ভাই, রাক্ষসীর মায়ামন্ত্র-বলে
লঙ্কাপুরে যাত্রা করি তবে।

(শূর্পনখা ও মারীচের প্রস্থান)

লোল। (উঠিয়া) ওরে নাকেশ্বর! ও শাঁকচুন্নী নয়রে, শাঁকচুন্নী নয়। শূর্পণখা পিসী।

নাকে। (উঠিয়া) ও শাঁকচুন্নীর বাড়া। ছেলে খাবার যম। তা বেশ হয়েছে, যেমন মুখ পোড়াচ্ছে, এতদিনে তার বেশ সাজা হয়েছে।

লোল। ঐ দেখ্, ওরা আকাশ পথ দিয়ে লঙ্কার পানে চ'লে গেল।

নাকে। আমাদেরই পোয়া বার! মাথার উপর থামি নেই; চল ইচ্ছামত ফুর্ত্তি করিগে।

লোল। তবে ঐ যে রামলক্ষ্মণ এসেছে।

নাকে। দেখা না দিলেই হ'ল; আর ওদের পিছনে না লাগলে ওরা কিছু বলবে না।

লোল। চল্ ভাই! মারীচ খুড়োর ঘরে যা আছে, সব লুটে পুটে খাইগে।

নাকে। তারপর?

লোল। বল্‌ব, রাম-লক্ষ্মণের কাণ্ড।

নাকে। তারপরে দাদা, চল আমরা গুটি গুটি মেরে লঙ্কা-পানে এগোই।
এখানে একটা বিষম যুদ্ধ হবে। আগে থাকতেই স'রে পড়া ভাল।

লোল। কি, আমি যুদ্ধ ক'র্‌ব না ?

নাকে। সে দাদা, পথে পথে যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে গেলেই হবে। আর তুমি যদি থেকেই যাও, আমি কিন্তু থাক্‌ব না।

লোল। চল্ তবে আমিও যাই।

নাকে। দাদা! শুভং শীঘ্রং; আমার জিভটা যে উস্‌খুস্ করছে। নাকটা যে সুড়্ সুড়্ কর্‌ছে।

লোল। বাঢ়ং। আমারও ভাই, পেটটা সোঁ সোঁ করছে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[গোদাবরীসন্নিকটস্থ তীর—রাম।]

নেপথ্যে—বাসন্তীর গীত।

গীত।

এস এস সখি, এস !

শ্যামতৃণাসনে আসিয়া ব'স !!

পিক পাপিয়া ধরুক্ গান,

ঝিল্লী ভ্রমরী তুলুক্ তান,

ঢুলাক্ চমরী চামর-পুচ্ছ, হউক মাতঙ্গ ছত্রধর ॥

লহ লহ রাণি, কাননপুষ্প সেবিকাদত্ত প্রীতিদান ॥

কুরঙ্গ শঙ্খ নিনাদ করে,

পত্রপল্লব মন্ত্র পড়ে,

গোদাবরী নদী, উর্ম্মির রবে, উলু উলু তুলিছে স্বর।
পর পর রাশি, সিত, শ্যামারুণ অপূর্ব্ব এই ফুলবেশ।

রাম। কি সুন্দর রমণীয় গীত!
বনবাসে প্রিয়ার সঙ্গিনী,
এ যে, বাসন্তী গাহিছে গান।
গোদাবরীতীরে
বহুক্ষণ গিয়েছেত সীতা,
এখনও যে এলনা ফিরিয়া?
শূর্পণখা নাসা-কর্ণচ্ছেদ
যে অবধি হল সংঘটিত;
সে অবধি,
প্রতি তরুলতা-পল্লবস্বননে,
প্রতি পশুপক্ষি-পদ-সঞ্চালনে,
মনে হয় সর্ব্বদা আমার,
কি জানি কখন ঘটে বিপদ্ সীতার!

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। হয়েছিল বুঝি ভাবনা তোমার?
আমি প্রিয়সখী সাথে,
দেখিতেছিলাম সুখে
হংসমালাক্রীড়া প্রিয়তম!
নেচে নেচে দলে দলে চলে হংসদল,
ঢেউগুলি পাছু পাছু ছোটে,
দেখিতে সে দৃশ্য মোর বড় লাগে ভাল।
ফিরিবার কালে কহিলা বাসন্তী—

"শুনে যা জানকি,
এ নব রচিত মোর গান !"
তাই এত দেরী হ'ল মোর।

রাম। জান কি, জানকি !
কেন ভাল লাগে তব হংসমালা-ক্রীড়া ?

সীতা। কেন—কেন প্রিয়তম ?

রাম। তব গতি-অনুকারী হংসমালা সীতা,
তাই তব প্রিয় এত তারা।

সীতা। কেন, আমি সবারে ত সম ভালবাসি ;
করিপোত, মৃগশিশু, ময়ূরশাবক,
শুক, শারী, কোহেলা, পাপিয়া,
সকলি ত প্রিয় মোর প্রিয় !

রাম। জানি প্রিয়ে,
পশুপক্ষীগুলি
পুত্রকন্যাসম তব প্রিয়।

সীতা। ভুলে গেলে বুঝি সেই তরুলতাদের ?

রাম। ভুলিনিক', ভুলিনিক' সীতা !

সীতা। তবে প্রিয়তম ?

রাম। এ স্থানেও রাণী তুমি প্রিয়ে !
পশুপক্ষী তরুলতা লয়ে,
আদর্শ প্রেমের রাজ্য করেছ স্থাপন।

সীতা। রাণী নহি প্রিয়,
সংসারিণী আমি।
রাজ্যের নিয়ম সেই শাসন' বন্ধন,

এখানে তা' সম্পূর্ণ অচল ;
এ আমার শুধু যেগো স্নেহের সংসার।

রাম। স্নেহের নিয়ম, সেই স্নেহের শাসন,
স্নেহের বন্ধন, প্রিয়ে, রাজ্য এ সংসার।

সীতা। না, না, রাণী নহি, দাসী আমি প্রভু!

রাম। জানিতে বাসনা হয়,
এর মধ্যে কোথা মোর স্থান ?

সীতা। ওগো প্রিয় সর্ব্বময়!
হৃদয়ের সব স্থান জুড়ি
আছ ত বসিয়া তুমি,
তবু কিগো মি'টনাক' সাধ ?
হৃদয়দেবতা!
সমস্ত হৃদয় ভরি আলো তুমি দাও,
তাইত সকলি আমি হেরি আলোময়।

রাম। জানি সীতা, জানি তা সকলি।

সীতা। বাসন্তীও বলে তাই প্রিয়।

রাম। বাসন্তী কি বলে প্রিয়ে ?

সীতা। বলে, "আমার যা কিছু কাজ,
খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ,
সব তা'তে তুমি বিরাজিত।

রাম। আমারও যা কিছু সব,
তার মাঝে তুমি প্রিয়ে, পূর্ণ বিজড়িত।

সীতা। ভাগ্যবতী আমি নাথ!

অযোধ্যার নানাকার্য্য-কোলাহল-মাঝে
হেন ভাবে আমি কিন্তু পাইনি তোমায় ;
এ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখদিন।
বেলা গেল,
লক্ষ্মণের আসিবার হ'ল যে সময়।

রাম। এমন লক্ষ্মণ ভাই,
বিশ্বে আর পাবেনাক' কেউ।

সীতা। পড়ি নাই কোন গ্রন্থে, শুনিনিও কভু।

রাম। সত্য, তুলনারহিত।

সীতা। জানিতে বাসনা হয়,
কারে তুমি বেশী ভালবাস ?

রাম। ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম এক নহে সীতা !

(স্বর্ণমৃগের প্রবেশ)

সীতা। দেখ—দেখ কি আশ্চর্য্য স্বর্ণমৃগ নাথ !

রাম। এমন হেমাঙ্গ মৃগ
দেখিনিত জীবনে কখন !

সীতা। তুমি ধ'রে দাও এই স্বর্ণমৃগটিরে,
পুষিব, হয়েছে বড় সাধ !

(লক্ষ্মণের ফলাদি লইয়া প্রবেশ।)

রাম। লক্ষ্মণ !
সীতার হয়েছে সাধ,
পোষে ওই স্বর্ণমৃগটিরে।

আমি ধ'রে আনি,

ততক্ষণ তুমি করহ বিশ্রাম।

(স্বর্ণমৃগকে ধরিবার উদ্যম—স্বর্ণমৃগের পলায়ন ও রামের পশ্চাদ্ধাবন)

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা!

নহে ইহা সত্যকার মৃগ।

লয় মনে, হবে কোন রাক্ষসীর মায়া।

সীতা। নয়নে প্রত্যক্ষ যারে দেখি,

সে কি হবে রাক্ষসের মায়া ?

লক্ষ্মণ। মায়ার রহস্য দেবি, দুজ্ঞের্য় দুর্ব্বোধ।

সীতা। লক্ষ্মণ! এই স্বর্ণমৃগটিরে

রাক্ষসীর মায়া ব'লে মনে হ'ল কেন ?

লক্ষ্মণ। অসম্ভব স্বর্ণ-অঙ্গ মৃগের জনম।

সীতা। অসম্ভব এ জগতে সম্ভবও ত হয় ;

প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার সম্মুখে আমার।

লক্ষ্মণ! নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু,

বিপদ ত ঘটিবে না কোন' ?

লক্ষ্মণ। দুর্লক্ষণ, নারায়ণে করহ স্মরণ।

নেপথ্যে।

"লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!

রাক্ষসের করে মোর যায় বুঝি প্রাণ।

এস ত্বরা, রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে!"

সীতা। লক্ষ্মণ। যাও ত্বরা করি—

বিপদে পতিত হ'য়ে
আর্য্যপুত্র ডাকিছে তোমায় !

লক্ষ্মণ। দেবি ! আশঙ্কার নাহিক কারণ ;
রাক্ষসীর মায়া উহা।

সীতা। সকলই দেখিছ তুমি রাক্ষসীর মায়া।

নেপথ্যে।
"লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !
ভীষণ রাক্ষসকরে কবলিত আমি—
শীঘ্র এস— শীঘ্র এস, রক্ষা কর মোরে !"

সীতা। লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !
যাও তুমি বাঁচাতে রাঘবে।
কই গেলেনা এখনো ?
যাবেনা, যাবেনা তুমি ?

লক্ষ্মণ। রাঘবের স্বর নহে, দেবি !
রাক্ষসী মায়ার উহা অনুকারী স্বর !

সীতা। রাক্ষসীর মায়াস্বপ্নে তুমিই মোহিত !
লক্ষ্মণ ! যাও—যাও ! (করধারণ)

নেপথ্যে।
"প্রাণের লক্ষ্মণ ! প্রাণাধিকা সীতা !
কোথা তুমি এ বিপদে মোর ?
রক্ষা কর—রক্ষা কর আসি !"

সীতা। ওই—ওই, শোন, শোন—
ঠিক ওই আর্য্যপুত্রস্বর !
প্রাণরক্ষা তরে,

আর্ত্তনাদ করে রঘুনাথ,
আর তুমি ভ্রাতৃভক্ত বীর
যেতেছ না বাঁচাতে উহারে ?
ভাল, আমি যাব—আমি যাব,
দাও ওই ধনুর্ব্বাণ মোরে !

(উন্মত্তবৎ ধনুক আকর্ষণ)

লক্ষ্মণ। উন্মত্তা যে হ'লে দেবি,
রাক্ষসের অনুকারী স্বরে ?

সীতা। নিজেও যাবে না,
যেতেও দিবেনা মোরে !
না পারি বুঝিতে আমি,
কিবা আছে অভিপ্রায় অন্তরে তোমার।

লক্ষ্মণ। দেবি ! যেতেছি—যেতেছি আমি।
রাক্ষসের মায়া জানি,
তোমারই রক্ষার তরে ছিলেম কেবল।
(যাইতে যাইতে) সাবধানে থেক' দেবি !
হ'য়োনাক' কুটীরের বার।

(দ্রুতগতিতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[বন। সন্ন্যাসীবেশী রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। আমি লঙ্কেশ্বর—
সুরাসুরবিজয়ী রাবণ,—
ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বায়ু, বরুণ, কুবের

ভৃত্যসম আজ্ঞা যার পালে অহর্নিশি,
তার ভগ্নী শূর্পণখা—
সামান্য মানবে আসি'
করে তার নাসাকর্ণচ্ছেদ !
এ আমার সম্মানের পরে,
হইয়াছে ভীম পদাঘাত।
ধরণীর ধূলিরাশি পরে,
এ আমার—
গৌরবমণ্ডিত শির হয়েছে লুণ্ঠিত।
(গভীর চিন্তা)
(সহসা উদ্বুদ্ধ হইয়া)
অযোধ্যার দাশরথি রাম—
ভাঙ্গিয়া সে গুরুভার মাহেশ্বর ধনু,
নত করি ভার্গবের গর্ব্বোদ্ধত শির,
পরাজয়ি, ক্ষুদ্রপ্রাণ সে খরদূষণে—
স্পর্দ্ধা তার বেড়েছে বিষম।
ভাল,
আমিও করিব হেন প্রচণ্ড আঘাত
স্পর্দ্ধিত তাহার সেই সম্মানের পরে,
যাহে, উন্নত সে শিরও তার
বিলুণ্ঠিত হবে ভূমিতলে ;
যাবে টুটে চিরতরে গর্ব্ব অহঙ্কার।

(পদচারণ)

একি ! সঙ্কুচিত গতি কেন মোর ?

যেই পাদভরে মোর নমিত ধরণী ;
উদ্ধত সে গতি আজ
প্রতিপদে হতেছে কুণ্ঠিত !
ছদ্মবেশে চোরসাজে আসিয়াছি আমি,
তাই কি এ লজ্জা, এ সঙ্কোচ ?
অথবা এ সত্ত্বময় সন্ন্যাসীর বেশ,
তাই কি এ শান্ত স্তব্ধভাব ?
অভ্যন্তরে জ্বলে যার তীব্র দাবানল,
বাহিরের বারিসেকে কি করিবে তার ?

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন—কুটীর।

(সসম্ভ্রমে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। কে আছ কুটীরমধ্যে ?
ভিক্ষাপ্রার্থী ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী—
দাঁড়ায়েছে অতিথি দুয়ারে।

সীতা। (কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া)
ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী অভ্যাগত আজ !

(সম্মুখে আসিয়া)

সর্ব্বত্যাগী, হে সন্ন্যাসী দেব !
নমে দাসী রঘুকুলবধূ।

(প্রণাম)

রাবণ। সুখী হও, করি আশীর্ব্বাদ।
সীতা। আনি পাদ্য, করুন্ বিশ্রাম।

(কুটীর মধ্যে গমন)

রাবণ। দেবেন্দ্রানী, শচী, রতি, বেদবতী,
রম্ভা, মেনকা, উর্ব্বশী, সুকেশী,
চিত্রাঙ্গদা, কিংবা মন্দোদরী রাণী
হতপ্রভ এ বালার পাশে।
কি এ এক অলৌকিক অপরূপ জ্যোতিঃ—
ব্যাপ্ত হয়ে সারা অঙ্গমাঝে,
আছে ফুটে মুক্তাফল-তরললাবণ্যে!
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
এ সাদৃশ্য কোথা নাহি হেরি!
দেখেছি সে, মাতৃমূর্ত্তি উমা মাহেশ্বরী,
দেখেছি সাবিত্রী, আর গায়ত্রী, ভারতী,
কিন্তু এই জ্যোতিঃ, এ রূপসৌন্দর্য্য,
কমনীয় এ অপূর্ব্ব সরল মাধুর্য্য,
চক্ষে কোথা না পড়েছে মোর!

(সীতার কুটীর হইতে পাদ্য লইয়া আগমন ও রাবণকে দান)

সীতা। শ্রান্ত বড় হয়েছেন দেব!

রাবণ। নহি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত বড়ই।

সীতা। আনি তবে ফলমূল,
সেবার কারণে তব দেব!

(প্রস্থান)

রাবণ। শিষ্যাসম তনয়া-অধিক
সেবা মোর করিছে যে বালা—
তারে আমি কি বলিয়া করিব হরণ?
দুগ্ধদানে তৃপ্তি দিলা যে সরলা গাভী,

তারে আমি,
কেমনে শ্বাপদ হ'য়ে করিব ভোজন ?
দূর হও দুর্ব্বলতা,
দূর হও স্নেহ দয়া মায়া,
দূর হও কাতর মমতা,
দূর হও সঙ্কোচিত বিবেকসংস্কার।
এস মোর রাক্ষসী প্রকৃতি,
এস কঠোরতা, নৃশংস খলতা,
এস ক্রোধ, এস লোভ, দুর্জ্জয় দুর্ব্বার !

(মৌনবৎ অবস্থিতি)

(সীতার আসন ও ফলমূল লইয়া প্রবেশ)

সীতা। এই বন্য ফলমূলে
হ'ন্ তৃপ্ত সেবা করি' সন্ন্যাসী দেবতা !

(আসন দান ও সম্মুখে ফলের পাত্র রক্ষা,
রাবণের উপবেশন)

রাবণ। তৃপ্ত আমি হয়েছি জানকি !

(ফলের কিয়দংশ ভোজন)

সীতা। (উপবেশন করতঃ)
বড়ই বিপদে আমি দেব !
রঘুনাথ গিয়াছেন মৃগের পশ্চাতে,
লক্ষ্মণও গিয়েছে খোঁজে তার।

রাবণ। (ধ্যানের ভাণ করতঃ)
শুভ, শুভক্ষণ দেবি !
ধ্যানযোগে জানিলাম,

নিরাপদ পতি সে তোমার।

সীতা। শান্তি দিলে হৃদয়ে আমার!
ফলমুল রহিল যে পড়ি' ?

রাবণ। খাদ্যহেতু নহিক কাতর ;
সাধারণ ভিক্ষাসেবী নহিক ভিক্ষুক।
ক্ষুধা মোর স্বতন্ত্র প্রকার,
ভিক্ষা—সেও অন্য একরূপ।

সীতা। আসুন, ফিরিয়া তবে বীর রঘুনাথ।
অর্থীরে বিমুখ তিনি না করেন কভু।
নহে ইহা তাঁর প্রকৃতি-উচিত ;
বিশেষতঃ সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ!

রাবণ। মোর ভিক্ষা পূর্ণ করা সীতা,
একমাত্র আয়ত্ত তোমারই।

সীতা। করুন্ আদেশ তবে দেব!

রাবণ। (আবেগসহ)
মোর ক্ষুধা পূর্ণ করি',
তৃপ্ত করা মোরে, হে সুন্দরি!
একমাত্র আয়ত্ত তোমারই।

(সতৃষ্ণ ঘনঘন কটাক্ষক্ষেপ)

সীতা। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেবতা ;
কিন্তু দৃষ্টি, এ ত নহে সন্ন্যাসীর!
হাব ভাব গতি ভঙ্গী সবই অন্যরূপ!
ওকি!
চক্ষে জ্বলে অনলের কি সুতীব্র জ্বালা,

মুখে ফুটে লালসার কি কুৎসিত রেখা,
যায় দেখা ভ্রূভঙ্গীর কি উৎকট ছায়া ;
নহ তুমি সন্ন্যাসী কথন !
সত্য বল, ছদ্মবেশী, কে তুমি সন্ন্যাসী ?

রাবণ। কি ও, সতীত্বের দীপ্ত খরতেজ—
ধাঁধিয়া নয়ন মোর
অভিভূত ক'রে দেয় মোরে ?
কি ? (সহসা দাঁড়াইয়া স্বরূপ প্রকাশ করতঃ)
সুরাসুর নাগযক্ষে করি পদানত,
শেষে ভয় পেয়ে অবলার পাশে
পলাব কি দণ্ডাহত শৃগালের প্রায় ?
না—না কথন না।

সীতা। কে তুমি ? (সহসা দাঁড়াইয়া) শীঘ্র বল ?

রাবণ। আমি লঙ্কেশ্বর, রাক্ষসাধিপতি।

সীতা। লঙ্কেশ্বর রাক্ষসাধিপতি ?

রাবণ। তব পাশে ভিক্ষুক সুন্দরি !
এসেছি এ গভীর অরণ্যে,
সে কেবল তোমারই কারণে।
এনেছি সুন্দর রথ করি সুসজ্জিত,
ল'য়ে যেতে লঙ্কাপুরে তোমারে জানকি !

সীতা। কি দুঃসাহস, হে রাক্ষসরাজ !

রাবণ। দুঃসাহস, না, সুসাহস সীতা !
এই অরণ্যানী,
হিংস্র জীবে পরিপূর্ণ সদা,

নহে ইহা রাজরাণী-বাসযোগ্য দেবি !
আমমাংস, বন্যফলে জীবনধারণ,
এ তোমার সাজেনা সুন্দরি !
চল সীতা !
সাগরবেষ্টিতা সেই রত্নবিভূষিতা—
পৃথিবীর অলকানগরী—
লঙ্কাপুরীমাঝে সে আমার।
সে চির বসন্ত, চিরজ্যোৎস্না সেই—
মনিময় সে নিকুঞ্জগৃহ—
আর সেই দেবসেব্য
পারিজাত-সুরভি উদ্যান—
হবে তব বিহারের যোগ্য অলম্বন।
ঐরাবত দেবহস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা বাজী,
স্বর্গের পুষ্পক রথ—
বিধাতার সৃষ্টি অপরূপ—
সুসজ্জিত রবে সদা তোমার কারণ।
অপ্সরারা ঢুলাবে চামর,
কিন্নরীরা গাবে প্রেমগীত,
আর যত রক্ষোনারা— দাসীসম তারা
সেবিবে তোমারে বালা, দিবসরজনী
মন্মথপ্রেয়সী রতি
সাজাবে স্বরগজাত বসনভূষণে ;
সুরাসুরবিজয়ী রাবণ—
পুজি ওই রক্তোৎপল-অরুণ চরণ

ধন্য বলি মানিবে জীবন।
চল সীতা !

সীতা। রাজর্ষি-জনকসুতা, সূর্য্যাকুলবধূ—
তারে তুমি এসেছ দেখাতে
প্রলোভন হে রাক্ষসরাজ !
কিশোর বয়সে মোর যেই রঘুনাথ—
খেদাইয়া ভীমবল রাক্ষসের দল,
কৌশিকের যজ্ঞবিঘ্ন করেছিলা দূর,
সেই রঘুনাথপ্রিয়া আমি—
তারে তুমি কি দেখাও লোভ ?
শিশুবেলা গুরুভার মাহেশ্বর ধনু
ভেঙ্গেছিলা যেই বীর চক্ষুর পলকে ;
ক্ষত্রিয়ের কালান্তক যম,
কার্ত্তবীর্য্যহন্তা সে ভার্গবে
পরাজয়ি' করেছিলা স্বর্গপথরোধ—
সেই রাঘবের অর্দ্ধাঙ্গিনী
আমি যাব রাক্ষসের গৃহে ?
পাদস্পর্শে যেই দেবতার,
ত্যজিয়া পাষাণ কায়,
অহল্যা দেবীত্বে পুনঃ হ'ল অধিষ্ঠিতা—
সেই পাদপদ্ম-সেবিকা জানকী—
যাবে আজ
পাপাশয় রাক্ষসের গৃহে ?
রাক্ষসের যোগ্য এ প্রস্তাব।

এসেছিলে সন্ন্যাসীর বেশে
হে রাক্ষসাধম !
তাই আমি করেছি আলাপ ;
নতুবা রাক্ষসসাথে পাপ-আলাপন
করিত না জানকী কখন।

রাবণ। কৌশিকের মন্ত্রের প্রভাবে,
ক্ষুদ্রপ্রাণ মারীচের দল
হয়েছিল পরাজিত বটে ;
কিন্তু সেথা ছিলনাক দশানন বীর,
কুম্ভকর্ণ কিম্বা ইন্দ্রজিৎ।
হরধনু—সে ত চিরজীর্ণ বহুপুরাতন
মান্ধাতার কালাবধি আছিল রক্ষিত—
সেই ধনু শতধাভঙ্গেও
গর্ব্বের বা গৌরবের কি আছে তাহার
আর ভার্গবের পরাজয় ?
জরাগ্রস্ত, ধনুকের চালনে অক্ষম,
তপস্যায় নিয়োজিত প্রাণ
এ ভার্গব—সে ভার্গব নয়।
ঋষিপত্নী অহল্যা-উদ্ধারে
রাঘবের ছিল কিবা হাত ?
গৌতমের অভিশাপে, বিধির নির্ব্বন্ধে
সংঘটিত হয়েছিল যাহা।

সীতা। স্তব্ধ হও অতিথি রাক্ষস !
এই দণ্ডে কর তুমি এ স্থান বর্জ্জন ;

নতুবা এখনই ফিরি বীর রঘুনাথ
সমুচিত দণ্ড তব করিবে বিধান।

রাবণ। কারে তুমি ভয় দেখাও সুন্দরি?
স্বর্গপুরী অবহেলে করিলা যে জয়;
দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্য দিবাকর,
সদাগতি প্রভঞ্জন, মৃত্যুপতি যম—
সেবা যার করে নিরন্তর;
সে রাবণ—
ভয় পেয়ে রমণীর ভ্রূভঙ্গীচালনে,
ছেড়ে যাবে বৈকুণ্ঠের এ নবলক্ষ্মীরে?
সাধ্যসত্ত্বে না লবে বরিয়া
ব্রহ্মাণ্ডের সার রত্ন এ অমূল্য ধনে?
নহে সে গো এমত নির্ব্বোধ।
লয়ে যেতে লঙ্কাপুরে এ রূপ কুসুমে
এসেছি এ পঞ্চবটীবনে,
রিক্তহস্তে ফিরে যেতে নহেক জানকি!

সীতা। মন্ত্রপূত হবি দিয়া হে রাক্ষসাধম,
হয়নাক কুকুরভোজন!

রাবণ। কিন্তু আসি কুকুরও কখন',
শুনা যায় করেছে ভোজন,
যজ্ঞের সে মন্ত্রপূত হবি।
স্বেচ্ছাক্রমে যেতে যদি নাহি চাও বালা,
বাধ্য হয়ে যেতে হবে তবে;
রাক্ষসী মায়ার বলে করিয়া মূর্চ্ছিতা,

তুলিয়া পুষ্পকযানে
দুইদণ্ডে পৌছিব লঙ্কায়।
(রাক্ষসী মায়ায় অন্ধকার করণ—এবং,
সীতাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হওন।)

সীতা। আর্য্যপুত্র! কুমার লক্ষ্মণ!
পাপিষ্ঠ রাবণ
করে মোরে সবলে হরণ,
রক্ষা কর— রক্ষা কর আসি!
লক্ষ্মণেরে কটুবাক্যে দিয়েছি বিদায়,
ফল তার হাতে হাতে হ'ল।

রাবণ। কেশে করি আকর্ষণ,
করিতেছি হরণ সুন্দরি,
অপরাধ ক্ষমিও আমার।
(কেশ-স্পর্শোদ্যম)

সীতা। আর্য্যপুত্র—কোথা তুমি?
লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ! (মূর্চ্ছা)
(রাবণের মূর্চ্ছিতা সীতাকে লইয়া প্রস্থান)

[তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের উপত্যকা]

সুগ্রীব, মারুতি ও নল।

সুগ্রীব। মারুতি !

কতদিন এইভাবে আর
যাবে কেটে জীবন আমার !
না দেখিব জন্মভূমি-মুখ,
না করিব জ্ঞাতিবন্ধু-প্রিয়সমাগম !
কতদিন— কতদিন আর--
করিব অজ্ঞাতবাস,
অভিশপ্ত এ পর্ব্বতদেশে !

মারুতি।

অভিশপ্ত স্থান বলি' প্রভু,
তাইত বালির হাতে পেয়েছ উদ্ধার।

সুগ্রীব। না হ'লে সে দৃঢ়বদ্ধ কণ্ঠদেশ হ'য়ে,
জানি আমি,
লঙ্কেশ্বর রাবণের মত
খেতে হ'ত সাগরের লবণাক্ত জল।
মারুতি ! তোমরা ক'জনে,

না থাকিতে যদি এই বিপদে আমার,
তা' হ'লে এ দগ্ধপ্রাণ
কোন্ দিন মর্ত্ত্যধাম যেত ছাড়ি চলি।
ভগবন্!
কোন্ পাপে এ সাজা আমার ?
বিপদের ভয়ে আমি
করেছিনু গুহামুখ রোধ,
মন্দ কোন অভিপ্রায় ছিলনাত মোর।
কিন্তু সে উদ্ধত, ক্রোধী অগ্রজ আমার
শুনিলনা কোন' নিবেদন,
মানিলনা অনুনয়, কাতর ক্রন্দন,
পদাঘাতে জর্জ্জরিত করি'
দিল মোরে খেদাইয়া জন্মভূমি হ'তে।

মারুতি। অতীতের সেই কথা স্মরি,
দুঃখ আর কেন পাও প্রভু!

সুগ্রীব। অনুভূতিরূপে আছে প্রত্যক্ষের মত,
স্মরণে বরঞ্চ পাই কিছু যে সান্ত্বনা!
নল—ভাই! (নলের স্কন্ধে হাত দিয়া)
সব চেয়ে ব্যথা মোর এই,
র'ল গৃহে প্রিয়তমা রুক্মা আমার!

নল। প্রভু!
আলোড়ন ক'রোনাক শুষ্ক এ সরসী,
কর্দ্দমে যে ভ'রে যাবে মুখ।

সুগ্রীব। কর্দ্দমে যে ছিল ভাল,

বিষ্ঠাতে যে ভরে গেছে মুখ।
সেই রুক্মা—প্রাণসমা প্রিয়তমা মোর,
হ'ল কিনা অগ্রজের শয্যার সঙ্গিনী!
মারুতি!
বিষ কি ছিলনা গৃহে?
নদীতে কি ডুবিবার ছিলনাক বারি?
কিষ্কিন্ধ্যা কি হ'য়েছিল অস্ত্র-বিবর্জ্জিত?

মারুতি। শুনিয়াছি,
তিনদিন তিনরাত্রি অনাহারে থাকি',
করেছিলা রুক্মা তব
অনিচ্ছায় আত্ম সমর্পণ!

সুগ্রীব। জানি আমি;
কিন্তু যবে মনে হয়
অগ্রজের ঘৃণাকর আচরণ এই,
কোনমতে ধৈর্য্য আর না পারি ধরিতে।
ইচ্ছা হয় তীক্ষ্ণ নখ দিয়া
ছিন্ন করি বক্ষোদেশ তার—
রুক্মারে করেছে যেথা সুখ-আলিঙ্গন!

মারুতি। আমি দিব্য চক্ষে পেতেছি দেখিতে,—
একদিকে কন্যাসম রুক্মার হরণ,
অন্যদিকে রক্ষকের আশ্রিতাধর্ষণ;
বেশীদিন রহিবে না ধরা আর
গুরু এই পাপভার প্রভু!

সুগ্রীব। মারুতি!

সত্যই কি আসিবে সে দিন ?
সত্যই কি দূর হবে মোর—
জীয়ন্তে এ নরকের ভোগ ?

মারুতি। শোকদুঃখ-অমানিশা শেষে
এসে থাকে শুক্লপক্ষ দেব,
বিধাতার অমোঘ বিধানে।

সুগ্রীব। মারুতি চেয়ে দেখ, কে দুটি এ যুবা !
ধীর গতি—শান্তভাব—
অশ্রুধারা-নিষিক্ত বদন !

মারুতি। আহা, দেখে মোর ভ'রে গেল চোখ,
সিক্ত স্নিগ্ধ হ'ল মোর শূন্য এ হৃদয়।

নল। এল কি এ, স্বর্গে থেকে অশ্বিনীকুমার !

মারুতি। (স্বগতঃ) মনে হয়, এই মোর আরাধনা-ধন।

সুগ্রীব। নল,
এস মোরা অন্তরালে থাকি ;
জেনে লই, কি উদ্দেশ্যে করিছে ভ্রমণ ?

(সকলের অন্তরালে গমন)

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। লক্ষ্মণ !
তাত জটায়ুর নির্দ্দেশিত পথ,
হয়নি'ত ভুল আমাদের ?

লক্ষ্মণ। না দাদা !
আমি ভাল ক'রে ল'য়েছি বুঝিয়া।

রাম। এই পথে ল'য়ে মোর গেছে কি সীতারে ?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ দাদা!

রাম। না—না—এই পথে যায়নি' ত সীতা।

হরিণীরা খেতেছে যে তৃণের কবল,

পাখীরা যে গেয়ে যায় গান;

শূন্যপথে যেতেছে যে বলাকার দল!

না ভাই!

এই পথে যায়নি কখন।

যেত যদি এই পথে সীতা,

তা' হ'লে পেখম ধরি ময়ূরময়ূরী

নাচিত না কখনও সেই ভাবে আর।

কলস্বর তুলি

হংসমালা কভু

করিত না সেই মত সলিলবিহার!

লক্ষ্মণ। দাদা!

পঞ্চবটীসীমা মোরা হয়েছি যে পার।

এই হরিণীরা

দেবীদত্ত শষ্পতৃণ পায়নি ত তারা।

এ বলাকা, পাখীগুলি, একদিন তরে

করেনি' ত দেবীকরে পান বারিধারা?

এই সব ময়ূরময়ূরী,

তালেতালে দেবীসাথে

নাচেনি' ত জীবনে কখন।

আর এই হংসমালা ভুলে কোনদিনও

দেবীর নুপূরধ্বনি শোনেনি' ত কাণে।

রাম। লক্ষ্মণ! সীতার আমার
স্বহস্তরোপিত সেই নব তরুলতা,—
এতদিনে মনে হয়,
শুকাইয়া ম'রে গেছে তারা।
কে আর আদর ক'রে সেচন-কলসে
ঢালিবেগো স্নিগ্ধ বারিধারা ?

লক্ষ্মণ। বনদেবী বাসন্তী যে নিয়েছে সে ভার।

রাম। লক্ষ্মণ!
তুলে নে আদর করে!
ওই বুঝি রয়েছে পড়িয়া,
দেবীর চরণচ্যুত মৌন এ নুপূর।

লক্ষ্মণ। ক্ষুদ্র এই কুন্দফুলে দাদা!
দেবীর নুপূর ব'লে করিতেছ ভ্রম ?

রাম। লক্ষ্মণ!
ওই দেখ্ অন্তরীক্ষ 'পরে,
দশানন দুরাত্মা রাবণ
রথে ক'রে ল'য়ে যায় সীতারে আমার।
ওই শোন্,
পৃথিবীর বুক চিরে উঠে আর্ত্তনাদ,—
"আর্য্যপুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে!"

(অস্ত্র বাহির করতঃ

দাঁড়া, দাঁড়ারে রাক্ষসরাজ!
ক্ষিপ্রগতি শাণিত শায়কে

তোর বক্ষ বিদারণ করি'
করি মোর সীতার উদ্ধার।

লক্ষ্মণ। (রামকে ধারণ করিয়া)
রাবণের সেই রথচক্র,
ভুলে গেলে দাদা!
চূর্ণীকৃত প'ড়ে আছে বনের ভিতরে।

রাম। লক্ষ্মণ!
জন্মিলাম কি অদৃষ্ট ল'য়ে ;
পিতা মোর ছাড়ি গেল আমার কারণে,
সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে র'ল ভরত আমার,
হল সীতা অপহৃতা বুদ্ধির বিভ্রমে ;
পিতৃবন্ধু মহাত্মা জটায়ু—
প্রাণ দিল, তারও হেতু আমিই কেবল।

(নলের প্রবেশ)

নল। কে তোমরা, দাও পরিচয় ?

লক্ষ্মণ। পরিচয় ? পরিচয়ে কিবা ফলোদয় ?

রাম। দাও ভাই পরিচয়,
ক্ষতি কিবা তায়।

লক্ষ্মণ। (নলের কর্ণে কর্ণে বলিলেন)

নল। কই ? সাথে ত নাহিক সীতা ?

লক্ষ্মণ। স্বর্ণমৃগ-অন্বেষণে গিয়াছিনু মোরা ;
সেই অবসরে, রাক্ষস রাবণ
চুরি করি ল'য়ে গেছে দেবীরে মোদের।

নল। দুরাত্মা সে লঙ্কা-অধিপতি
বালিরাজ সহায় তাহার।

লক্ষ্মণ। কেবা বালিরাজ ?

নল। কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি, বানরের রাজা।

রাম। ভাবিয়া না পাই আমি,
কি উপায়ে করিব উদ্ধার
অভাগী সে সীতারে আমার।
তাই মোরা,
লক্ষ্যহীন, বনে বনে ভ্রমি চারিধার,
বন্ধুশূন্য, অসহায় ভবে।

(সুগ্রীব ও মারুতির প্রবেশ)

সুগ্রীব। আমি ক'রে দিব বন্ধু, সীতার উদ্ধার,
তুমি যদি কর কোন' উপকার মোর।

রাম। কে তুমি,
বিপদে মোর বন্ধু হ'লে আজ ?

মারু। বালিরাজ-সহোদর—
নাম সুগ্রীব ইহার।

সুগ্রী। আমি প্রতিশ্রুত বন্ধু, সীতার উদ্ধারে।
মোর কার্য্যে কর তুমি প্রতিশ্রুতি-দান !

রাম। না বুঝিয়া, না জানিয়া কি কার্য্য তোমার,
কেমনে পূর্ব্বেই আমি প্রতিশ্রুতি দিই ?

মারু। (স্বগতঃ) এ মহত্ত্ব, এ ঔদার্য্য বিরল জগতে।

লক্ষ্মণ। তুমি যদি ক'রে দাও দেবীর উদ্ধার ;

আমি প্রতিশ্রুত,
ক'রে দিব তব উপকার !

রাম। ভাই ! শূণ্য পত্রে ক'রোনা স্বাক্ষর !

মারু। (স্বগতঃ) ভক্তিভরে আর্দ্র হ'ল প্রাণ ;
ইচ্ছা হয়, পড়ি গিয়া ও চরণ-তলে।

সুগ্রী। শোন দেব ! যুদ্ধহেতু মহাশত্রুসনে,
একদিন অগ্রজ আমার
গুহামধ্যে করিলা প্রবেশ ;
মূঢ় আমি, না বুঝিয়া ফলাফল তার,
গুহামুখে চাপায়ে পাষাণ,
ফিরে আসি কিষ্কিন্ধ্যার পুরে।

রাম। তারপর ?

সুগ্রী। সেই অপরাধে মোরে,
পদাঘাতে জর্জ্জরিত করি',
দিল দূরে খেদাইয়া সোদর আমার।
বলিতে বিদরে মুখ,
আমার প্রেয়সী রুম্ম—
জোর ক'রে তারে, সে সোদর মোর
করিল গো শয্যার সঙ্গিনী।

রাম। কন্যাসম ভ্রাতৃবধূ,—তাহার হরণ ?

লক্ষ্মণ। মহাপাপী, বধ্য দাদা, এই পাপে তার।
হবে ইথে বন্ধু-উপকার,
অথচ এ সীতার উদ্ধার।

রাম। ক'রেছিলে কখন' কি আবেদন কোন ?

সুগ্রী। ফল তার—হয়েছি আহত।

নল। আছে মুনি-অভিশাপ,
ঋষ্যমুখ এ পর্ব্বত 'পরে,—
পদার্পণ করে যদি বালি,
তখনই হইবে তার শরীর পতন।

সুগ্রী। তাই মোরা বেঁচে আছি প্রাণে এখনও ;
তাই দেব,
প্রাণান্তেও ত্যজিনাক এস্থান কখন।

নল। বালিরে নিহত করি সুগ্রীবেরে প্রভু,
ক'রে দাও রাজা কিষ্কিন্ধ্যার।

সুগ্রী। আমি সমস্ত বানরসেনা লয়ে,
হব দেব, সহায় তোমার।

লক্ষ্মণ। প্রতিশ্রুত তুমি যদি নাহি হও দাদা,
অনুমতি কর মোরে,
আমি করি বালিরে সংহার।

রাম। প্রতিশ্রুত হইলাম আমি,—
বালিরে নিহত করি'
সুগ্রীবে করিয়া দিব রাজা কিষ্কিন্ধ্যার।

মারু। বালিরাজ কিন্তু মহাবীর প্রভু,
সপ্ততাল-ভেদী তীক্ষ্ণশর বিনা,
হবেনাক কভু তার অঙ্গ-বিদারণ।

রাম। হের মোর কার্ম্মুকের নিক্ষিপ্ত এ শর,
সপ্ততালতরু-অঙ্গ করিতেছি ছেদ।

(বাণ সন্ধান)

নল। বল-কৌশলের কিবা অপূর্ব্ব মিলন!

সুগ্রী। বুঝিলাম, এতদিনে বালির নিধন।
শুনিয়াছি দেব!
রাক্ষস রাবণ—লঙ্কাপুরী তার—
দ্বীপাকারে
গভীর সাগরবক্ষে আছে বিরাজিত।

মারু। আমি সেই সমুদ্র উতরি,
পশি লঙ্কাপুরে
আনি দিব সংবাদ সীতার।

নল। বিশ্বকর্ম্মা নাম স্মরি আমি—
সিন্ধুবক্ষে ভাসাইয়া শিলা,
সেতুবন্ধ ক'রে দিব এমন অপূর্ব্ব,
জগৎ বিস্মিত চক্ষে দেখিবে চাহিয়া!

রাম। লক্ষ্মণ!
হবে কি সত্যই মোর সীতার উদ্ধার?

লক্ষ্মণ। অবশ্য হইবে দাদা!

রাম। সেই মনস্বিনী শিরীষ-কোমলা—
প্রাণটুকু রবে তার দেহে এতদিন?

লক্ষ্মণ। দেবযজ্ঞসম্ভবা জানকী,—
জগদম্বা করিবেন কৃপা।

সুগ্রী। চল দেব, যাত্রা করি কিষ্কিন্ধ্যার মুখে।

রাম। তুমি সিংহনাদে, কিষ্কিন্ধ্যার পুরে,
বালিরে আহ্বান কর দ্বৈরথ সমরে।

আমি উপযুক্ত অবসরে,
দণ্ড তার করিব বিধান ।

সুগ্রী । তারপর মোরা
লঙ্কামুখে করিব গো রণ-অভিযান ।

রাম । মম প্রতিশ্রুতি—অবশ্য পালিব আমি,
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তব,
সে তোমার হাত প্রিয়সখা !

মারু । প্রভু !
আজি হ'তে ভৃত্য হ'ল মারুতি তোমার ।

(রামের পদতলে পতন)

রাম । এস মোর সুহৃৎ সেবক ! (মস্তক আঘ্রাণ)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লঙ্কার রাজসভা—রাবণ ।]

অপ্সরাগণের গীত ।

গীত ।

বন্দি দশানন, দশপ্রহরণ, ভুবনে অতুল শক্তিধর ।
কুবের পবন সূর্য্য শমন—সবার গৌরব-গর্ব্বহর ॥
তুমি সুরনর-বন্দিত হে,
তুমি কৈলাসনাথ-নন্দিত হে,
তুমি রাক্ষসকুল-গৌরব হে, দিবস-রাত্রিচর ॥

পুষ্পক তোমা বহন করে,
মন্দার সদা গন্ধ বিতরে,
চপলা নগরে জ্বালিছে আলোক, হ'য়েছে চন্দ্র—দিবসকর ॥
কামের কামিনী, হ'য়েছে মালিনী, বরুণ—সলিল-যন্ত্রধর ॥

(অপ্সরাগণের প্রস্থান)

(বিভীষণ ও বক্রতুণ্ডের প্রবেশ)

বিভী। মহারাজ !
এই মাত্র গুপ্তচরে দিল সমাচার,—
কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি
প্রিয়সখা বালিরাজ তব,
মর্ত্ত্যধাম করিয়াছে ত্যাগ
রাঘবের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।

রাবণ। বিভীষণ,
এ যে বিনামেঘে হ'ল বজ্রাঘাত !
সেই বালিরাজ
স্মরি' যার ভীম পরাক্রম,
কি আহারে, কি বিহারে, শয়নে স্বপনে
এখনো কাঁপিয়া উঠে অন্তর আমার,—
সেই বালিরাজ—করিয়াছে প্রাণত্যাগ
রাঘবের তীক্ষ্ণশরাঘাতে।

বিভী। সম্ভব হয়েছে তাহা মহারাজ !

রাবণ। এ যে বায়ুভরে পড়েছে ভাঙ্গিয়া
পর্ব্বতের উন্নত শিখর !
এ যে সলিলের মৃদুল হিল্লোলে

ডুবে গেছে বাষ্পজলযান !
বিভীষণ, শুনেছ কি, পেয়েছ সংবাদ,
কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে
কে বসিল, সুগ্রীব, না বালক অঙ্গদ ?

বিভী। শুনেছি, সুগ্রীব।
রামচন্দ্র উপস্থিত থাকি,
বসায়েছে তারে
কিষ্কিন্ধ্যার রাজসিংহাসনে।
শুনিলাম, সীতার উদ্ধারব্রতে
হয়েছে সে সন্ধিবদ্ধ, প্রধান সহায়।
আরও শুনিলাম,—
অসংখ্য বানরসেনা ল'য়ে,
করিতেছে লঙ্কা-অভিমুখে
অতিদ্রুত রণ-অভিযান।

রাবণ। শুনিয়াছি, আদিযুগে ভগবান্ নাকি
ধরেছিলা একদিন বরাহের রূপ,
কিন্তু তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী কিম্বা সে সোদর,
বরাহই রবে চিরদিন,
হবেনাক কভু ভগবান্।

বিভী। কিন্তু, অসংখ্য বানরসৈন্য
পঙ্গপাল যথা
আসে যদি ধেয়ে মহারাজ,
স্বর্ণপুরী লঙ্কার উপর ;
ভাবনার নাহি কি কারণ ?

রাবণ। বৃথা শঙ্কা ত্যজ বিভীষণ!
পঙ্গপাল শূন্যপথে করে আক্রমণ,
নাশে শস্য খাদ্য সবাকার,
তাই তারা সারাদেশে জাগায় আতঙ্ক।
কিন্তু এ বানরসৈন্য সিন্ধুতীরে বসি'
করিবে গণনামাত্র নৃত্য লহরীর।

বক্র। করিবে গণনামাত্র নৃত্য লহরীর।

রাবণ। বক্রতুণ্ড, জানাও আদেশ,
বীরবাহু সেনাপতিপাশে,—
লঙ্কা-উপকূলে,
সশস্ত্র সৈন্যের দল—
কিবা দিবা কিবা রাত্রি
থাকে যেন সর্ব্বদা সজ্জিত।
জলযানে কিম্বা সন্তরণে,
একটি প্রাণীও যেন—
না পারে লঙ্ঘিতে এই ভীম পারাবার।
যাও!

বক্র। বর্ণে বর্ণে আজ্ঞা প্রভু, হইবে পালিত।

[প্রস্থান]

বিভী। অনর্থক সংগ্রামে কি ফল?
রক্তস্রোতে ভাসায়ে ধরণী,
কি সান্ত্বনা লভিবে অন্তরে?

রাবণ। শুনিয়াছি নিকষা জননী
চেয়েছিলা ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যের পাশে,—

কনিষ্ঠ পুত্রটি তার,
হয় যেন শান্তিপ্রিয় ধার্ম্মিক সুজন ;
কিন্তু ভাবিনিক স্বপ্নেও কখন,
সেই পুত্র—হবে কাপুরুষ,
বীর্য্যশূন্য, যুদ্ধনামে সতত শঙ্কিত।

বিভী। যুদ্ধনামে ভীত আমি নহি মহারাজ !
তবে অকারণ, অবৈধ সমরে
চিরদিন অরুচি আমার।

রাবণ। আসে শত্রু—আক্রমিতে
মাতৃভূমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
প্রতিকার করা বটে
অকারণ, অবৈধ, অন্যায় !

বিভী। মহারাজ !
গুহামধ্যে সুখসুপ্ত ছিল সিংহরাজ-
দণ্ড মারি' কে তারে জাগাল ?
শীতস্তব্ধ, কুণ্ডলিত ছিল চক্রধর—
পদাঘাতে কে তারে রাগাল ?

রাবণ। অপ্রিয় কহিতে দেখি পঞ্চমুখ তুমি।

বিভী। জাতির কল্যাণহেতু, দেশহিততরে,
বংশরক্ষা-কারণে আমার
অপ্রিয় এ নিবেদন প্রভু !

(নাকেশ্বরের প্রবেশ)

নাকে। মহারাজ ! সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ !

রাবণ। কি হ'য়েছে ? হয়েছে কি ?

নাকে। বানর—হনুমান—বীর হনুমান—
ভেঙ্গে দিলে বাড়ীঘর গাছপালা সব—
ছিঁড়ে দিলে কচি কচি কত ফুল ফল
অমন সাধের নিধুবন, দেব!
লণ্ডভণ্ড ক'রে দেছে জনমের মত।
ফলভরা গাছগুলা সব—
ভূতপ্রেতসম হাঁ করিয়ে শুধু,
শাখামাত্র সার হ'য়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে।

রাবণ। মৌক্তিকভূষণ-শোভী গজরাজ-শিরে,
এ যে দেখি, ভেকে আসি করে পদাঘাত!

বিভী। অসময় আসিবার পূর্ব্বে মহারাজ,
স্বর্ণমুষ্টি ধুলিরূপে হয় পরিণত।
জান নাকেশ্বর!
কি কারণে আসি এ বানর—
লঙ্কাপুরী'পরে আমাদের
অনর্থক করে অত্যাচার?

নাকে। মহারাজ, হনুমান—হনুমান।
কি কদর্য্য গতি তার—লম্ফে লম্ফে ছোটে।
তাই দেখে, পিছনে পিছনে মোরা
যেতেছিনু, দিতেছিনু হাততালি শুধু।
কোন কোন দুষ্ট ছুঁড়ী ছোঁড়া
করেছিল গালিমন্দ, ঢেলা ছোড়াছুড়ি।

বিভী। অনর্থক তোমরা তা' হ'লে,
ত্যক্ত করি রাগায়েছ হনুমান বীরে।

রাবণ। যেই লঙ্কাপুরী-মাঝে করিতে প্রবেশ
শঙ্কিত দেবেন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, পবন ;
সেই লঙ্কাপুরে আজ
বানরে করিছে আসি তাণ্ডবনর্ত্তন !
অপমান—ঘোর অপমান !
হেন বীর নাহি কি এ পুরে,—
রজ্জুবদ্ধ করি সে বানরে,
আনে এই রাজসভামাঝে ?

[হস্তে ও গলদেশে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় মারুতিকে লইয়া বক্রতুণ্ড ও ইন্দ্রজিতের প্রবেশ]

ইন্দ্র। হেন বীর আছে লঙ্কাপুরে,
সে তোমার পুত্র মহারাজ !

মারু। মা জানকীর পাদস্পর্শ-পূত
সেই অশোককানন—
রক্তপাতে করিতে দূষিত,
না পারিল দীন ভক্ত সেবক সন্তান।
নতুবা কি রজ্জুবদ্ধ করি গলদেশ
আনিতে কি পারিত আমারে ?

রাবণ। কে তুমি ? দেহ পরিচয়।

মারু। সুগ্রীবরাজার চর, রঘুনাথদাস,
বায়ুপুত্র, অঞ্জনানন্দন,
মারুতি আমার নাম।
রঘুনাথ-সমাচার ল'য়ে,
রাজাদেশে দূতরূপে এসেছি হেথায়

ইন্দ্র। মিথ্যা কথা,—দূত যদি তুমি,
গিয়েছিলে কেন তবে,
অন্তঃপুরে—গৃহে গৃহে, অশোককাননে ?

মারু। মা জানকীর অন্বেষণে
গিয়েছিনু অশোককাননে ;
রাক্ষসের অন্তঃপুর-প্রবেশে আমার
ছিলনাক কোন অভিপ্রায়।

রাবণ। বড় শিষ্ট, শান্ত বটে তুমি।

ইন্দ্র। উপযুক্ত দর্শাও কারণ।
ছিন্ন করি' ফল পুষ্প পত্র ও পল্লব,
লঙ্কাপুরী কেন তুমি করিলে শ্রীহীনা ?

রাবণ। লণ্ড ভণ্ড করি' নিধুবন,
হে বানর, দূতত্বের তুমি
ভালমত দেছ পরিচয়।

মারু। দুষ্টমতি রাক্ষসেরা যদি
নানামতে উৎপীড়িত না করিত মোরে ;
তবে আমি শান্ত শিষ্টভাবে
দূতরূপে উপস্থিত হ'তেম সভায়।

বিভী। সত্য,
অকারণ উত্তেজিত করেছে রাক্ষস।

নাকে। বানরে দেখিলে লোকে করিয়াই থাকে।

বিভী। নহে তাহা ভদ্রোচিত কভু।

ইন্দ্রজিৎ ! দূত সদা সমাদৃত জেনো।
খুলে দাও—লজ্জাকর বন্ধন ইহার।

ইন্দ্র। খুল্লতাত !
অন্যায় এ অনুরোধ তব।

রাবণ। ন্যায় বা অন্যায় হ'ক,
ইন্দ্রজিৎ !
বিভীষণ-আজ্ঞা তুমি করহ পালন।

(ইন্দ্রজিৎ মারুতির বন্ধন মোচন করিলেন।)

রাবণ। দূত ! বল কিবা সংবাদ তোমার ?

মারু। রঘুনাথ-অভিপ্রায় এই,—
প্রত্যর্পণ কর জানকীরে ;
অনর্থক করিয়া সংগ্রাম,
রক্তস্রোতে ধরণীরে প্লাবিত করিয়া
হবেনাক কোন ফলোদয়।

বিভী। মহারাজ !
মিলনের শুভ অবসর ;
এ প্রস্তাবে হউন্ সম্মত !

ইন্দ্র। প্রার্থী যদি রঘুনাথ ;
এ প্রস্তাবে আমিও সম্মত।

মারু। প্রার্থী—প্রার্থী কভু নহেন রাঘব
পত্নীহারী রাক্ষসের পাশে।
অভিপ্রায় তাঁর,—
হয়—জানকীরে কর প্রত্যর্পণ,
নয়—যুদ্ধতরে থাকহ প্রস্তুত।

তবে—যুদ্ধে নাহি হবে ফলোদয়,
হবে মাত্র নিঃসন্দেহ রক্ষকুলনাশ।

বিভী। দূত, বার্ত্তা শুধু বক্তব্য তোমার।

ইন্দ্র। স্পর্দ্ধিত এ জ্বালাকর বাণী।

মারু। রঘুনাথ পরামর্শ এই,—
সীতারে ফিরায়ে দিয়া
বংশরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা কর রক্ষোরাজ!

ইন্দ্র। নহে ইহা অনুরোধ।

মারু। উপদেশ বটে।

রাবণ। শোন দূত! প্রত্যুত্তর মোর,—
ব'লো প্রভুরে তোমার,
সুরাসুরবিজয়ী রাবণ
বেছে নিল রক্ষকুলনাশ।

মারু। রঘুনাথ প্রতি,
ব্যঙ্গ করা সাজে না রাজন্!
আছে মনে, নর্ম্মদার তীরে
কার্ত্তবীর্য্য যে অবস্থা করেছিলা তব;
সেই কার্ত্তবীর্য্য-হন্তা ভৃগুরাম
যার পাশে হ'ল নতশির;
সে রাঘব—ব্যঙ্গপাত্র নহে রক্ষোরাজ!

বিভী। সুসংযত হও, হে দূতপ্রবর!

ইন্দ্র। দুর্ব্বিসহ—দুর্ব্বিসহ দূতের বচন।
পত্নী যার রক্ষোগৃহে রয়েছে বন্দিনী,
পতি তার ব্যঙ্গপাত্র রহে চিরদিন।

মারু। সত্য, বলে যদি হত অপহৃত !
হে কুমার, জান তুমি,
বাহুবলে দৃঢ়বদ্ধ করি গলোদেশ,
বালিরাজ—
কি দুর্দশা করেছিলা পিতার তোমার ?
সেই বালিরাজ—
যার একশরাঘাতে
যমপুরী করিল দর্শন ;
সেই বালিরাজ-হন্তা রঘুনাথ—
উপযুক্ত ব্যঙ্গপাত্র বটে রাক্ষসের !

ইন্দ্র। মহারাজ ! দিন্ আজ্ঞা,
কটুভাষী বানরের জিহ্বাচ্ছেদ করি',
করি আমি উপযুক্ত দণ্ডের বিধান।

রাবণ। ইন্দ্রজিৎ !
বানরের দণ্ডভার তোমার উপর।

ইন্দ্র। বক্রতুণ্ড ! বদ্ধ কর গলদেশ পুনঃ।

বিভী। থাম বক্রতুণ্ড !

[বক্রতুণ্ড থমকিয়া দণ্ডায়মান]

ইন্দ্র। আমি করিলাম তবে বদ্ধ গলদেশ।

(মারুতির গলদেশ বন্ধন)

বিভী। প্রিয় কি অপ্রিয়ভাষী
দূত সদা অবধ্য কুমার !
(রাবণের প্রতি) প্রভু ! বানরের জিহ্বাচ্ছেদ করি'

বাড়িবেনা মর্য্যাদা তোমার।
বরঞ্চ ধিক্কার দিবে বীরেন্দ্রসমাজ।

ইন্দ্র। প্রতিপদে বাধা তুমি দাও খুল্লতাত!
পিতৃনিন্দা-অপমানকারী—এ বানরে
দণ্ড যদি না করি বিধান,
বরঞ্চ ধিক্কারই দিবে বীরেন্দ্রসমাজ।
খুল্লতাত! খুল্লতাত!
স্পর্দ্ধা বড় বেড়েছে তোমার।

বিভী। বৎস!
খুল্লতাত-সম্বোধনে নাহি প্রয়োজন!
গুরুতর লজ্জাকর দণ্ডের বিরুদ্ধে
পরামর্শ কিম্বা প্রতিবাদ,
নহে তাহা স্পর্দ্ধার সূচক।

রাবণ। বৎস ইন্দ্রজিৎ,
জিহ্বাচ্ছেদ সত্য লজ্জাকর।

নাকে। মোর পরামর্শ এই,—
শুষ্কতৃণে বাঁধি অঙ্গ, ধরাই আগুণ;
জ্বলে যাক্ বানরের হস্তপদ মুখ।
আর সেই দৃশ্য দেখে,
লম্ফঝম্ফ দেব মোরা সাথে বানরের;
স্ফূর্ত্তি বড় হবে মন্দ নয়।

ইন্দ্র। নাকেশ্বর, পরামর্শ দিয়েছে ভালই।

বিভী। কার্য্য ইহা হীনোচিত, নহে বীরোচিত।

ইন্দ্র। উপযুক্ত কিন্তু বানরের।

বিভী। হ্যাঁ বৎস! বানরেরই উপযুক্ত বটে।

ইন্দ্র। (সক্রোধে) খুল্লতাত! খুল্লতাত!

বিভী। ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্র। বলিবার থাকে যদি কোন,
বল তাহা অগ্রজে তোমার।
চল বক্রতুণ্ড!

বিভী। মহারাজ!

(মারুতিকে লইয়া নাকেশ্বর, বক্রতুণ্ড ও ইন্দ্রজিতের প্রস্থান)

বুঝিতেছি, সর্ব্বনাশ আসন্ন মোদের।
নহে—রাজনীতি-সুপণ্ডিত হ'য়ে,
হবে কেন মহারাজ,
শোচনীয় মতিভ্রম এই?

রাবণ। শোচনীয় মতিভ্রম!
আমার, না—তোমার?

বিভী। বিনাদোষে সতী লক্ষ্মী জানকীরে প্রভু,
ছল করি করিলে হরণ,
শোচনীয় মতিভ্রম ইহা মহারাজ!

রাবণ। বিভীষণ! বিভীষণ!

বিভী। তৈলসিক্ত শুষ্কতৃণে বাঁধিয়া শরীর,
তাহে ঘৃণাকর অগ্নির প্রদান,
শোচনীয় মতিভ্রমই ইহা মহারাজ!

রাবণ। বিভীষণ!
বারংবার এই ধৃষ্টতা তোমার,

অধিকার-বহির্ভূত এই আচরণ,
সহ্য আমি না করিব আর।
ভ্রাতা তুমি,—তা' না হ'লে জ্যেষ্ঠ প্রতি তব,
অনার্য্য-উচিত এই
পরুষ কঠোর তীব্র তিক্ত তিরস্কারে,
চরম দণ্ডের তব দিতাম বিধান।
কর তুমি এই দণ্ডে এ স্থান বর্জ্জন;
তব সমাগম পরিত্যাজ্য মোর।

বিভী। ধৃষ্টতা এ নহে মহারাজ!
অধিকার-বহির্ভূত নহে আচরণ।
অপ্রিয় এ সত্যবাণী—
নহে পরুষ কঠোর,
অনার্য্য-উচিত কিম্বা হীন তিরস্কার।

রাবণ। দণ্ড তব করিনু বিধান,—
জন্মভূমি লঙ্কা হ'তে চির নির্ব্বাসন।

বিভী। বংশগত অধিকার হ'তে,
বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করিলে আমারে!
কিন্তু অধিকার ছিল না তোমার।

রাবণ। বল, বীর্য্য, শক্তি বা উৎসাহ—
ধরে যেই,
বসুন্ধরা ভোগ্যা সে তাহার।
বীর্য্যশূন্য দুর্ব্বলের
অধিকার থাকিয়াও নাই।

জন্মগত অধিকার ?
লহ তবে, উপযুক্ত যাহা সে তোমার।

(পদাঘাত)

বিভী। মহারাজ !
বুঝিলাম, বেশীদিন আর
থাকিবেনা রক্ষঃকুল-গর্ব্ব ধরাতলে।
চলিলাম, লউন প্রণাম।

রাবণ। শুষ্ক এ প্রণাম আমি চাহিনা তোমার।
যাও, কালামুখ দেখাওনা আর।

বিভী। কালামুখ আমারই প্রকৃত !

(গমনোদ্যত)

রাবণ। যাও—কটুভাষী !
কাপুরুষ, কুলের কলঙ্ক।

(পুনরায় পদাঘাত)

বিভী। (উঠিয়া) পারি যদি দিতে প্রতিশোধ,
তবেই ফিরিব লঙ্কাপুরে,
তবেই দেখাব মুখ স্বজাতি-সমাজে।

রাবণ। প্রতিশোধ দিতে যদি চাস্,—
বানরের দলে গিয়ে
কর্ তবে আত্মসমর্পণ ;
দাসখত্ লিখে দিগে রাঘবের পদে।

বিভী। কর্ত্তব্য আমার যাহা, আমি ভাবি নাই ;
তাই তুমি জানাইয়া দিলে লঙ্কারাজ।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

(লোলজিহ্বের প্রবেশ)

লোল। আগুন—আগুন, বিষম আগুন!
সে আগুনে দেহ তার পোড়া দূরে থাক্,
জ্ব'লে গেল লঙ্কাপুরী প্রভু,
ঘর বাড়ী পুড়ে পুড়ে হ'ল ছারখার।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

রাবণ। কি সর্ব্বনাশ—
আর্ত্তনাদে ভ'রে গেল লঙ্কাপুরী মোর!
চল দেখি, কি উপায় হয়!
বিভীষণ,—না—
অঙ্গুলি উরগক্ষত পরিত্যজ্য সদা।

(উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[অশোকবন—সীতা]

চেড়ীগণের গীত।

গীত।

এখনো তোমার ভাঙ্গিল না গোঁ, গেলনাক মনভার!
বর্ণ সে সোণার, হয়েছে ত কালো, ধারোনাক কারো ধার!
দিবারাত শুধু বিফল ভাবনা,
আধখানা হ'লে, তবুও টলোনা,
আছ সদা যেন ধ্যান-নিমগনা, পাষাণ-গঠিতাকার!

ধন্যি ধন্যি ওলো পতি-সোহাগিনি,
রাণী হ'য়ে হ'লে দীনা ভিখারিণী ;
তবুত সে তেজ খর্ব্ব হ'ল না, এমনই অহঙ্কার !

(ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজ। দেবি !
এনেছি তোমার তরে এই কটি ফল,
খাও তুমি অনুরোধ মোর !
তা' না হ'লে, ব্যথা বড় পাব মনে আমি।

সীতা। দিদি !
এ রাক্ষসীপুরে,
আমার বলিতে এক তুমিই কেবল।
এনেছ আদর ক'রে অভাগীর তরে,
দাও দিদি ! (ফল গ্রহণ)
মিষ্ট হ'ক, তিক্ত হ'ক,
হেলায় যা দিতেছে চেড়ীরা ;
তাই খেয়ে এতদিন আছিত বাঁচিয়া !
দগ্ধ এ কঠিন প্রাণ
কোনমতে যাবার ত নয় !
আত্মহত্যা মহাপাপ দিদি,
না হ'লে এ দুঃখময় জীবন আমার,
থাকিতনা দগ্ধদেহে বাঁধা,
ছেড়ে চ'লে যেত এতদিন।

ত্রিজ। দুঃখ-নিশাপরে সুখদিন দেবি,
আবার আসিবে ফিরে।

শুষ্ক ও অধরে মৃদু হাসিধারা,
আবার ফুটিবে ধীরে।
ভিখারিণী—রাজরাণী হবে গো আবার।

সীতা। রাজরাণী হ'তে আর সাধ নাই দিদি!
কিন্তু আর্য্যপুত্রে না দেখিয়া চোখে,
মরিতে যে পারিনাক আমি!
যাঁহার সেবার তরে
নারীজন্ম লয়েছি ধরায়;
সে জন্মের দেহখানি মোর,
এ যে, তাঁরই পদে আছে নিবেদিত!
তাই এই গুরুভার দেহখানি দিদি,
কোনমতে নিয়ে যাই ব'হে।
জীবন্মৃত দুঃখময় প্রাণটুকু তাই,
কোনরূপে চেপে আছি ধ'রে।

ত্রিজ। তবে ত দেহের যত্ন কর্ত্তব্য তোমার।
কিন্তু চেয়ে দেখ, সে দেহের আজ,
কি অবস্থা হয়েছে জানকি!

সীতা। দিদি!
তবু ত দাঁড়ায়ে আছে দেহখানা মোর,
হাড় মাংস আছে ত লাগিয়া!
শিরায় শিরায়
বহিছে ত রক্ত ধীরে ধীরে!
চক্ষু ত হয়নি অন্ধ,

ধ্বনি ত হতেছে মোর শ্রুতির গোচর!
যন্ত্র তবে কারে বলে আর?

ত্রিজ। কোনমতে রক্ষা করা যত্ন নহে দেবি!
(চতুর্দ্দিক চাহিয়া) শোন মন দিয়া,
বহিয়া এনেছি আমি সুসংবাদ এক।

সীতা। সুসংবাদ!
আর্য্যপুত্র দমিয়া রাক্ষসে
এসেছেন নিতে মোরে দেবি?
সুসংবাদ—সুসংবাদ তবে কি আবার?
আর্য্যপুত্র যবে তাঁর দাসীরে আবার
দিবেন চরণে স্থান,
সুসংবাদ—সেই মোর সুসংবাদ দিদি!

ত্রিজ। শুনিলাম—আর্য্যপুত্র তব,
অসংখ্য বানরসেনা করিয়া সহায়,
যুদ্ধতরে সিন্ধুতীরে আসি
ক'রেছেন শিবির স্থাপন।

সীতা। সেই প্রাথমিক চর, সেবক মারুতি,
এই আশা দিয়েছিল ইঙ্গিতে আমারে!
কিন্তু দিদি, ব্যবধান যে মহাসাগর,
কেমনে হবেন পার আর্য্যপুত্র মোর?

ত্রিজ। সত্য মিথ্যা জানেন বিধাতা।
শুনিলাম, সাগরে ভাসিছে শিলা;
বড় বড় তরুকাষ্ঠ—তার 'পর দিয়া
যাতায়াতপথ এক হ'তেছে প্রস্তুত।

সীতা। সাগর ভেদিয়া পথ,—
এ যে, অসম্ভব হ'তেছে সম্ভব !

ত্রিজ। মহাশিল্পী "নল" নাম তার,
শুনিতেছি, সেতু সেই করিছে প্রস্তুত।

সীতা। লৌহপাতে ঘেরা এই লঙ্কাপুরী দিদি,
এ যে মানবের অগম্য, অভেদ্য !

ত্রিজ। অগম্য, অভেদ্য পথ, উৎসাহের বলে,
সমতলভূমিসম হয়।

সীতা। যেন তাই হয়, তাই হয় দিদি !

ত্রিজ। আরও এক আছে সুসংবাদ,—
রক্ষোরাজ-সহোদর বীর বিভীষণ
ত্যজি রক্ষোদল, দেবি,
দেছে যোগ রঘুনাথসাথে।

সীতা। কেন—কেন দিদি ?

ত্রিজ। তোমারে ফিরায়ে দিতে বলি'
পদাঘাতে হ'ল জর্জ্জরিত ;
সেই অভিমানে মানী বিভীষণ—

সীতা। বুঝিয়াছি,
তাই রঘুনাথ-পক্ষে দিছে যোগ।
তবুও সে কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ বীর,
রাবণের আছে ত সহায়—

ত্রিজ। কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা গিয়া তবে,
জাগে মাত্র একদিন তরে সে কেবল ;
কিন্তু সেই-দিন, সে হবে গো দুর্জ্জয় দুর্ব্বার।

সীতা। তা হ'লে, কি হবে—কি হবে দিদি ?

ত্রিজ। কয়দিন মাত্র, নিদ্রাগত হয়েছে সে বীর !

সীতা। নিদ্রা তার ভাঙ্গিতে কি আর ?

ত্রিজ। তা হ'লেই হবে মৃত্যু—বিধির লিখন।

(শূর্পণখার প্রবেশ)

সীতা। কে তুমি কে তুমি ?

শূর্প। * চিনিতে কি না পারিছ সীতা ?
আমি সেই শূর্পণখা,—
সাধের দেবর তোর
করে গেছে যার এই নাসাকর্ণচ্ছেদ,—
সেই শূর্পণখা আমি।

সীতা। সেই শূর্পণখা তুমি !
পরমাসুন্দরী ছিলে সুবেশা তরুণী—
আজ তুমি কুৎসিতা স্থবিরা !
নয়নের সে কটাক্ষ, অধরের হাসি,
চলনের গতি সেই, কোথা গেল সব ?

ত্রিজ। দেবি,
জাগিয়া কি দেখেছিলে রাক্ষসীর মায়া ?
বয়সে মোদের যেগো পিতার জননী,
তারে তুমি দেখেছিলে সুন্দরী তরুণী !

শূর্প। থাম্ ছুড়ী,
সরে যা এখান হ'তে তুই !

---

* শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়ায় সমস্ত কথাই নাকিসুরে পড়িতে হইবে।

হাঁ লো হাঁ,
মায়ামন্ত্রে ধরেছিনু মায়াবিনী-বেশ।
অঙ্গহীন— আর সে মন্ত্রের বলে
নাহি কোন অধিকার মোর।
(সীতার প্রতি)
ওলো পতিসোহাগিনি,
কামুকী রাক্ষসী ব'লে দিবিনাক গাল ?
দাদা যে বড়ই ভীরু, তা' না হ'লে,
এতদিনে তোর সতীপনা সেই,
রয়েছে তা' অটুট এখনো ?
যুদ্ধে আজ কি জানি কি ঘটে।
আর জেতেও যদি তোর স্বামী রঘুনাথ ;
তোর পানে যাতে আর ফিরে না তাকায়,
সে ব্যবস্থা করি'
তারপর দেব পেটে অন্নজল আমি।
কি ব্যবস্থা বুঝেছিস্ ?
এই, মোর মত, মোর মত, নাককান বোঁচা।

ত্রিজ। পিসি !
এত ক'রে তবুও কি মিটিল না সাধ ?
দেখ দেখি, কি হয়েছে দশা জানকীর !
সেই বর্ণ মলিন এখন,
মুখখানি শুষ্ক জ্যোতিঃহীন ;
ওষ্ঠাধর
রক্তহীন, শ্যাববর্ণ, হয়েছে পাণ্ডুর।

আভরণ-হীন তনু ছায়ামাত্রসার ;
তবুও কি মিটিলনা সাধ ?

শূর্প। কি হয়েছে—কিছু ত হয়নি।
ও ত দুইদিন পরে—
যাহা ছিল, তাই হয়ে যাবে।
কিন্তু আমার—
এ কি আর সারিবে কখন ?
কাটা এই নাক কান গজাবে কি আর ?

ত্রিজ। শুনেছি তোমার কীর্ত্তি পিসী,
লঙ্কাপুরে শুনেছে সবাই।
দোষ ত তোমারই সব।
তুমি যদি অকারণ আক্রমণ
না করিতে সীতারে তাদের,
তা' হ'লে ত শ্রীরামলক্ষ্মণ
কোন ক্ষতি করিত না ভুলেও তোমার।

শূর্প। এই সব মিছে কথা বলেছে এ বুঝি ?
শোন্ সীতা !
এখানে ত নেই তোর সাধের লক্ষ্মণ,
কিম্বা সেই সোহাগের প্রাণনাথ রাম ;
এই-খানে নখ দিয়ে ছিঁড়ে যদি দিই
তোর ওই চোখ মুখ কান,
কে আসি বাঁচাবে বল্ আজ ?
ডাক্—ডাক্ ! (আক্রমণার্থ অগ্রসর)

সীতা। আর্য্যপুত্র !

রক্ষা কর, রক্ষা কর আসি,
শূর্পণখা করে মোরে নাসাকর্ণচ্ছেদ !

শূর্প। হাঁ,—হাঁ—আর্য্যপুত্র,—
রক্ষাকর—রক্ষাকর আসি।
বাঃ—বাঃ (হাতভালি ও বিকট হাস্য)

ত্রিজ। পিসী !
রক্ষাকর—রক্ষাকর, অসহায়া সীতা !
[সীতাকে রক্ষার্থ অগ্রসর—শূর্পণখার ধাক্কা
দান—ত্রিজটার পতন ও চীৎকার।]

শূর্প। আয় পতিসোহাগিনি !

(সীতাকে ধারণ—দ্রুত মন্দোদরীর প্রবেশ।)

মন্দো। সাবধান শূর্পণখা !
(সীতাকে রক্ষাকরণ)

শূর্প। কে, বউ !

মন্দো। অসহায়া বালিকার 'পরে,
করেছিস্ আক্রমণ বাঘিনীর প্রায় !
এত ক'রে তবু তোর মিটে নাই সাধ,
এসেছিস্ লঙ্কাপুরে পুনঃ !
তুই যদি না যেতিস পঞ্চবটী বনে ;
মায়াবিনী কামুকীর বেশে
না হ'তিস্ সম্মুখীন রামলক্ষ্মণের,
তা' হ'লে এ দশা তোর হ'তনা কখন ;
সতী লক্ষ্মী সীতার হরণে
মতি কভু হ'ত না রাজার।

সর্ব্বনাশি ! শুধু তোর তরে,
তোর পাপ মন্ত্রণায়
কাল যুদ্ধ বাঁধিছে বিষম।
সতী নারী দুঃখক্ষোভে শোকে
যে পুরেতে করে অশ্রুপাত ;
সে পুরের রক্ষা নাই আর।

শূর্প। বুঝেছি,
কিসের রাগ আমার উপরে।
পাছে দাদা মোর,
এরে পেয়ে, ভুলে যায় তোরে ;
তাই রাগ আমার উপর।

মন্দো। চুপ কর্ রাক্ষসি সাপিনি !
তো হ'তে হ'তেছে আজ রক্ষঃকুলনাশ,
তুই পুনঃ মাথা তুলে করিস্ উত্তর !

শূর্প। যাই আমি, দাদারে বলিগে যাই।
তোর মুণ্ডপাত ক'রে, তবে আমি
বাসিমুখে দেব অন্নজল।

(প্রস্থান)

মন্দো। দেবি !
জানি আমি এ মহাপাতক—
ফলভোগ বিনা কভু হবেনাক শেষ।
বিধাতার আছে মনে যাহা,
বুঝি আমি, নিবারিতে সাধ্য কারো নাই।
এই ভিক্ষা দিও দেবি !

ইহকৃত পাপকর্ম্ম যেন,
এই-জন্মে ফলভোগে নিঃশেষিত হয় ;
নরকের ভোগ আর ভূগিতে না হয়।

সীতা। দেবি !
ভাগ্যে মোর ছিল দণ্ডভোগ,
উপলক্ষ্য মাত্র তব পতি।
বুঝিতে না পারি আমি,—
গৃহে যার পতিব্রতা হেন সতী নারী—
তার কেন হ'ল এই দারুণ দুর্ম্মতি !

মন্দো। এ রহস্য আমি দেবি, ভাবিয়া না পাই।
অথচ আমার স্বামী
জানি আমি, আমাগত প্রাণ।
[শূর্পণখাসহ রাবণের প্রবেশ—সীতার একপার্শ্বে
পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান]

রাবণ। মন্দোদরি !
এতদিন পরে, শূর্পণখা ভগিনী আমার
উপস্থিত হ'ল লঙ্কাপুরে ;
আর তুমি সীতার সাক্ষাতে
অপমান করেছ তাহার ?

মন্দো। দেখিলাম প্রভু,
শূর্পণখা ভগিনী তোমার—
অসহায়া জানকীর 'পরে
করিয়াছে ভীম আক্রমণ ;
তাই আমি করি' নিবারণ,

উচিত ভৎর্সনামাত্র করেছি তাহার,—
অপরাধ হ'য়েছে কি মোর ?

শূর্প। বাঘিনী বলিলি মোরে,
কামুকী রাক্ষসী ব'লে কত গাল দিলি !
সর্ব্বনাশী, মায়াবিনী কত কি কহিলি !

মন্দো। হ্যাঁ, বলেছি, অস্বীকার করিবনা আমি।
সত্য যাহা—সত্য তাহা,
এ সংসারে শাশ্বত চিরদিন।
প্রভু! অপরাধ ক'রে থাকি যদি,
ক্ষম দোষ দাসীর তোমার !

ত্রিজ। রাণীমার কথাগুলি সবই সত্য প্রভু !

শূর্প। হ্যাঁ, সত্যি !
আর আমি—মিথ্যা বলে থাকি !

মন্দো। স্বভাব—স্বভাব শূর্পণখা।

শূর্প। মন্দোদরি !
আজ মোরে যা করিলি অপমান,
দিলি গাল সাক্ষাতে সীতার ;
শাপ দিয়ে যাই তোরে আমি,—
মোর মত শুধু হাত হ'য়ে,
বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াবি নিয়ত।

রাবণ। শূর্পণখা! মস্তিষ্ক তোমার
হয়েছে বিকৃত, তপ্ত ;
কি বলিছ, বুঝিছনা তুমি।

শূর্প। বড় দর্প—বড় দর্প,—

বউ হ'ল মাথার মাণিক,
ভেসে গেল ভাই বোন জোয়ারের জলে !

রাবণ। শূর্পণখা, আদেশ আমার,—
এই দণ্ডে কর তুমি এ স্থান বর্জ্জন।

শূর্প। সর্ব্বনাশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে,
বাতি দিতে বংশে তোর রবে নাক কেউ।

(প্রস্থান)

মন্দো। মহারাজ, শুনিয়াছি,
রাজনীতিশাস্ত্রে তুমি পরম পণ্ডিত,—
শূর্পণখা কেমন রমণী,
দোষী কি নির্দ্দোষ প্রভু,
সে কি আর অজ্ঞাত তোমার !

রাবণ। জানি আমি, সর্ব্বদোষে দোষী শূর্পণখা,—
রোগে কিম্বা আত্মঘাতী হ'য়ে,
সে যদি চলিয়া যেত জনমের মত,
সত্য, বড় সুখী আমি হতেম্ তা হ'লে।
কিন্তু সে যে বিশ্বমাঝে মোর
ভগ্নীরূপে সর্ব্বপরিচিতা ;
তাই তার নাসাকর্ণচ্ছেদে
বড় অপমান বেজেছে হৃদয়ে ;
তাই সে রাঘবে আমি
দণ্ড এই করেছি বিধান।
তা না হ'লে রাবণরাজার নামে
বিশ্ববাসী দিত যে-গো শতেক ধিক্কার।

মন্দো। প্রভু!
এ ত দণ্ড নহে, এ যে চৌর্য্য।—
ক্ষমা কর প্রভু!

রাবণ। মন্দোদরি!
গতকার্য্য-আলোচনে নাহি কোন ফল।

মন্দো। প্রভু!
এনেছিলে যে সীতারে পঞ্চবটী হতে,
দেখ চাহি, সেই সীতা আছে কিনা আছে?
দেখেছিলে যারে তুমি দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ী,
উষার অরুণরেখা-সদৃশ ভাস্বর,—
দেখ লক্ষ্য করি,
কি হয়েছে দশা তার আজ!
এই বিবর্ণ-মলিনা, রূপজ্যোতিহীনা,
অশরীরী ছায়াসম—
দাঁড়াইয়া আছে ওই একধারপানে,—
এ কি সেই বননিবাসিনী,
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী, রাঘবের প্রিয়া!

রাবণ। দেখিতেছি, বুঝিতেছি সবই।

মন্দো। হের ওই একবস্ত্রধারিণী জানকী—
মূর্ত্তিমতী বিরহের ব্যথা!—
মুখে চখে পড়েছে ছড়ায়ে
কুঞ্চিত সে কুন্তলের ভার—
তৈলাভাবে অযতনে রুক্ষ-জটাকারে!

রাবণ। মন্দোদরি!

ত্রিজটার সঙ্গে দিয়া তুমি
সীতারে প্রেরণ কর রঘুনাথপাশে।
বলে দিও, রাবণের প্রধানা মহিষী
মন্দোদরী করিছে প্রেরণ।

মন্দো। কেন প্রভু!
মন্দোদরী নেবে কেন এ গৌরব-ভার?

রাবণ। তা' না হ'লে বিশ্ববাসী করিবে ধারণা,
যুদ্ধভয়ে ভীত আজ হ'য়েছে রাবণ।
ত্রিজটারে আরও বলে দিও,—
সীতা তরে নহে শুধু এ যুদ্ধ-ঘটনা;
বলের পরীক্ষা যুদ্ধ—
তাহা কিন্তু হবেনা স্থগিত।

সীতা। (ত্রিজটার প্রতি) ত্রিজটা!
বল তুমি মোর নাম করি,—
স্বামী যদি শক্তিবলে তাঁর,—
উদ্ধার করেন আসি দাসীরে তাঁহার,
তবেই যাইবে দাসী:
তা' না হ'লে,
রাক্ষসরাজার দান-অনুগ্রহরূপে—
যাবেনা জানকী কভু স্বামীর সকাশে।

রাবণ। এ অগ্নিশিখারে আমি
চন্দনলতার ভ্রমে এনেছি লঙ্কায়!

[চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

[রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব]

রাম। বন্ধু, পেয়েছ সংবাদ,
আজিকার মহাযুদ্ধে—
কে লয়েছে রক্ষসেনা-সৈনাপত্য-ভার।

বিভী। বীরবাহু-নিধনসংবাদে,
ভয়ে ভীত হ'য়ে রক্ষোরাজ—
নিদ্রাভঙ্গ ক'রেছে অকালে
কুম্ভকর্ণ-ভ্রাতারে তাহার।
সেই বীর রক্ষসেনা-সেনাপতি আজ।

লক্ষ্মণ। অকালে নিদ্রার ভঙ্গ—?

বিভী। পেয়েছিলা বর মাতা পুলস্ত্যের পাশে,—
অজেয় দুর্ব্বার হবে কুম্ভকর্ণবীর ;
কিন্তু ভাগ্যলিপি তার—
নিদ্রা যাবে ছয়মাসকাল,
জাগরিত রবে একদিন।
কিন্তু সেই-দিন—
শূলী শম্ভু, চক্রী হরি কিবা,
কেহ তারে নারিবে জিনিতে।

লক্ষ্মণ। অকালে নিদ্রার ভঙ্গ করে যদি তার ?

বিভী। তা হ'লে নিশ্চিত মৃত্যু—দুর্ব্বার নিয়তি।

লক্ষ্মণ। আশ্চর্য্য ত মতিভ্রম তবে !
শুনিয়াছি দশানন
রাজনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

রাম। অবশ্যম্ভাবিনী ইচ্ছা বিধাতার,
বাত্যাসম যেই দিকে চলে ;
তৃণতুল্য অবশ মানব
সেই দিকে ছুটে চিরদিন।

সুগ্রীব। বীরশূন্য লঙ্কাপুরী ;
না জাগায়ে ছিলনা উপায়।
রক্ষোভ্রাতা, আপাততঃ কুম্ভকর্ণবধই
বিষম সমস্যারূপে পড়েছে সম্মুখে।

বিভী। ইহা হ'তে বিষম সমস্যা,—
আজ রাত্রে ইন্দ্রজিৎ
শুনিলাম পূর্ণাহুতি দিবে সে যজ্ঞের।

রাম। ফল তার কিবা প্রিয়সখা ?

বিভী। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ করি'
করে যদি সমাপন
ইন্দ্রজিৎ পূর্ণাহুতি যজ্ঞের তাহার,
যুদ্ধকালে কেহ আর না পাবে নিস্তার।

রাম। উপায়—উপায় কিবা বল রাজভ্রাতা ?
(নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম)

কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি,
যাও, সৈন্যদলে কর সুসজ্জিত।

(সুগ্রীবের প্রস্থান)

বিভী। রাত্রির গভীর যামে,
পূর্ণাহুতি দিবার প্রাক্কালে,
নরে আসি করে যদি সমরে আহ্বান,
তবে হবে ইন্দ্রজিৎ বীরের পতন। কিন্তু—

লক্ষ্মণ। কিন্তু—কিন্তু কিবা বল রাজভ্রাতঃ ?

বিভী। ত্রয়োদশ বর্ষ যেই বীর—
জিতেন্দ্রিয়, জিতনিদ্র, জিতাহার হ'য়ে,
কঠোর সন্ন্যাসব্রত করিবে পালন,
সেই হবে মেঘনাদবিজয়ী, লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। সত্য,
সেই হবে মেঘনাদবিজয়ী লক্ষ্মণ !
বুঝিলাম,—
জিতেন্দ্রিয়, জিতনিদ্র, জিতাহার হ'য়ে
কেন আমি করিলাম
ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী ব্রতের পালন।

রাম। যজ্ঞস্থলে পূর্ণাহুতি দিবার প্রাক্কালে,
বীরোচিত নহে বন্ধু, সমরে আহ্বান।

বিভী। যজ্ঞ—পূজা, আরাধনা,
অগ্নিমুখে হবির্দানে সেবা দেবতার ;—
ধর্ম্মকার্য্য তাহা রঘুনাথ।
কিন্তু এই নিকুম্ভিলা—

নহে সেই যজ্ঞ, সেই আরাধনা ;
রাক্ষসীমায়ার ইহা অপরূপ ক্রিয়া।
এ কেবল উচ্চাটন, মারণ, স্তম্ভন,
এ কেবল—
অবৈধ ইচ্ছার মাত্র তৃপ্তির সাধন।
দেবতার অর্চ্চনার নামে—
এ কেবল
স্ফুট গুপ্ত কামনার উদ্দেশ্য পূরণ।

রাম। সত্য, নহে ইহা যজ্ঞ-আরাধনা !

লক্ষ্মণ। সত্য, নহে ইহা যজ্ঞ-আরাধনা।
বাসনা আমার দেব,
রাত্রির গভীর যামে,
পূর্ণাহুতি দিবার প্রাক্কালে,
দ্বৈরথ সমরে আমি
আহ্বানিব বীর মেঘনাদে।

রাম। জিতেন্দ্রিয়, জিতনিদ্র, জিতাহার যেবা—
সেই পারে করিবারে সমরে আহ্বান !
ভাবনার কথা ইহা।

লক্ষ্মণ। ভাবনার কিছু নাই প্রভু,
আমি যাব ইন্দ্রজিতে করিতে নিধন।

রাম। বৎস, জিতেন্দ্রিয়, জিতনিদ্র, জিতাহার হ'লে—

লক্ষ্মণ। জানি দেব,
হব আমি ইন্দ্রজিৎবিজয়ী লক্ষ্মণ।

রাম। শূর্পণখা-নাসাচ্ছেদ করি
হয়েছিলে তুমি বৎস, ক্রোধের অধীন।

লক্ষ্মণ। দেবীর জীবনরক্ষা, আত্মরক্ষা তরে,
রাক্ষসীর প্রতি
দণ্ডদান সে আমার দেব ;
হই নাই ক্রোধের অধীন।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থল কোথা রক্ষোরাজ,
যাব আমি—দেখাইও পথ !

বিভী। (স্বগতঃ) রক্ষোরাজ—এ কি কথা বলিছে লক্ষ্মণ ?

রাম। সে ভীষণ সিংহগুহামুখে
একা মোর লক্ষ্মণেরে নারিব পাঠাতে !

বিভী। লক্ষ্মণ ব্যতীত আর,
নাহি কারো অধিকার
আহ্বানিতে মেঘনাদে দ্বৈরথ সমরে।

লক্ষ্মণ। দাদা, স্নেহ আশঙ্কায় তুমি করিছ বারণ
বীরের অভ্যস্তপথ-গমনে আমার !

রাম। সুমিত্রা জননী বৎস, বধূ সে উর্ম্মিলা—
তাহাদের ন্যস্ত ধন তুমি যে লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। দাদা,
দেখেছ ত লক্ষ্মণের সমরকৌশল !
বীর তুমি—
স্নেহের দৌর্ব্বল্যে
বাধা কেন দিতেছ আমারে ?

রাম। লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। জিনিব সে ইন্দ্রজিতে সংকল্প আমার।

রাম। প্রিয়সখা, এ সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য মোর ?

বিভী। কোন, ভয় নাহি রঘুনাথ !
বুঝিয়াছি,
ইন্দ্রজিৎ-নিধনের হেতু
লক্ষ্মণের এ কঠোর ব্রতের পালন।

রাম। বন্ধু—রক্ষোরাজ !
আমার সর্ব্বস্ব
তোমা ’পরে করিলাম ন্যাস।

বিভী। ফিরায়ে আনিব আমি দেব !
(স্বগতঃ) রক্ষোরাজ—স্বপ্ন, না সত্যবাণী ইহা !

রাম। লক্ষ্মণ, আজিকার দিনমানে আর,
যুদ্ধ করা হবে না তোমার।
তুমি শুধু রহ রত মাতৃ-অর্চ্চনায়।

লক্ষ্মণ। কুম্ভকর্ণ মহাবীর দাদা,
একা তুমি করিবে সমর ?

রাম। ইন্দ্রজিৎ-জয়ে তবে সঙ্গে লহ মোরে !

বিভী। রামানুজ, রঘুনাথ-আজ্ঞা
শিরোধার্য্য সদা আমাদের।

রাম। এস বন্ধু,
লক্ষ্মণেরে সঁপে দিই হাতে হাতে তোমা।

(বিভীষণের হস্তে লক্ষ্মণকে প্রদান)

লক্ষ্মণ। দাদা,

কর আশীর্ব্বাদ, (প্রণাম)
জয়ী হ'য়ে আসি যেন আমি।

রাম। চিরজয়ী তুমি বৎস, মোর।
(বিভীষণের প্রতি) যাও বন্ধু,
যাত্রাপথ ভাল ক'রে
বুঝাইয়া দাও লক্ষ্মণেরে !
লক্ষ্মণ, ভাই—!

লক্ষ্মণ। দাদা !

রাম। যাত্রার প্রাক্কালে—
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বৎস,
দশভুজা জননীর রাতুল চরণে,
যাত্রা তবে করিও সমরে।

(লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রস্থান)

রাম। জগদ্জননি মাতঃ,
নাহি হোক সীতার উদ্ধার ;
দেখো যেন,
ঘটেনাক লক্ষ্মণের কোন অমঙ্গল !

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব। সখা, সেনাদল প্রস্তুত সকলি।

রাম। প্রিয়বন্ধু,
গেল চলি' লক্ষ্মণ আমার !
বিপদ ত ঘটিবে না কোন', ?

সুগ্রীব। রক্ষোরাজ র'ল সাথে,
আশঙ্কার না দেখি কারণ।

রাম। বীরক্রম-আচার-পদ্ধতি
কি কঠোর, মর্ম্মচ্ছেদকর।

(মারুতির প্রবেশ)

মারু। প্রভু!
রণক্ষেত্রে সম্মুখীন সেনা উভয়ের—
আদেশের অপেক্ষা কেবল।

রাম। মারুতি, ইন্দ্রজিৎ-নিধনকারণ
লক্ষ্মণ আমার
গেছে চলি বিভীষণসাথে।

মারু। আমি তবে যাই রঘুনাথ!

রাম। মারুতি, বাধা আছে গমনে তোমাদের।

(নলের প্রবেশ)

নল। (নেপথ্যলক্ষ্যে) আসে ওই কুম্ভকর্ণ ভীষণ রাক্ষস— !

মারু। (দেখিয়া) প্রলয়ের মেঘ যেন আসিছে ছুটিয়া!

সুগ্রী। (দেখিয়া) ভৈরব নিনাদ কিবা পশিছে শ্রবণে!

রাম। অন্ধকারসম বর্ণ, বিকৃত বদন,
আকুঞ্চিত রক্তবর্ণ লম্বকেশভার,
তালস্কন্ধতুল্য দীর্ঘ কায়,
দীর্ঘ ভুজ, দীর্ঘ দংষ্ট্রা, প্রকাণ্ড উদর,
কি অদ্ভুত, কদাকার বিকট এ প্রাণী!

সুগ্রী। দেখ—দেখ দেব,
রক্তচক্ষু আসে ধেয়ে পিশাচের প্রায়।

রাম। যাও নল, যাও প্রিয়সখা!
রক্ষা কর কটকের বামপার্শ্বদেশ।

অঙ্গদ, গবাক্ষ, গয়ে
দাও তার দক্ষিণ পার্শ্বের।
আমি আর মারুতি দু'জনে
রহিলাম সম্মুখের ভাগে।

(সুগ্রীব ও নলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে চাহিয়া)

চক্ষু দেখি ঢুলু ঢুলু, গতি টলমল ;
মনে হয়,
নেশা কিম্বা নিদ্রাঘোরে আসিছে রাক্ষস।—
ঘোর নিদ্রা ভাঙেনিক এখনো সম্যক্।

মারু। অতিরিক্ত সুরাপানে অভ্যস্ত রাক্ষস,
তাহে পুনঃ অসময়ে জাগরিত প্রভু!

রাম। চল—চল, দ্রুতগতি,—
ওই দেখ সৈন্য আমাদের
গ্রাসে গ্রাসে গিলিছে রাক্ষস!
চল রাক্ষসের ওই সম্মুখীন,—
নতুবা সমস্ত সৈন্য করিবে নিঃশেষ।

(রামচন্দ্র ও মারুতির প্রস্থান)

(লোলজিহ্বসহ কুম্ভকর্ণের প্রবেশ)

।

তাধেই তাধেই ধেই, তাধেই তাধেই।
ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা—
বিশ্বগ্রাসী বড় ক্ষুধা মোর!
উপযুক্ত, অপর্য্যাপ্ত খাদ্য মিলে কই?

বলিল আমারে রাজা,—
রণস্থলে নাকি
খাদ্য মোর মিলিবে প্রচুর।
কিন্তু কই—কই ?—খাদ্য কই ?
চতুর্দ্দিকে কেবল বানর—
বানরের স্থূল'পরিমাণ !
খেয়েছি ত,
কিন্তু বড় তিক্ত মাংস বানরের,
আস্বাদ—আস্বাদ—কোন নাই।
কই, নরমাংস কই ?

লোল। নর ত কেবলমাত্র রাম ও লক্ষ্মণ,
কুম্ভজ্যেঠা, আর সবি বানর কেবল !

কুম্ভ। কই, সে রাম কোথা ? লক্ষ্মণই বা কোথা ?
কই—কই ?

লোল। ওই যে,—ওই কমলবরণ,
কমলবদন ওই কমলনয়ন—
ওই রাম, ওই শত্রু আমাদের।

কুম্ভ। কই,—কই ?
ও যে দেখি ধবল বরণ !—
দীর্ঘ ওই বৃহৎ দশন
দুই কষে রয়েছে লম্বিত,—
ফেড়ে দেব, ফেড়ে দেবে ব'লে
খাঁক্ খাঁক্ করিছে চীৎকার।

লোল। কুম্ভজ্যেঠা,

এখনো যে ঘুমঘোর ভাঙ্গেনি তোমার !
হাঁড়া হাঁড়া মদ খেয়ে যেগো—

কুম্ভ। চুপ কর্ অসভ্য বর্ব্বর !
মত্ততা বা ঘুমঘোর দেখিলি কোথায় ?
(লক্ষ্য করত) ওই ত—ওই ত দেখি, বিরাট বরাহ—
দীর্ঘদন্ত আসে ধেয়ে ফাড়িতে আমায় !
গাঁক্ গাঁক্ কি চীৎকার,
ফেটে গেল কর্ণদুটো মোর !
কি বলিছ ?
একবার ফেড়েছ আমায় ;
এবারও কি, ফাড়িবে আবার !
আবার !—আবার !

লোল। কুম্ভজ্যেঠা, ওই এল ধনুর্ধারী রাম।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

যাই আমি, ওদিকেতে দেখি একবার।
(স্বগতঃ) আমার যা' যুদ্ধ করা, তা' করিব আমি।

(পলায়ন)

কুম্ভ। কই—কই ?
ধবল সে বর্ণ তোর লুকালি কোথায় ?
দীর্ঘ সেই লম্বমান্ দন্তদুটো তোর ?
কই, দেখিনা ত আর ?

রাম। উন্মত্ত যে, হ'ল এ রাক্ষস !
কার পরে করি তবে
তীক্ষ্ন এই শরের যোজনা।

কুম্ভ। কই—গাঁগ গাঁগ সে চীৎকার তোর—
কোথা গেল ?
যে চীৎকারে গুহামুখ হ'ল সে ধ্বনিত,
ক'রেছিল কর্ণ মোর বধির, পীড়িত,—
সে চীৎকার কোথা গেল তোর ?

রাম। এ কি, উন্মত্ত প্রলাপ,
না এ জন্মান্তরস্মৃতির বিকার ?

কুম্ভ। হয়েছে, পড়েছে মনে,
জন্মান্তরশত্রু তুই মোর।

রাম। আমি রাম দাশরথি,
অযোধ্যার রাজার কুমার।

কুম্ভ। ও—তুই এসেছিস্, লঙ্কা আক্রমিতে ?
বুঝেছি, তোরই তরে রাজা
ভেঙ্গে দেছে সুখনিদ্রা মোর।
রাবণরাজার আজ্ঞা,
তোরই মুণ্ড করিতে চর্ব্বণ।
আয়—আয় তবে—!

(অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ—রামচন্দ্রের ধনুকে টঙ্কার দান—কুম্ভকর্ণ পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল)

রাম। এই বল তুমি ধর হে রাক্ষস ?

কুম্ভ। আয়—আয়, রক্ষা নাই !
তোর ওই, উষ্ণ রক্তধার,
ওই মাংস নধর কোমল,
খেয়ে আমি ক্ষুধা করি নাশ।

রাম। (ধনুকে শর যোজনা করিয়া)
অগ্নিমুখ হের শর করিনু সন্ধান,
আত্মরক্ষা—কর হে রাক্ষস !

কুম্ভ। বেঁধে না আমার বক্ষঃ অস্ত্রের আঘাতে।
এই দেখ্ লৌহ চেয়ে সুদৃঢ় কঠিন।
(বাণ দেখিয়া) ওই ত—ওই ত সেই দীর্ঘ দন্ত তোর,
ফেড়ে দেবে—ফেড়ে দেবে ব'লে
আসে ছুটে. ওই আসে মোর দিকে তেড়ে !

(কুম্ভকর্ণের পশ্চাদ্ধাবন ও প্রস্থান)

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও পতন শব্দ)

(মারুতির প্রবেশ)

মারু। প্রভু, তোমার ওই
বেগক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
গতপ্রাণ কুম্ভকর্ণ পড়েছে ভূতলে।

রাম। পড়েছে সে ভূমিতলে
ঘন ঘোর প্রলয়ের মেঘ !
ভেঙ্গেছে, দুর্ভেদ্য সে
পর্ব্বতের উন্নত শিখর !

মারু। পড়েছে, ভেঙ্গেছে রঘুনাথ !

রাম। চল—
দেখি গিয়া সে বিরাটকায়,
গতপ্রাণ কুম্ভকর্ণ পড়েছে কেমন !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাবণ ও মন্দোদরী]

রাবণ। মন্দোদরি!
　মহাবীর মহাপ্রাণ ভ্রাতা সে আমার
　গতপ্রাণ পড়েছে সংগ্রামে ;
　সাথে তার আশাদীপও মোর
　জন্মশোধ পেয়েছে নির্ব্বাণ।
　রণস্থলে—সম্মুখ সংগ্রামে
　মরে যেই বীর—
　তার তরে নাহি কোন' দুঃখক্ষোভ মোর।
　কিন্তু এ যে আমারই বুদ্ধির ভ্রমে—
　ছেড়ে গেল মর্ত্তদেহ জনমের মত,
　চ'লে গেল চিরতরে কাটায়ে বন্ধন।
　জয়গর্ব্বে আশান্বিত হ'য়ে—
　বলিরূপে আমি করিনু নিক্ষেপ
　মৃত্যুর করাল বক্ত্রে কুম্ভকর্ণে মোর।
　কুম্ভকর্ণ—কুম্ভকর্ণ!
　রক্ত হ'তে প্রাণ হ'তে প্রিয় তুমি মোর,—
　তোমার এ বলিদান—
　এ আমার নিজহস্তে
　হৃৎপিণ্ড-শতধাছেদন।

মন্দো। প্রভু! প্রভু!

রাবণ। কিন্তু উপায়ই বা কি মন্দোদরি!

ভ্রাতা, পুত্র – স্নেহপাত্র বলে,
রবে তারা গৃহ'পরে নিশ্চিন্ত বিশ্রামে,
আর প্রাণ দিবে রণক্ষেত্রে যেয়ে
অনুচর সেবক ভৃত্যেরা ;
এ ত আর নহেক সম্ভব।

মন্দো। মহারাজ !
এক এক সবই চ'লে গেল ;
শুধু শিবরাত্রি-সলিতার মত,
কোনমতে প্রাণে আছে বেঁচে,
মেঘনাদ একমাত্র তনয় আমার।

রাবণ। যাবে রাণি !
একে একে সব অঙ্গ যাবে।
শেষে অঙ্গী আমি
পূর্ণাহুতি দিব আপনারে।

মন্দো। মহারাজ—
ইন্দ্রজিৎ কোথা গেছে আজ ?

রাবণ। রাণি !
গুপ্ত—বড় গুপ্ত এ সংবাদ জেনো।—
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞস্থলে
আছে ব্রতী ইন্দ্রজিৎ তনয় তোমার।

মন্দো। গুপ্ত—বড় গুপ্ত কেন মহারাজ ?

রাবণ। রাণি ! তপস্যার কালে,
কুম্ভকর্ণে চেপেছিলা দুষ্ট স্বরস্বতী।
জাগে শঙ্কা সদা অন্তরে আমার,—

কি জানি, কখন্ কেবা কোন্ পথে আসি'
যজ্ঞবিঘ্ন তার করে উৎপাদন !
শুনিয়াছি ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যের পাশে,—
পূর্ণাহুতিসময়, মহিষি,
বড়ই সঙ্কটময় জীবনের দিন।

মন্দো। কই—শুনিনিত এতদিন আমি !
কি হবে—কি হবে মহারাজ ?

রাবণ। যজ্ঞস্থল আছে সুরক্ষিত ;
তথাপি বিশ্বাস নাই,
দেববৃন্দ কপট সে জানি চিরদিন।
কি উপায়ে, কি কৌশলে,
যজ্ঞস্থলে ঘটায় প্রমাদ ;
সাধ্য কার, বুঝে সে ছলনা।

মন্দো। শুনিয়াছি,
পিতৃগৃহে বলেছিলা শুক্রাচার্য্য দেব,—
আমাদের পাপ-অভিলাষ,
অসম্ভব উৎকট সে কামনার ভার,
বাধ্য করে দেবতারে করিতে ছলনা।

রাবণ। রাক্ষসের সে নহে সংস্কার।

মন্দো। প্রভু, সহস্র বলির মধ্যে
একটীরে ভিক্ষা কেন দাওনা দাসীরে !
ইন্দ্রজিৎ চলে যাক্ বধূমার পাশে
শ্বশুর আলয়ে তার,

বাতি দিতে বংশে আমাদের
একজন অবশিষ্ট থাক্।

রাবণ। স্নেহের দৌর্ব্বল্য, এ স্বার্থপরতা—
করিবেনা কভু মোরে হেন কাপুরুষ।—
রক্ষোজাতি গেল সবে মৃত্যুর কবলে,
কেবল আমার পুত্র—
রবে কিনা নিরাপদ,
লুকায়িত পুত্রবধু-অঞ্চলের তলে!
না রাণি,
অসঙ্গত প্রার্থনা তোমার।
আর এ প্রস্তাব তুমি—
ক'রে দেখ ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদপাশে;
সম্মত হবে না কভু, পুত্র সে আমার।

[নেপথ্যে রণবাদ্য।]

একি! গভীর নিশীথ রাত্রি—
রণক্লান্ত নিদ্রাগত সেনারা আমার,—
এ সময়ে কে করিল যুদ্ধে আক্রমণ!
রাণি, মনে হয় যেন—
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞস্থলে জ্বলিছে অনল।

মন্দো। সত্য, সত্যই ত দেব!
ঘন ঘন বিদ্যুৎচমকে
আলোময় হইল আকাশ।

রাবণ। ওই—ওই রাণি,

ঘন-মেঘ-অন্তরালে থাকি'
ইন্দ্রজিৎ করিছে সংগ্রাম।

মন্দো। ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎই এ যে মহারাজ!

রাবণ। মেঘ-অন্তরালে থাকি এ যুদ্ধকৌশল,
মেঘনাদ বিনা কে করিবে আর।

মন্দো। কাল হবে যুদ্ধ প্রভু,
আজ কি অভ্যাস তার করে ইন্দ্রজিৎ ?

রাবণ। রাণি,
বড় অসময় এসেছে মোদের ;
ও বিশ্বাস জাগে না হৃদয়ে।
(নেপথ্যে) মহারাজ ! মহারাজ !

রাবণ। যাও রাণি, উচ্চসৌধে চড়ি'
ততক্ষণ দেখ গিয়া সংগ্রামের ক্রীড়া।

(মন্দোদরীর প্রস্থান)

(বক্রতুণ্ডের প্রবেশ)

বক্র। মহারাজ, সংবাদ বিষম,—
পূর্ণাহুতি দিবার প্রাক্কালে
যজ্ঞস্থল আক্রমণ ক'রেছে লক্ষ্মণ।

রাবণ। সুরক্ষিত ছিল জানি ;
তবে কোন্ পথে—
কোন্ পথে এল সে মানব ?

বক্র। পশ্চাতের দ্বার দিয়া করেছে প্রবেশ,
প্রহরীরা ছিল সবে নিদ্রা-অচেতন।

রাবণ। বুঝিয়াছি,
গৃহশত্রু বিভীষণ সহায় তাদের।

বক্র। ঘোর যুদ্ধ হইতেছে তথা,—
দ্বৈরথ সংগ্রাম, প্রভু!
আশ্চর্য্য সে যুদ্ধের ব্যাপার,—
অস্ত্রে অস্ত্রে মুহুর্মুহুঃ অগ্নির উদ্গম,
বাণে বাণে করকা-বর্ষণ,
অগ্নিমুখ দিব্য-অস্ত্র ছোটে চারিদিকে,
রাত্রিতে জ্বলিয়া উঠে
মার্ত্তণ্ডের পুঞ্জীভূত সঞ্চিত কিরণ,
বৈদ্যুতাস্ত্রে ধাঁধায় নয়ন,
বারুণাস্ত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিবরিষণ,—
কি অপূর্ব্ব সেই দৃশ্য, প্রভু!
শূন্যপথে দেববৃন্দ সবে—
দেখে সে দ্বৈরথ যুদ্ধ,
নির্নিমেষ বিস্মিত নয়নে!

রাবণ। বক্রতুণ্ড—বক্রতুণ্ড!
বল গিয়া সেনাপতি পাশে,—
সাহসী দুর্ব্বার সেনাবৃন্দে লয়ে,
যাব আমি নিকুম্ভিলাযজ্ঞ-রণস্থলে।

বক্র। সেনাপতি—সেনাপতি কেবা মহারাজ!

রাবণ। সত্যই ত, সেনাপতি যে ছিল আমার,
ভ্রাতা সেই কুম্ভকর্ণ পড়েছে সংগ্রামে।
বক্রতুণ্ড, ছিল ইচ্ছা ইন্দ্রজিতে কালি—

সৈনাপত্য দিব সমরের।
আজ তুমি সেনাপতি মোর।

বক্র। শ্রেষ্ঠ এ গৌরব দেব,
প্রাণ দিয়া পালিবে তা' দাস।

(বক্রতুণ্ডের প্রস্থান)

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। মহারাজ, উচ্চসৌধে চড়ি' এতক্ষণ,
দেখিতেছিলাম আমি
আলোকের ঘন ঘন রূপ-বিবর্তন।
কিন্তু কেন,
নিভে গেল অকস্মাৎ আলোকের মালা,
থেমে গেল অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা,
অন্ধকারে ছেয়ে গেল সারা রণস্থল?

রাবণ। হয়ত বা, মেঘাস্ত্রের খেলা তুমি দেখেছ মহিষি!

মন্দো। না প্রভু, মেঘাস্ত্রের খেলা নহে তাহা।
কোদণ্ডের ঘন ঘন সে টঙ্কার-ধ্বনি,
আর ত শ্রবণে মোর পশিল না আসি'!
ঘন অন্ধকার টুটিল না দেব,
রণবাদ্য না বাজিল আর!
মনে হ'ল, ভেসে এল যেন—
বায়ুপথে তরঙ্গে তরঙ্গে
বাছার আমার সেই মৃত্যু-আর্তনাদ!

রাবণ। মন্দোদরি, সত্যই ত,
রণবাদ্য বাজিছেনা আর!

অন্ধকার—সূচিভেদ্য ঘন অন্ধকার—
নীরব স্তিমিত মৌন সারা রণস্থল !

(নাকেশ্বরের প্রবেশ)

নাকে। মহারাজ !—মহারাজ !

রাবণ। বল ত্বরা, কি সংবাদ আছে ?

মন্দো। বাছা মোর আছে ত বাঁচিয়া ?

নাকে। ইন্দ্রজিৎ গতপ্রাণ লক্ষ্মণের শরে।—

মন্দো। বাছারে আমার ! (মূর্চ্ছা)

রাবণ। রাণি, থাক তুমি সংজ্ঞাহীন ;
আমার এ সংজ্ঞা কভু পাবেনাক লোপ—
এ জীবনে জুড়ায়েছে আর।—
মৃত্যুবিনা কখন সে পাবেনাক লোপ।
বক্ষঃ যথা সুদৃঢ় পাষাণ,
শোকে ক্ষোভে, মর্ম্মান্তিক লজ্জা অপমানে—
প্রাণও মোর হয়ে গেছে প্রস্তর-কঠিন।
অশ্রু নাই, বাষ্প নাই, নাহিক ক্রন্দন,
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া,
নাহি মায়া, নাহিক মমতা,
নাহি কোমলতা কিম্বা কাতরতা।—
সর্ব্ব ভাব, সর্ব্ব রস, সর্ব্ববৃত্তিগুলি—
শুষ্ক হ'য়ে ঘনীভূত হয়েছে সংঘাত।
রোমকূপে বহে যার কালকূট বিষ,
বক্ষে যার জ্বলে তুষানল,
নিদ্রা, তন্দ্রা, সুস্থিরতা, মূর্চ্ছা কোথা তার !—

রাত্রির গভীর যামে—
প্রাণের নন্দন—দেবেন্দ্রবিজয়ী পুত্রে—
পাঠাইলা যেই পাপী মরণের মুখে,
রক্ত তার না করি দর্শন—
তৃপ্তি কভু পাবে না রাবণ।

মন্দো। হা শঙ্কর, পেয়েছিনু তোমার প্রসাদে,
ইন্দ্রজয়ী ইন্দ্রজিৎ নন্দনে আমার,—
কেড়ে নিলে, দান ক'রে কেড়ে নিলে পুনঃ,
হ'লে তুমি দত্ত-অপহারী !

রাবণ। শোন রাজ্ঞি, দৈত্যবালা, ইন্দ্রজিৎ-মাতা,
শোন তুমি প্রতিজ্ঞা আমার,—
শক্তিশেল ভীম অস্ত্র
হানি' সেই পুত্রঘাতী পামর লক্ষ্মণে,
শোক মোর করিব নির্ব্বাণ।
পাঠাইয়া যমপুরে পুত্রের সকাশে,
প্রতিশোধ করিব সাধন।
ব্যর্থ যদি হয় শক্তিশেল, হে কৈলাসনাথ,
তবে লঙ্কাপুরে ফিরিব না আর।
মুণ্ড মোর বলি দিয়া চরণে তোমার,
বিসর্জ্জিব তপ্তাহত অতৃপ্ত এ প্রাণ।

(প্রস্থানোদ্যত)

মন্দো। ফিরিবে কি পুত্র আর মোর !

রাবণ। মৃত আত্মা তৃপ্ত হবে তবু ত তাহার।
চলিলাম ইন্দ্রজিৎ-মাতা,

তুমি কর শোক,
আমি করি শোকের নির্ব্বাণ !

মন্দো। কে বলিল, মরেছে সে মেঘনাদ মোর !
না—না—মরে নাই।—
মার সাথে দেখা নাহি ক'রে,
একদণ্ড যে আমার যেতনা কোথাও,
জন্মশোধ যাবে চ'লে আমারে না ব'লে !—
না—না—হতে ত পারে না।
মরে নাই ; না, না—
কখন' সে মরে নাই,।
(ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া)
ওই—ওই ত ডাকিছে বাছা,—
যাই—যাই আমি—।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

অশোকবন—

সীতা

অস্ত্রধারিণী চেড়ীগণের গীত।

মার্ মার্ দ'গ্ধে দ'গ্ধে মার ;
ছাঁ্যাকা দিয়ে খুসে খুসে তিলে তিলে মার্।
এ আলক্ষী এসেছে যেদিন,
লঙ্কাপুরে—হ'তে সেইদিন

ম'রে ম'রে রাক্ষসেরা হ'ল যে উজাড়।
এরই তরে ঘরে ঘরে
হাহাকার উঠেছে রে ;
মার্ মার্ এরে ছ্যাঁকা দিয়ে দগ্ধে দগ্ধে মার্॥

সীতা। একেবারে মেরে ফেল মোরে ;
দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন আর !

(শূর্পণখার প্রবেশ)

শূর্প। দ'গ্ধে দ'গ্ধে মার্
ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দে অঙ্গগুলো ওর!
হা হা হা—শুনেছিস্,—
সাধের লক্ষ্মণ তোর রাবণের হাতে,
কাল রাতে শক্তিশেলে পড়েছে সংগ্রামে।

সীতা। কি বলিলে—কি বলিলে তুমি ?—

শূর্প। শক্তিশেলে ম'রেছে লক্ষ্মণ।

সীতা। ওঃ! ওঃ—! (মূর্চ্ছার ভাব)

শূর্প। শোন্—কান পেতে শোন,—
তোর সেই সোহাগের প্রাণনাথ রাম—
পড়ে' তার বুকের উপর,
ডাক ছেড়ে কি কান্না কাঁদিছে!
দেখে এনু,
নিজ চোখে দেখে এনু আমি।
সেই বুকফাটা তার শুনে আর্ত্তনাদ,
বড় সুখে বড়ই আমোদে,

তাড়াতাড়ি তোর কাছে ছুটে এনু তাই—
দিতে তোরে এ সুখ সংবাদ।

(ত্রিজটার প্রবেশ)

(হাঃ হাঃ করিতে করিতে চেড়ীগণের প্রস্থান)

ত্রিজটা। এসেছ, এসেছ পুনঃ পিসী!
জাননাক, হেথা আসা বারণ তোমার।

শূর্প। হাঃ, হাঃ, কি আমোদ, ম'রেছে লক্ষ্মণ,
মরিবেও সেই শোকে রাম;
মরিবেও সীতা, হাঃ, হাঃ, হাঃ—!
আমি নেত্য করি, নেত্য করি,
গান গেয়ে গেয়ে নেত্য করি, নেত্য করি।

(নৃত্য করিতে করিতে শূর্পণখার প্রস্থান)

ত্রিজটা। সীতা! সীতা—!

(সীতাকে ক্রোড়ে লইল)

সীতা। ত্রিজটারে,—(স্কন্ধধারণ)

ত্রিজটা। দেবি, দেবি!
তুমি যেগো সর্ব্বসহা ধরার তনয়া।

সীতা। ত্রিজটারে,
ভায়ের অধিক সেই লক্ষ্মণ আমার—
সত্যই কি শক্তিশেলে নিপতিত আজ?

ত্রিজটা। জগদম্বা করুন করুণা।

সীতা। না না ত্রিজটা!
মরেনি সে, মরেনি কথন।
সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসী সে জিতেন্দ্রিয় বীর—

অসমাপ্ত কার্য্যভার রেখে,
অকালে যে—পারে না মরিতে।

ত্রিজটা। তাই হবে—তাই হবে দেবি!

সীতা। কিন্তু যদি সত্য হয়?

ত্রিজটা। না, না, সত্য নয় দেবি!

সীতা। যদি সত্য হয়, তবে যেগো
সবই ব্যর্থ হ'ল!
ব্যর্থ হ'ল রাজ্যত্যাগ,
ব্যর্থ হ'ল বনে আগমন,
ব্যর্থ হ'ল ভরতের পাদুকাগ্রহণ,
ব্যর্থ হ'ল জটায়ুর প্রাণবলিদান,
ব্যর্থ হ'ল রক্ষকূলবাস অভাগীর।
ত্রিজটারে,
রেখেছিনু যে জীবন এত দুঃখ স'য়ে,
এতদিনে—এতদিনে
সেই জীবনের—
সাঙ্গ হল লীলাখেলা মোর।
আমার সে রঘুনাথ যেগো,
একান্তই ভ্রাতৃঅন্ত প্রাণ,—
কেমনে এ তীব্র শেল সহিবেন দিদি!
কেমনে বা মর্ম্মান্তিক এই শোকভার
বহিয়া রবেন বাঁচি আর্য্যপুত্র মোর!

ত্রিজটা। দেবি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
জেনে আসি, প্রকৃত কি ঘটেছে ব্যাপার।

সীতা। ভক্তিভরে দেবি দেবি ব'লে
ডাকিত যে লক্ষ্মণ আমার,—
সে যদি ছাড়িয়া গেল—!
জীবন রে, আর কেন থাকিস্ এ দেহে ?
সুমিত্রার সে যে নাড়ীছেঁড়া ধন,
ঊর্ম্মিলার সে যে হৃদয়দেবতা—!
পাবে তারা মর্ম্মান্তিক এ সংবাদ যবে,
নিঃসংশয়ে ত্যজিবে পরাণ !
একটি পরাণসাথে,
যাবে যেগো শতেক পরাণ !
(করযোড়ে)
জগদ্‌জননী, মঙ্গলচণ্ডিকে !
লক্ষ্মণেরে বাঁচাও আমার !
আমি হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া
করিবগো অর্চ্চনা তোমার—!

(জানু পাতিয়া উপবেশন)

(বিষাদপ্রতিমাবেশে মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কে তুমি—কে তুমি হেথা ?
সীতা না ? (নিরীক্ষণ করত)
ইন্দ্রজয়ী পুত্র মোর গেছে যমালয়ে,
শুনেছ—শুনেছ তুমি ?
দেখ—মোর পানে চেয়ে একবার,
তাহ'লে বুঝিবে, সত্য, মরেছে সে মোর।

এই বক্ষে স্তনরস দিয়া,
করেছিনু তারে যে পালন !

(ক্রন্দন)

ত্রিজটা। যে জ্বালায় তুমিগো জ্বলিছ,
সে জ্বালায় জানকীও জ্বলিছে যে রাণি !
প্রাণ চেয়ে ছিল প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ—
শক্তিশেলে নিপতিত হ'য়েছে সে আজ।

মন্দো। এঁ্যা, কি বলিলে ?
দেবেন্দ্রবিজয়ী পুত্র চ'লে গেছে যেথা,
সেথা কি গিয়েছে তবে
ইন্দ্রজিৎ-বিজয়ী লক্ষ্মণ ?
দুজনাই গেছে যমালয়ে ?
না—না—যমালয়ে কেন !—
গেছে তারা স্বর্গপুরে—
বীরোচিত দিব্য-সুখধামে।

(সীতার নিকট গিয়া)

জানকি !
তোমার সান্ত্বনা আছে ;
অপরাধ করনিত কোন' ?
আর মোরা যে পাপের ফলে
করিয়াছি সাধ ক'রে দুঃখের সৃজন !

সীতা। দুঃখশোক সকলি ত সৃষ্টি মানবেরই।
অপরের কৃতকর্ম্ম
অপরে ত না ভোগে কখন।

আমি যে বড়ই রাণি, দুঃখিনী পাপিনী,—
যেথা যাই ভাগ্যহীনা আমি—
সেথাকার স্বচ্ছবারি খরস্রোতা নদী
জলশূন্য শুষ্ক হ'য়ে যায়।
শস্যভরা শ্যামলা ধরণী,
জ্ব'লে পুড়ে মরুভূমে পরিণত হয়।

(চক্ষু বুজিয়া অবস্থান)

মন্দো। (ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া)
ওই—ওই, ইন্দ্রজিৎ—মেঘনাদ মোর—
ইন্দ্রসাথে এক সিংহাসনে
করিতেছে স্বর্গ-সুধাপান !
চিরশত্রু দেবেন্দ্র তাহার—
বসায়েছে একপার্শ্বে সমাদরে তারে !
ডেকেনে—ডেকেনে বাছা,
দুঃখিনী এ জননীরে তোর !

(গমনোদ্যতা)

ত্রিজটা। (বাধাপ্রদান করত)
উন্মাদিনী হ'লে যেগো রাণি !

মন্দো। কই—উন্মাদিনী হইনিত আমি !
চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
করেছি কি নিঃশেষ ত্রিজটা ?
বিষ্ঠা কি খেতেছি আমি দুই হাতে ক'রে ?
উন্মাদিনী—উন্মাদিনী হইনি ত্রিজটা।

ত্রিজটা দেবি !

এক শোকে তুমি ত কাতরা ;
কিন্তু ভেবে দেখ,
কত শোক, কত জ্বালা
সঁহে তব পতি দশানন।

মন্দো। সত্যই ত্রিজটা !
নিদ্রা নাহি চক্ষে তার—
সারারাত্রি কক্ষমাঝে বেড়ায়ে বেড়ায় ;
দন্ত করে কড়মড়,
ওষ্ঠাধর দংশয়ে নিয়ত,
হস্তদ্বয় থেকে থেকে করে নিষ্পেষিত,
বর্ণনীয় নহে সে যন্ত্রণা।

ত্রিজটা। রাণি !
শুনিলাম, হবে আজি ভীষণ সংগ্রাম।
কি জানি কি ঘটে তাহা বলা নাহি যায়।
বিদায়ের আবশ্যক হবে যে তোমার !

মন্দো। জানি আমি, রক্ষঃকুল-নিঃশেষ এ রণে।

[ত্রিজটাসহ মন্দোদরীর প্রস্থান]

সীতা। এই লও দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে,
জানকীর হৃদয়শোণিত—!
বিনিময়ে দাও ফিরাইয়া
লক্ষ্মণের মূল্যবান্ প্রাণ।
[অস্ত্রদ্বারা শোণিতদানের উদ্যম।]
[অন্তরীক্ষে চণ্ডিকাদেবীর আবির্ভাব]

চণ্ডিকা। বৎসে !

বড় ভক্ত রঘুনাথ, লক্ষ্মণ আমার,
আর তুই মোর কন্যার মতন,
বাঁধা তাই আছি আমি নিকটে তোদের।
সূর্য্যোদয় হবার প্রাক্কালে—
বিশল্যকরণী-রস-মৃতসঞ্জীবনে,
পাবে প্রাণ লক্ষ্মণ তোমার।
রক্ষোনাশ-ব্রত কালি হবে সমাপিত।

(অন্তর্দ্ধান—সীতার প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাক্ষস-শিবির।

[রাবণ, বক্রতুণ্ড ও নাকেশ্বর]

রাবণ। শক্তিশেলে নিপতিত হ'ল যে লক্ষ্মণ,
কোন্ মন্ত্রে, কোন্ মায়াবলে,
বাঁচিল সে পুত্রহন্তা পামর আবার ?
বক্রতুণ্ড, করেছত' ঘোষণা নগরে,—
ষোড়ষবয়সাধিক, প্রৌঢ় বা স্থবির—
যুদ্ধসাজে হয় যেন সুসজ্জিত সবে।

বক্র। সকলেই সুসজ্জিত হয়েছে মহারাজ !

রাবণ। আজিকার এই যুদ্ধে নির্দ্ধারিত হবে,—
অরাম কি অরাবণ হবে ত্রিভুবন।

বক্র। মহারাজ, শুনিলাম মারুতি সে—
দেবতার প্রত্যাদেশে

আনি দিয়া বিশল্যকরণী,
বাঁচায়েছে লক্ষ্মণের বিগত জীবন।

রাবণ। ছলনা কি পক্ষপাত দেবতাবৃন্দের!
কই, আমার ত গেল সেই—
বীরবাহু, অক্ষ আদি কত শত বীর,
গেল বলী কুম্ভকর্ণ—ভ্রাতা সে আমার,
কই, প্রত্যাদেশ দিলনা দেবতা!
বিশল্যকরণী আসি' পৌঁছিল না কই!
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ প্রাণের নন্দন—
ছিল সে ত' বৈশ্বানর-তপস্যায় রত;
তবুত সে দেব বৈশ্বানর,
প্রাণরক্ষাতরে তার
করিল না কোন প্রতিকার!

বক্র। ইন্দ্র চন্দ্র যম বায়ু বরুণ কুবের,
সকলেই—সকলেই শত্রু আমাদের।

নাকে। ভৃত্যমত যে খাটান খাটায়েছি মোরা,
শত্রুতা যে করিবে তা' জানাই ত' ছিল।

রাবণ। জানি আমি রীতি দেবতার;
কিন্তু কি করিব, না ছিল উপায়।
প্রকৃতির রক্ষাকারী দেবতারা সব,
নাহি ছিল ইচ্ছা বিধাতার
চিরন্তন পায় তারা নাশ।
তা' না হ'লো—চিরশত্রু অমরের দল
রাবণের করে কভু না পেত নিস্তার।

বক্র। আজ যদি জয়ী হতে পারি,
তা' হ'লে উচিত দণ্ড দিব তাহাদের।

রাবণ। ছিল ইচ্ছা বক্রতুণ্ড,
স্বর্গের সোপানপথ করিব প্রস্তুত,—
পাপী তাপী অবহেলে যেন সকলেই
যেতে পারে স্বর্গপুরী'পরে।
হ'লনাক সে ইচ্ছাপূরণ,
স্বর্গের বৈশিষ্ট্যনাশ—
বুঝিলাম, অভিপ্রায় নহে বিধাতার।

(লোলজিহ্বের প্রবেশ)

লোল। মহারাজ, প্রস্তুত সকলে।

রাবণ। চল বক্রতুণ্ড!
আজ যুদ্ধে সেনাপতি তুমি।

(প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন

সিন্ধুতীর—রঘুনাথশিবির।

[রাম, বিভীষণ, সুগ্রীব, ও মারুতি]

রাম। মারুতি!
হ'য়েছিল আশঙ্কা আমার—
হ'লনাক'বুঝি আর রক্ষোরণজয়,
হলনাক'সীতার উদ্ধার।—
ভেবেছিনু লক্ষ্মণের সাথে, হয় বুঝি

সিন্ধুবক্ষে ত্যজিতে জীবন !
কিন্তু জগদম্বা করিলা করুণা,
এনে দিলে তুমি মোরে বিশল্যকরণী ।

বিভী । ধন্য শক্তি মারুতি, তোমার !

রাম । বুঝিতে না পারি বৎস,
গুরুভার সারা বন তুমি
আনিলে কেমনে বহি মুহূর্ত্তের মাঝে !

মারু । ভক্তি যদি থাকে মোর ও রাঙ্গাচরণে,
এ হতে বৃহৎ কার্য্য করিব মুহূর্ত্তে ।

রাম । এ হ'তে বৃহৎ কার্য্য এ জীবনে মোর,
পড়েনিক, পড়িবেনা কখনো মারুতি !

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

. !
সুস্থ ত' হ'য়েছ ভাই,
আর কোন ব্যথা, গ্লানি নাই ?

লক্ষ্মণ । না দাদা !
আশ্চর্য্য সে ঔষধের গুণ ।

রাম । ততোধিক জগদম্বা-করুণা, লক্ষ্মণ

সুগ্রী । যেই আর্ত্তনাদ করেছিলে প্রভু,
শক্তিশেলে নিপতিত লক্ষ্মণ যখন ;
মনে হ'ল, হ'লে বুঝি নিপতিত
শক্তিশেলে তুমিও রাঘব ।

বিভী । প্রতিক্ষণে হ'তেছিল ভয়,

গুরু এই দীর্ণ শোকভারে
রঘুনাথ-বক্ষো বুঝি বিস্ফুটিত হয়।

লক্ষ্মণ। বাঁচিব বলিয়া আমি—এই আশা ক'রে,
রেখেছিলে প্রাণটুকু ধ'রে বুঝি দাদা,
ছিন্নপ্রায় বৃন্ত যথা রাখে কুসুমেরে।

(নলের প্রবেশ)

নল। রঘুনাথ!
চক্রাকারে ব্যূহ এক করেছি রচনা ;
সাধ্য কার করে ভেদ সে ব্যূহের মুখ।
বিশেষতঃ সে ব্যূহের নির্গমনপথ,
দেবতা দানব রক্ষ :—অজ্ঞেয় সবার।

সুগ্রী। দিশাহারা হবে আজি দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষস।

বিভী। পুত্রশোকে জর্জ্জরিত রাজা,
দিশাহারা হয়েছে আপনি।

রাম। বন্ধু! যন্ত্রমাত্র বিধাতার মোরা।

নল। চল দেব,
দেখিবে সে ব্যূহের কৌশল।

রাম। দেখিব অবশ্য নল, দেখিব তা' আমি।
তবে কৌশিকের অপার কৃপায়,
জানি আমি চক্রব্যূহ-প্রবেশনির্গম!
তবে বল দেখি,
কোন্ মুখে কারে তুমি রাখিবে ভেবেছ?

নল। ব্যূহমুখে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ!

রাম। না—না, ব্যূহমুখে সুগ্রীব, মারুতি।
যাও বন্ধু, সেবক মারুতি,
ব্যূহদ্বার রক্ষা কর দোঁহে।

(সুগ্রীব ও মারুতির প্রস্থান)

বামভাগে জাম্বুবান, তুমি ও অঙ্গদ ;
দক্ষিণে গবাক্ষ, গয়,
তারপরে—মধ্যস্থলে কুমার লক্ষ্মণ ;
সর্ব্বশেষে রবে বিভীষণ।

নল। আর রঘুনাথ আপনি স্বয়ং ?

রাম। আমি র'ব সর্ব্বস্থলে নল।

বিভী। বুঝিলাম, নিরাপদে রাখিলে আমারে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

[ব্যূহদ্বার—সুগ্রীব দণ্ডায়মান।]

(শূলধারী রাবণ, বক্রতুণ্ড, লোলজিহ্ব ও নাকেশ্বরের প্রবেশ।)

রাবণ। ছাড় দ্বার, হে কিষ্কিন্ধ্যারাজ !
লক্ষ্য মোর দাশরথি রাম।—
নহ তুমি লক্ষ্য মোর আজ।

সুগ্রী। বালির সোদর আমি, নহি কাপুরুষ ;
ছাড়িবনা ব্যূহদ্বার কভু।
জান ত' কেমন বীর ছিল বালিরাজ ?

রাবণ। জানি ;

অতীত ধরে না কভু ভবিষ্যের রূপ,

মৃতদেহে হয়নাক' প্রাণের সঞ্চার।

বাক্যব্যয়ে নাহি কোন ফল।

মন্ত্রপূত এ শূল আমার,

হীন এ বানরে মারি'

করিব না কভু কলঙ্কিত।

সুগ্রী। (সোপহাসে) রাক্ষসের মন্ত্রপূত শূল—

নহে স্পৃশ্য মোদেরও কখন।

রাবণ। রহ স্থির—কাপুরুষ, বাচাল, বানর !

(শূল উত্তোলন)

[মারুতির প্রবেশ—এবং সুগ্রীবকে পশ্চাতে রাখিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান]

কে—সেই লঙ্কাপুরদাহী হনুমান—

যাও চ'লে, ছাড় ব্যূহদ্বার।

অনর্থক কালক্ষেপে নাহি কোন' ফল।

(নলের প্রবেশ)

নল। (মারুতি ও সুগ্রীবের প্রতি জনান্তিকে)

প্রভু, আজ্ঞা রাঘবের,—

ব্যূহমধ্যে করুক প্রবেশ—

সমস্ত সেনার সাথে রাক্ষস রাবণ।

অনর্থক যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।

(প্রস্থান)

রাবণ। ছাড় দ্বার—। (শূল-প্রহারোদ্যম)

মারু। বিনাযুদ্ধে ছাড়িবনা কভু।

[যুদ্ধ—মারুতিপ্রভৃতির পলায়ন]

[রাবণ, বক্রতুণ্ড, লোলজিহ্ব ও নাকেশ্বরের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ]

পটপরিবর্ত্তন

ব্যূহমধ্য।

[লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান]

লক্ষ্মণ। যুদ্ধে আজ ভীষণ পরীক্ষা।—
সুনির্ণীত হবে জয়পরাজয়।
না—না,
নিঃসন্দেহ রাবণের সমরে পতন।

(নলের প্রবেশ)

নল। সাবধান হে কুমার,
ভয়াবহ রক্ষোরাজ আজ।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। কে-ইন্দ্রজিৎ—নিহন্তা লক্ষ্মণ!
কোন্ দেবতার বরে
পুনর্ব্বার দেখিলি পামর,
জীবনের নব-সূর্য্যালোক!
আজিকার লক্ষ্য কিন্তু মোর,
কুম্ভকর্ণবিনাশী রাঘব।
একবীরঘাতী, মন্ত্রপূত,
শিবদত্ত শূল—অব্যর্থসন্ধান—

তার প্রতি করিব নিক্ষেপ।
চাহিনা তোমারে আজ।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি,—
যুদ্ধ করি' রাঘবের সাথে,
অরাম কি অরাবণ করিব ভুবন।

লক্ষ্ম। অরাবণই হবে ত্রিভুবন।
কিন্তু বুঝিতে না পারি আমি,—
পুত্রহন্তা লক্ষ্মণে বধিতে,
জন্মিল কেন এ অরুচি তোমার!
যে হস্তনিক্ষিপ্ত শরে
পুত্র তব গেছে যমপুরে;
দেখ চাহি—সে হস্ত আমার
এখনও যে ধরে ধনুশর।
রক্ষোরাজ, ভাল ক'রে কর নিরীক্ষণ,—
বিরাজিত পুত্রহন্তা সম্মুখে তোমার।

রাবণ। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ!
ধৈর্য্যচ্যুত ক'রোনা আমায়!

লক্ষ্মণ। দেখ চাহি',—শূন্যপরে হে রাক্ষস পিতা,—
ইন্দ্রজিৎ নন্দন তোমার
করিছে আকাঙ্ক্ষা মোর রক্ত হৃদয়ের।
প্রতিশোধ—প্রতিশোধহেতু,
হের ওই অন্তরীক্ষ'পরে,
পুত্র তব কাতর নয়নে—
কাঁদিছে, কহিছে ওই—

"পিতা—পিতা !
রক্ত দাও পুত্রনিহন্তার !"

রাবণ। থাক্ সে রাঘব তবে ;
এই মোর মন্ত্রপূত শূল—
তোরই 'পরে তবে আমি করিনু নিক্ষেপ।

[শূলনিক্ষেপোদ্যম—রামচন্দ্রের প্রবেশ এবং লক্ষ্মণকে আড়াল করিয়া দণ্ডায়মান।]

রাম। এসেছে রাঘব এই সম্মুখে তোমার,
কর তুমি শূলক্ষেপ হে রাক্ষসরাজ !

রাবণ। যাও মন্ত্রপূত শূল !—
কুম্ভকর্ণবিনাশী রাঘব—
ইন্দ্রজিৎ-নিহন্তা লক্ষ্মণে—
লক্ষ্য আমি করিলাম স্থির।

(শূলত্যাগ)

নেপথ্যে।—"হাঃ—হাঃ—হাঃ,—ব্যর্থ হল—ব্যর্থ হল,—
একবীর-বিনাশী ত্রিশূল—
নিক্ষিপ্ত হয়েছে আজ বীরদ্বয় পরে।"

রাবণ। একি ? অন্তর্হিত হ'ল এ ত্রিশূল !
হে কৈলাসনাথ !
আমারই কথার দোষে,
ব্যর্থ হ'ল সুঞ্চিত এ সাধনার ফল।
(নেপথ্যে)—"রঘুনাথ !
ব্রহ্মাস্ত্রব্যতীত অস্ত্রে,

হবেনাক মৃত্যু রাবণের।
কর তুমি ব্রহ্মাস্ত্রযোজনা !"

রাম। রক্ষোরাজ !—

রাবণ। কি বলিছ, হে কৈলাসনাথ ?—
"জয়"নামধারী আমি বৈকুণ্ঠের দ্বারী,
মুনিশাপে জন্মেছি ধরায়।

রাম। রক্ষোরাজ, করিতেছি ব্রহ্মাস্ত্রযোজনা।

রাবণ।—কেন ? মহাজ্ঞানী সনৎকুমার,
সনাতন, সনক, সনন্দে—
করেছিনু দণ্ডাঘাত. ঘোর অপমান ;
তাই অভিশাপ,—
মিত্রভাবে সাত জন্ম, শত্রুভাবে তিন।
কি বলিলে ?—
শীঘ্র বলি' লইনু বরিয়া
মিত্রভাবে তিন জন্ম আমি।—

রাম। করিতেছি ব্রহ্মাস্ত্রসন্ধান,
মৃত্যুপূর্ব্বে ভেব লও ইষ্টদেবতায়।

রাবণ।—তাই তুমি এ ত্রিশূল করিলে বিফল,
তাই তুমি শৈবতেজ হরিলে আমার।
নেপথ্যে।—"রঘুনাথ !
শীঘ্র কর ব্রহ্মাস্ত্রসন্ধান।"

রাম। করিলাম ব্রহ্মাস্ত্রসন্ধান ;
আত্মরক্ষা কর রক্ষোরাজ !

(ব্রহ্মাস্ত্রসন্ধান)

রাবণ। কে তুমি—কে তুমি ?

মনে হয় যেন বহু বহুপরিচিত !

(অস্ত্র প্রতি লক্ষ্য করত)

ওকি, ব্রহ্ম-অস্ত্র মৃত্যুশর মোর !

ও কে ! অগ্নিমুখী বেদবতী,

তুমি কেন বসেছ হোথায় ?

(সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল—)

কি বলিলে ?—

তুমি সীতা জনকনন্দিনী !

(অস্ত্র প্রতি লক্ষ্য করত)

ওই আসে—মৃত্যু-অস্ত্র, ওই আসে বেগে !

[পশ্চাতে হটিতে হটিতে প্রস্থান।]

নেপথ্যে। [আর্ত্তনাদ—পতন শব্দ।]

রাম। কুম্ভকর্ণ, দশানন দোঁহে

মৃত্যুকালে কি বলিল নিগূঢ় রহস্য !

(নলের প্রবেশ)

নল। রঘুনাথ ! আর্ত্তনাদ করি'

ব্রহ্ম-অস্ত্র-নির্ভিন্ন রাক্ষস—

পাষাণের দুর্গসম

মহাশব্দে প'ড়েছে ভূতলে।

সুগ্রী। এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূরিল মোদের।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। রঘুনাথ,

জ্যেষ্ঠ মোর মৃত্যুশয্যাশায়ী,
এ সময়ে দেখিব না আমি—!

রাম। চল রক্ষোরাজ,
যাই দোঁহে জ্যেষ্ঠ, পাশে তব।

বিভী। (যাইতে যাইতে) রঘুনাথ!
জ্ঞাতিবধ-কলঙ্কের ভার,
চিরতরে র'ল মোর মস্তকের পরে।

রাম। সখা, সে বিচার হবে পরে।

(বিভীষণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।)

সুগ্রী। প্রথম মোদের কায্য—
রঘুনাথ সীতার মিলন।

লক্ষ্মণ। দ্বিতীয় মোদের বন্ধু, বিভীষণ বীরে
স্বর্ণলঙ্কা-রাজ্যসমর্পণ।

(মারুতির প্রবেশ)

মারু। কুমার!
মুমূর্ষু অগ্রজে হেরি' পতিত ধূলায়,
আর্ত্তনাদ করে বিভীষণ।

লক্ষ্মণ। নল, যাও তুমি রক্ষোরাজপাশে;
বিধিমত দাওগে সান্ত্বনা।

(নলের প্রস্থান)

মারুতি!
চল যাই অশোককাননে;
প্রণাম করিয়া সেই পাদপদ্মখানি,
ল'য়ে আসি দেবীরে হেথায়।

মারু। মাতার দর্শনতরে সেবক সন্তান.
গণিছে দিবস সেযে বিনিদ্র নয়নে।
কুমার, আদেশের অপেক্ষা কেবল ;
তা' না হ'লে, চলে যেত মারুতি কখন্,
দেবীর চরণতল-লালিত সে বনে !

লক্ষ্মণ। চল তবে মারুতি আমার ;
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

(লক্ষ্মণ ও মারুতির প্রস্থান)

(ফুলসাজে সজ্জিতা হইয়া শূর্পণখার প্রবেশ)

শূর্প। হাঁঃ—হাঁঃ—হাঁঃ
হ'ল শূন্য লঙ্কাপুরী—
হাঁঃ—হাঁঃ—হাঁঃ—!
বিয়ের বাজনা ওই বাজিছে কেমন !—
আমি যে সেজেছি কনে—
হাঁঃ—হাঁঃ—হাঁঃ—

(হাততালি দিতে দিতে প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

সিন্ধুতীর।

[রাম, বিভীষণ, সুগ্রীব, ও নল, ।]

বিভী। হে রাঘব !
মহামানী অগ্রজ আমার—
ছিল কিন্তু একদিকে মহাপ্রাণ বীর।
ক্ষমা করি' যবে জ্যেষ্ঠ মুদিল নয়ন,

মনে হ'ল, অবিচারই করিয়াছি আমি।

সুগ্রী। কিন্তু, আমি যবে
দাঁড়ালেম বালিরাজ অগ্রজের পাশে,
ঘৃণাদৃষ্টি বিনা তার
স্নেহদৃষ্টি ফুটে নাই চোখে।

বিভী। বালি চেয়ে রক্ষোরাজ অগ্রজ আমার—
শতগুণে ছিল ভাল, হে কিষ্কিন্ধ্যাধিপ!

সুগ্রী। নিঃসন্দেহ, সত্য রক্ষোরাজ!

রাম। ঔন্নত্যে সুমেরুশৃঙ্গ, গাম্ভীর্য্যে জলধি,
মহাপ্রাণ, মহাতেজা, মহাশক্তিধর,
রজোগুণ-প্রকৃষ্টদেবতা!

বিভী। (নেপথ্যলক্ষ্যে) হের—হের সখা!
আসে ওই একবস্ত্রা, মলিনবদনা;
মূর্ত্তিমতী বেদনা-প্রতিমা!

নল। চরণে সংলগ্ন দৃষ্টি—
আপনাকে আপনি কুণ্ঠিতা।

সুগ্রী। দেখ চাহি',
কি করুণ দৃশ্য এই সখা!

বিভী। জনকনন্দিনী এই!
এ যে বিমলিনা অন্নপূর্ণা মাতা।

সুগ্রী। ছায়াঢাকা পৌর্ণমাসী প্রভা।

(ত্রিজটাসহ সীতাকে লইয়া লক্ষ্মণ ও মারুতির প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। দাদা!
দেখ চক্ষু মেলি,—

এসেছে তোমার সেই হারান জানকী—
মূর্ত্তিমতী স্নেহ-প্রেম-করুণার দেবী।

মারু। হের প্রভু!
সরমকুণ্ঠিতা মা জানকী মোর
সঙ্কুচিতা দাঁড়াইয়া ওই।

সুগ্রীব ও বিভীষণ।—
প্রণাম চরণে দেবি!

রাম। অপমান-প্রতিকারতরে
করিয়াছি সীতার উদ্ধার;
দৈহিক মিলনতরে ব্যগ্র নহে মন।

সীতা। এই কি সে আর্য্যপুত্র মোর!
নিষ্প্রণয় একি মনোভাব!

ত্রিজ। রঘুনাথ!
সতী সাধ্বী পতিব্রতা জানকী তোমার।

রাম। রাজা আমি—বসিয়াছি রাজসিংহাসনে,
বিচারক বসেছি বিচারে।

ত্রিজ। রক্ষঃকুলে থাকি এতদিন,
হে রাঘব, সীতার তোমার,
কোন' দোষ স্পর্শেনি শরীরে!

সীতা। এই সেই আর্য্যপুত্র মোর!
জেগে আছি,
জাগিয়া কি দেখিছি স্বপন!

ত্রিজ। রামচন্দ্র, মহারাজ!—
পতিব্রতা, নিষ্কলঙ্কা সীতা।

রাম। রামের ধারণা যাহা, রামেতেই আছে।
কিন্তু রক্ষোবালা,
রক্ষঃকুলে বহুদিন একাকিনী সীতা
কাটায়েছে, এ কথা ত বিদিত জগতে।
লোকে ত বলিতে পারে,
কি জানি, কি ভাবে ছিল পৃথিবীতনয়া।

সীতা। জননি বসুধা!
তোমার তনয়া—
এই ছিল অদৃষ্টে তাহার!

[ললাটে হস্তার্পণ]

লক্ষ্মণ। দাদা!
চেয়ে দেখ দেবী-মুখপানে,
কলঙ্কের কোন' ছায়া আছে কি না আছে?
এ পবিত্র-স্বচ্ছজ্যোতি-মণ্ডিতা প্রতিমা—
কে ভাবিবে কলঙ্কিনী বল?

রাম। লক্ষ্মণ!
জানি আমি পূতচিত্তা, পবিত্রা এ সীতা।
কিন্তু আমাদের চক্ষু মন দিয়া
করিবে না সকলে বিচার!

সীতা। জন্মাবধি দেখিনিক' জননীর মুখ;
কোথা মাগো, তুমি এ সময়ে!

ত্রিজ। দেবি!
অযোধ্যায় যেয়ে কাজ নাই;
চল তব পিতৃগৃহে মিথিলার পুরে!

সীতা। পতি-বিসর্জ্জিতা হ'য়ে তনয়া তাদের—
যাবেনাক' কখন সে
পিত্রালয়ে জনকের পুরে।

বিভী। রহ দেবি, লঙ্কাপুরে
জগদ্ধাত্রী-দুর্গামাতা প্রায়।

সুগ্রী। চল মাগো, কিষ্কিন্ধ্যার পুরে;
রাজাপ্রজা মিলি'—
মাতৃরূপে পূজিব তোমায়।

লক্ষ্মণ। দাদা!
পরিত্যক্তা একান্তই হ'ল তবে দেবী?

রাম। নরপতি,
সীতাপতি নহি শুধু ভাই!

ত্রিজ। চল দেবি!
অত্রিপত্নী অনসূয়া যেথা;
শুনেছি তোমার মুখে—
ছিল তাঁর তোমা'পরে স্নেহ সমধিক।
কিম্বা চল পঞ্চবটী বনে—
প্রিয়সখী বনদেবী বাসন্তীর পাশে;
বুকে ক'রে রাখিবে সে, তোমারে জানকি!

সীতা। না ত্রিজটা!
আমি যাবনা কোথাও।
মারুতি!

মারু। মূক আমি হয়েছি যে মাগো!
কর আজ্ঞা, প্রাণ দিয়া পালিব তা' আমি।

সীতা। পুত্রাধিক স্নেহ করি তোমারে মারুতি ;
এই লজ্জা, অপমান হ'তে
বাঁচাও আমারে তুমি আজ।
জ্বাল অগ্নি,
আমি আর্য্যপুত্রে সম্মুখে রাখিয়া,
অগ্নিমাঝে করিয়া প্রবেশ—
এই দেহ, এই প্রাণ দিই বিসর্জ্জন।

লক্ষ্মণ। দেবি—দেবি।

ত্রিজ। জানকি !

সীতা। জ্বাল অগ্নি, মারুতি আমার !

মারু। মা—মা !

সীতা। মারুতি, অনুরোধ রাখ জননীর !

মারু। জ্বালিব—জ্বালিব অগ্নি, দেবি—!
পবিত্রতা বিশুদ্ধি তোমার,
দিবে সাক্ষী দেব বৈশ্বানর।

(প্রস্থান)

ত্রিজ। মানবে রাখিল নাক' মর্য্যাদা যাহার,
অবশ্য দেখিবে তারে স্বর্গের দেবতা।

লক্ষ্মণ। দেব বৈশ্বানর !
তব মুখে দেবতারা করেন ভোজন ;
দেখো যেন, মুখরক্ষা হয় জানকীর।

রাম। আকাঙ্ক্ষা আমার দেবি !
হুতাশন-প্রবেশে তোমার—
হউক বিশুদ্ধি তব পুণ্যচরিত্রের।

(মারুতির প্রবেশ—অগ্নি প্রজ্জ্বলিতকরণ)

মারু। সত্য যদি দেব বৈশ্বানর,
অবশ্য পরীক্ষা এই হবে মা সফল।

সীতা।
(অগ্নিকে বেষ্টন ও আর্য্যপুত্র উদ্দেশ্যে প্রণাম করত।)
শোন সূর্য্য দিবস্পতি—
জীবপ্রাণ শোন সমীরণ—
শোন দিক্, শোন কাল—
সর্ব্বগত প্রত্যক্ষ আকাশ—
শোন সিন্ধু, নদনদী, তরুলতা সব—!

লক্ষ্মণ। দেবি,
রক্ষাকর—রক্ষাকর—!

সীতা। শোন রঘুকুল-জননি জাহ্নবি!
শোন মাতা ধরিত্রী আমার!
রহ সাক্ষী,
জনকনন্দিনী সীতা করিছে প্রবেশ—
জ্বলন্ত এ দেব বৈশ্বানরে।

ত্রিজ। জানকি—জানকি!
(রামচন্দ্রের হস্তদ্বারা চক্ষুরাচ্ছাদন)

সীতা। কায়মনোবাক্যে,
যদি আমি রেখে থাকি মতি
আর্য্যপুত্র রাঘবের পদে ;—
তা' হ'লে হে বৈশ্বানর,
পবিত্রতা তুমি মোর করিও খ্যাপন!

কি শয়নে কি স্বপনে, সম্পদে বিপদে,
পতিচিন্তা বিনা আমি অন্য পুরুষের
ক'রে যদি নাহি থাকি চিন্তা কোন'দিন,—
তা' হ'লে হে বৈশ্বানর,
পবিত্রতা তুমি মোর করিও খ্যাপন !
ভৌতিক শরীর এই,
চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয় আমার,
মন প্রাণ বুদ্ধি কিম্বা সোপাধিক জীব—
নাহি যদি হ'য়ে থাকে মোর
অণুমাত্র পাপ-কলুষিত—
তা' হ'লে হে বৈশ্বানর,
পবিত্রতা তুমি মোর করিও খ্যাপন !

সুগ্রীব, বিভীষণ, মারুতি ও নল।—হায় দেবি !

(সীতার অগ্নিমধ্যে ঝম্পপ্রদান—সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নিদেবের আবির্ভাব।)

অগ্নি। অগ্নি আমি—স্বতঃশুদ্ধ যথা
গঙ্গাবারি ত্রিলোকপাবন ;
হে জানকি, অযোনিজা—পৃথিবীতনয়া,
সেইমত স্বতঃশুদ্ধা তুমি চিরদিন।

(নেপথ্যে গঙ্গা)

"হরশিরো-বিহারিণী মন্দাকিনী আমি।—
শোন সবে বিশ্ববাসী,

দেব দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ কি বানর,
নিষ্কলঙ্কা সতী সাধ্বী জানকী আমার।

(নেপথ্যে ধরিত্রী)

"আমি সাক্ষী—ধরিত্রী জননী।—
দোষস্পর্শ-শূন্যা এই সীতা।"

(নেপথ্যে দেবরাজ)

"রঘুনাথ !
স্বর্গের দেবতাবৃন্দ, দেবীরা সকলে,—
একবাক্যে বলে সতী সাধ্বী মা জানকী।
মোদের এ অভিপ্রায়, অনুরোধ অথবা আদেশ,—
স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর সীতারে তোমার।"

[পুষ্পবর্ষণ]

লক্ষ্মণ। স্বর্গ হতে হয় দেব, পুষ্পবরিষণ !

(নেপথ্যে দুন্দুভির ধ্বনি।)

বিভী। অন্তরীক্ষে শোন প্রভু, দুন্দুভির ধ্বনি !

রাম। (দাঁড়াইয়া—সীতার নিকট গিয়া)
দেবি, দেবযজ্ঞ-সম্ভবা জানকি,
ক্ষমা কর পতিরে তোমার !
জানি আমি, স্বতঃশুদ্ধা পতিব্রতা তুমি—
রামময়-জীবিতা আমার।
শুধু লোকনিন্দাভয়ে,
প্রতিনিধি-আসনের গৌরব-কারণে,
পবিত্রা জানিয়া দেবি,
দৈহিক মিলন মাত্রে

ক'রেছিনু অস্বীকার আমি।
বিশুদ্ধি তোমার এ ত নহেক জানকি,
এ বিশুদ্ধি—মর্ত্ত্যমনো-বিশুদ্ধি কেবল।—
চিত্তের বিশুদ্ধি যথা
অভিহিত আত্মশুদ্ধি-নামে।
অন্তরের ভাবময়ী তুমি প্রিয়া মোর—
বাহিরের কার্য্য দেখি' শুধু
করোনাক বিচার আমারে!

সীতা। জানি আমি আর্য্যপুত্র, হৃদয় তোমার।
আমার এ অভিমান,
সেও শুধু লোকলজ্জাহেতু;
নহে তাহা ঠিক্ প্রভু, তোমার উপর।

রাম। সীতা! তুমি মোর স্বরগের দেবী।
আমি শুধু মর্ত্ত্যবাসী নর।

সীতা। প্রভু! আমি যেগো চরণের দাসী।

(বৈধব্যসাজে মন্দোদরীর প্রবেশ)

রাম। কে এলো এ বিষাদপ্রতিমা!

বিভী। রক্ষোরাজ-মহিষী এ মন্দোদরী রাণী;
মেঘনাদ-জননী, রাঘব!

সীতা। আর্য্যপুত্র,
মূর্ত্তিমতী পুণ্যের প্রতিমা।—
রক্ষঃকুলে ফুটেছে এ অপূর্ব্ব কুসুম।

মন্দো। রঘুনাথ!
শুনিলাম ঋষিবর পুলস্ত্যের পাশে,—

তুমি নাকি বৈকুণ্ঠের পতি ?
আর স্বামী মোর—
"জয়"নামধারী ছিল বৈকুণ্ঠের দ্বারী ?—
ঋষিশাপে জন্মেছিলা রক্ষঃকুলে আসি ?

রাম। রাণি ! সামান্য মানব আমি।

মন্দো। আরও শুনিলাম,—
হে আত্মবিস্মৃত তুমি নারায়ণ—
ল'য়েছিলে জনম ধরায়,
সে কেবল উদ্ধারার্থ সেবকে তোমার ?

রাম। দেবি !
শতদোষে দোষী আমি তোমার সকাশে।—
দণ্ড যদি দিতে চাহ মোরে,
দাও দণ্ড !
অভিশাপ দিতে যদি চাহ,
দাও অভিশাপ !—
হাসিমুখে ল'ব তা' বরিয়া।

মন্দো। দণ্ড-অভিশাপ-বিনিময়ে দেব,
ভিক্ষা তবে দাও মোরে এই,—
মৃত্যু-অন্তে পেতে পারি যেন,
বৈকুণ্ঠের পুরে সেই—
পতির চরণতলে লভিতে আশ্রয়।

সীতা। দেবি ! আমার সমস্ত পুণ্য ল'য়ে,
যেতে যদি পার তুমি সে বৈকুণ্ঠপুরে—
পতির চরণতলে লভিতে আশ্রয় ;

দিলাম সমস্ত পুণ্য হাসিমুখে আমি।

নেপথ্যে। "চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস—হে রাঘব,
পূর্ণ হ'ল আজিকে তোমার।

রাম। লক্ষ্মণ!
কর তুমি অযোধ্যার যাত্রা-আয়োজন!
আছে গৃহে শোকাতুরা মাতারা মোদের,
বধূমাতা ঊর্ম্মিলা দেবীরা,
আর আছে ভ্রাতা সে ভরত—
নন্দিগ্রামে বসি' যেগো
করিতেছে সন্ন্যাস পালন।

লক্ষ্মণ। তাই হবে, তাই হবে দাদা!

বিভী। স্বর্গের পুষ্পক রথ আছে সুসজ্জিত।
দুই দিনে পৌঁছে দিবে অযোধ্যার পুরে।

রাম। মারুতি,
যাও তুমি নন্দিগ্রামে ত্বরা!—
ব'লো মোর নাম ক'রে ভরতে আমার,
আসে যেন অযোধ্যায় শত্রুঘ্নের সাথে।

মারু। চলিলাম প্রভু!

লক্ষ্মণ। আর্য্যপদে জানায়ো প্রণাম,
শত্রুঘ্নেরে দিও স্নেহাশীষ!

[মারুতির প্রস্থান]

রাম। দেবি!
রক্ষোরাজ-অভিষেক করি' সমাপন,
কালই মোরা যাব অযোধ্যায়।

সীতা। দুঃখভোগ-পরে সুখ-আবির্ভাব—
এইরূপই হয় প্রিয়তম !

ত্রিজ। রঘুনাথ।
ভিক্ষা এক চাহি তব পাশে।

রাম। কিবা চাহ তুমি রক্ষোবালা ?

ত্রিজ। চল সবে লঙ্কাপুরীমাঝে,
আমি নিজহাতে সাজাব সীতারে—
এই ভিক্ষা চাহি রঘুনাথ।

সীতা। এ ত প্রার্থনীয় ত্রিজটা আমার।

সুগ্রী। দেবি, ফিরিবার পথে,
কিষ্কিন্ধ্যায় নামিতে যে হবে।

সীতা। আর্য্যপুত্র !

রাম। হবে সখা—থাকহ নিশ্চিন্ত।

বিভী। চল দেব, লঙ্কাপুরে করিবে বিশ্রাম।

(রামের হস্তধারণ)

ত্রিজ। চল দেবি !

(সীতার হস্তধারণ)

সুগ্রীব প্রভৃতি। "জয় রঘুনাথের জয়।"

ক্রোড় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অযোধ্যা—সিংহাসনে আসীন সীতাদেবীসহ রামচন্দ্র ;—ছত্রধারী ভরত—দুইপার্শ্বে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন]

সখিগণের গীত

গীত।

রঘুকুল-নবরবি সুখাকাশে উদিল।
অযোধ্যার নরনারী প্রাণ ভ'রে হাসিল।
মূক, দীন ছিল যারা,
হ'ল সুখে মাতোয়ারা ;
শোকাতুরা-সুতহারা-মুখে হাসি ফুটিল।
হ'ল রাজরাণী—সতী,
ভিখারিণী—পেল পতি ;
রাজলক্ষ্মী ফুল্লমতি—দুঃখ তার ঘুচিল।
ফুলে ফুলে শুষ্কবন মুঞ্জরিয়া উঠিল।

রাম। (ভরতের স্কন্ধ ধরিয়া)
চিত্রকূট হ'তে,
পাদুকা লইয়া আসি'

মোর নামে করিলে ত এ রাজ্যপালন ;
তবে অযোধ্যা ত্যজিয়া
নন্দিগ্রামে কেন র'লে ভাই ?

ভরত। প্রতিজ্ঞা যে করেছিনু দাদা,
তোমা'সাথে পশিব অযোধ্যা।

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন ! তুমিও ত ছিলে নন্দিগ্রামে !

শত্রু। আর তুমি বুঝি ছিলে অযোধ্যায় !

(বশিষ্ঠদেবের প্রবেশ)

(রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের নামিয়া
আসিয়া বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম।)

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র ! বধূমা জানকি !
কৈকয়ী সুমিত্রা মাতা, জননী কৌশল্যা—
আশীর্ব্বাদী ফুল ল'য়ে করে,
অপেক্ষা করিছে সবে তোমাদের তরে।
ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্ত্তি বধূ—
প্রণাম করিবে বলি' পদে তোমাদের,
উপনীত হ'য়েছে সেথায়।
আর আর পুরনারী—
ল'য়ে করে মঙ্গলসম্ভার,
দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রীতি-উৎসুক হৃদয়ে।

রাম। চল দেবি,
ল'য়ে আসি শান্তিপূত আশীষ-সম্ভার।
সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষ গুরু, হে অভীষ্টদেব,
প্রণাম করিছে রাম পদে আপনার।

সীতা। নমে দাসী জনকনন্দিনী।
গুরুদেব!
একাধারে আমি আপনার
শিষ্যা, ছাত্রী, কন্যা, দাসী যেগো।

বশিষ্ট। বৎস রামচন্দ্র, আশীর্ব্বাদ করি,—
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি
আদর্শ রাজার রাজ্য করহ স্থাপন।
পিতৃমাতৃ-ভক্তি-পূজা, শ্রদ্ধা গুরু'পরে,
ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, অনুগতে প্রীতি,
সত্যসেবা, ত্যাগব্রতে আত্মনিবেদন,
প্রজার রঞ্জন, আর দুষ্টের দমন,
একাধারে সর্ব্ব আদর্শের
রহ তুমি প্রতীক ভুবনে।
বৎসে জানকি,
লহ মা আশীষ মোর,
সতীর গণনাস্থলে
তুমি রবে প্রথম গণিতা;
পতিব্রতা আদর্শ হইয়া
রবে তুমি সর্ব্বশিরোপরি।

ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। প্রণাম চরণে গুরুদেব!

বশিষ্ট। লহ আশীর্ব্বাদ,
এক এক দিকে সবে এৈকক আদর্শে—
ফুটে থাক' বিশ্বমাঝে আদর্শের রূপে।

ভরত। গুরুদেব!

সভাসদ্, প্রজারা রাজ্যের,
প্রণাম করিছে পদে সবে আপনার।

বশিষ্ঠ। শোন সভাসদ্, প্রজাবৃন্দ যত!
রামসীতা-চরিত্রের গাথা
শ্রদ্ধা করি' ভক্তিভরে শুনিবে যে জন,—
নাশ পাবে মহাপাপ তার,
সংসারের দুঃখ তাপ অশান্তি ঘুচিয়া,
পাবে তৃপ্তি, পাবে সুখ, শান্তি হৃদয়ের।
কাব্যে, নাট্যে, কি কথা-সাহিত্যে,
এ চরিত্র নানাভাবে হবে আলোচিত।—
রামসীতা-জীবনের ইতিহাসকথা—
যুগে যুগে যুগবিবর্ত্তনে
রামায়ণরূপে খ্যাত রবে ত্রিভুবনে।

যবনিকা পতন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৭	পরাণ	পরাণে
১৪	২৩	করিয়া)	করিল)
২৮	১৩	প্রাণ	দেহ
৪৫	১০	সুখের	মুখের
৪৭	১৭	বৎস	—
৫১	৮	হয় তা	হয় তার
৭৩	১৩	(প্রকাশ্যে)	—
৯৪	১১	ভারতী	ভারতি
৯৭	৪	ছদ্ম	ছদ্ম
৯৮	১২	অলম্বন	আলম্বন
১০০	১৪	তাহার	তাহার ?
১০৪	২০	রুক্মা	রুক্মা যে
১৪০	১	তাহার,—	তাহারে,

বিস্ময়চিহ্ন-স্থলে স্থানে স্থানে স্বগতঃ-জিজ্ঞাসাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছিল ; বিস্ময়চিহ্নই পড়িবেন, যথা—

পৃষ্ঠা ৬—পঙ্‌ক্তি ১৭। ৯—১৬ ও ২১। ১০—৮। ১৫—২৫। ৩২—২২। ৩৪—৩। ৪৪—১৭, ২০ ও ২২। ৫২—২০। ৫৩—২, ৬ ও ১০। ৭৩—১১ ও ১৮। ৯৩—৫, ৭ ও ৯। ৯৭—৭ ও ১১।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। প্রাচীন চিত্র	‌॥৵০,	বাঁধাই	১৲
২। বঙ্কিম চিত্র	১৲	ঐ	১।৵০
৩। * শ্রীরামচরিত (নাটক) [সীতানির্ব্বাসনান্তে পুনর্মিলন]	১৲	ঐ	১।৵০
৪। অবকাশ (আধ্যাত্মিক—প্রথম রচনা পুস্তক)	॥০		
৫। মালঞ্চ (কাব্য—দ্বিতীয় রচনাপুস্তক)	॥০		

গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ রামরমেন্দ্র
কাব্যতীর্থ প্রণীত

৬। আশীর্ব্বাদ (সামাজিক নাটক) ১৲

উল্লিখিত ৪।৫।৬ পুস্তকগুলি—বঙ্কিমসাহিত্য-সম্মিলনী, কাঁটালপাড়া, পোঃ নৈহাটী, জেলা ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাইবেন।

* যন্ত্রস্থ—২।১ মাসের মধ্যে আর কাম্বে এণ্ড কোং দোকানেই পাইবেন। (মূল্য ১৲)

বঙ্কিমচিত্র সম্বন্ধে মতামত।

সকলকারই ১৩৩৪ সাল। একমাস হইল, পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে যে কয়খানি পত্রিকার সমালোচনা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা হইতে দুই চারিটি স্থল মাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

প্রবাসী। (আশ্বিন) তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও মধুর। চরিত্র ব্যাখ্যা অতিশয় স্বাভাবিক, চিত্তাকর্ষক ও সংক্ষিপ্ত। আমরা বহুদিন এমন সুন্দর বঙ্কিমপরিচয় পাঠ করি নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

হিতবাদী। (৩১শে ভাদ্র শুক্রবার) * * অলোক-সামান্য দক্ষতার পরিচয় লউন।

বসুমতী। (দৈনিক—২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার) * * বঙ্কিমচিত্রও তিনি কবির তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। * ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। * বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ বড়ই বিরল।

আত্মশক্তি। (২৪শে ভাদ্র) * * আলোচনায় পাণ্ডিত্য আছে।

আনন্দবাজার। (৩রা আশ্বিন) * * * মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সুন্দর গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া যোগ্যতা ও গুণের সমাদর করিয়াছেন।

অবতার। (১৭ই ভাদ্র) ইঁহার ভাষা মধুস্রাবিনী। তিনি (বিপিন পাল) বলিয়াছেন "রসসৃষ্টি সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।" আমরাও একমত। আরও বলি, সমালোচনাও যে একখানি স্বতন্ত্র মনোরম পুস্তক হইয়া দাঁড়াইতে পারে বা সৃষ্টির উপর একটী নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে * * এমনকি সমালোচনার বিশ্লেষণও যে, রসগর্ভ হইয়া উপন্যাস ও নাটকের মতই কৌতূহল বর্দ্ধন করিতে পারে; গ্রন্থকার বঙ্কিম-চিত্রে তাহা দেখাইয়াছেন।

শ্রীরমণীমোহন মজুমদার (সুপারিটেণ্ডেণ্ট) মহাশয় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—"পড়িয়া আমি বড়ই তৃপ্তি এবং জ্ঞান একাধারে দুইই লাভ করিলাম।"

প্রাচীনচিত্র-সম্বন্ধে পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়গণের (২৬টি) মতামত বঙ্কিমচিত্রের শেষে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে প্রবর্ত্তকের (মাসিকপত্র) সমালোচনাটিমাত্র—যাহা পূর্ব্বে কাপি না থাকায় যথাযথ উদ্ধৃত হয় নাই—দেওয়া হইল।

প্রবর্ত্তক। (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩)

সাহিত্যসেবী শাস্ত্রীমহাশয় সমালোচনার লেখনী লইয়া সংস্কৃত ক্লাসিকগুলির মর্ম্মভেদচ্ছলে উপাদেয় নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার আলোচনা যেমন তলস্পর্শী, মর্ম্মগ্রাহী ও মনোহর। ভাষাও তেমনি স্বচ্ছ, আদর্শ স্থানীয়। বইখানি কলেজের পাঠ্যরূপে অনায়াসে স্থান পাইতে পারে। সুসাহিত্য-রসিকবৃন্দের নিকট ইহা খুব আদরণীয় হইবে।